রামানুজ

PRINTED BY B. C. GHOSH AT THE
DIAMOND PRINTING HOUSE
79-A, Durga Charan Mitter Street,
CALCUTTA.

কুশীলবগণ

পুরুষ

ব্রহ্মা, নারায়ণ, মহাদেব, মহাকাল (ছদ্মবেশী মহাদেব), সুদর্শন, নন্দী, ভৃঙ্গী, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, লব, কুশ, মার্কণ্ড (জনৈক অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ), মদনানন্দ (মার্কণ্ডের ভ্রাতা), গুহক (জনৈক রাজভক্ত চণ্ডাল), রাক্ষস, রাজদূতদ্বয়, প্রমথগণ, বৈকুণ্ঠবাসীগণ, বালকগণ, ভিক্ষুকগণ, নগরবাসীগণ, চণ্ডালপুরুষগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

দুর্গা, লক্ষ্মী, পৃথিবী, বৈরাগ্যশক্তি, সীতা, উর্ম্মিলা, জটাবতী (মার্কণ্ডের পত্নী), বিদ্যাগণ, যোগিনীগণ, কুমারীগণ, সখীগণ, পুরনারীগণ, চণ্ডালরমণীগণ ইত্যাদি।

রামানুজ

পৌরাণিক নাটক

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ

"ভাণ্ডারী অপেরা" কর্ত্তৃক অভিনীত

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস কর্ত্তৃক
স্বরলয়ে গঠিত।

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৭।১এ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৪৭ সাল।

তৃতীয় সংস্করণ]

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

পার্থ-বিজয়

পণ্ডিত পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত। পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। অরুণ অপেরায় অভিনীত। নাগরাজ ইলাবন্তের বাল্যজীবন হইতে মৃত্যুকাল এবং মণিপুরপতি বভ্রুবাহনের রাজ্যাভিষেক হইতে তৃতীয় পাণ্ডব পার্থের যজ্ঞাশ্বধারণ এবং পার্থ-বিজয় পর্য্যন্ত ঘটনার অপূর্ব্ব সংযোজনা। বীরাঙ্গনা উলুপীর রণোন্মাদনা—চিত্রাঙ্গদার রাজ্যশাসন - সেনাপতির সমরজিতের বিশ্বাসঘাতকতা—গঙ্গার ক্রোধ—কুরুক্ষেত্র সমর—ইলাবন্ত ও বভ্রুবানের যুদ্ধ প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশে রচিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—দৈত্য-পতি প্রহ্লাদের স্বর্গবিজয়, ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানপতি রজি সহযোগে দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে সমর অভিযান। প্রহ্লাদের পরাজয়। ইন্দ্র কর্ত্তৃক মহারাজ রজিকে ইন্দ্রত্ব দানের প্রতিশ্রুতি ও পরে রজির জীবন নাশ। রজি ভ্রাতা কম্ভু কর্ত্তৃক স্বর্গ আক্রমণ, ইন্দ্রের তপস্যা ও বৃহস্পতি কর্ত্তৃক বরলাভ। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। অযোধ্যার সম্রাট বৃকের পুত্র তালজঙ্ঘ ও বাহুর ভীষণ সংঘর্ষণ। তালজঙ্ঘের পিতৃদ্রোহিতা, বাহুর জীবন নাশের ষড়যন্ত্র। রাজ্যলোভী তালজঙ্ঘ কর্ত্তৃক স্বপত্নীসহ বাহুর বনগমন ও বাহুপুত্র সগরের জন্মগ্রহণ। সগর কর্ত্তৃক অযোধ্যা আক্রমণ ও তালজঙ্ঘকে নিহত করতঃ অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে কবীরের জন্মগ্রহণ—সমাজলাঞ্ছিতা ব্রাহ্মণকন্যা কর্ত্তৃক কবীরকে পরিত্যাগ—জনৈক জোলা গৃহে প্রতিপালন ও রামানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ—কবীরের প্রতি শাক্ত ভৈরবাচার্য্য ও মুসলমান ফকির কর্ত্তৃক অমানুষিক অত্যাচার—কাশীরাজ বীরসিংহ কর্ত্তৃক কবীরকে আশ্রয় দান—দিল্লীর বাদসাহের সহিত বীরসিংহের ভীষণ যুদ্ধ—বাদসাহ কর্ত্তৃক কবীরের ধর্ম্মপরীক্ষা—কবীরের ভগবদ্দর্শন ও মহামুক্তি—কবীরের মৃতদেহ লইয়া হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ—শবদেহ পুষ্পে পরিণত প্রভৃতি। মূল্য ১॥০

উৎসর্গ

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের

যশস্বী—প্রতিভাশালী অভিনেতা

শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর

করকমলে

"রামানুজ"

অর্পিত হইল।

ভূমিকা

নানা রস-সমন্বিত আদি মহাকাব্য রামায়ণ হইতে এই "রামানুজ" নাটক লিখিত। ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লক্ষ্মণবর্জ্জন। সীতার পাতালপ্রবেশের পর কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা দেহত্যাগ করিলেন—অযোধ্যা-রাজপুরী নিরানন্দে ভরিয়া উঠিল। শ্রীরামচন্দ্র চঞ্চল—শোকোন্মাদ! সীতা বৈকুণ্ঠবাসিনী হইলেন, স্বর্গে দেবগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; বৈকুণ্ঠের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রীরামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠবাসী করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মানব—দেবতার ছলনায় ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; মহাকালের কথায় ও কৌশলে লক্ষ্মণ সরযূগর্ভে বিসর্জ্জিত হইলেন—শ্রীরামচন্দ্রও গুরু পুরোহিতের পদপ্রান্তে অন্তর্বেদনা জ্ঞাপন করিয়া অতিষ্ঠ জীবনের অবলম্বন ভরত শত্রুঘ্নের হাত ধরিয়া মহাকাল-নির্দ্দিষ্ট সরযূগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। দেবগণের আশা মিটিল, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন একমূর্ত্তিতে সন্নিবেশিত হইলেন, সীতাদেবী লক্ষ্মীরূপা হইলেন; লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তিদর্শনে দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠবাসী বৈকুণ্ঠ-মিলন হৃদয়ে-হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া ধন্য হইলেন। ইহাই রামানুজ নাটকের মূল ঘটনা। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া "রামানুজ" নাটকে আমি ছায়া-সীতাকে কয়েকবার প্রবেশাধিকার দিয়াছি; ইহাতে আদি কাব্যের কোনরূপ অঙ্গহানি হইয়াছে কিনা জানি না। যদি দশের কাছে ছায়া-সীতা সমাদৃতা হন, তাহা হইলে আপনাকে যথেষ্ট ধন্য জ্ঞান করিব। যাত্রাসম্প্রদায়ে অভিনয়ের জন্য রচিত বলিয়া হয় তো অনেক স্থলে নাটকীয় সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে; আশা করি সহৃদয় সুধীমণ্ডলী আমার এ ত্রুটী নিজগুণে লক্ষ্য করিবেন না। ইতি—

গ্রন্থকার।

রামানুজ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাস

ত্রিশূলহস্তে মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। কেন রে পাগল প্রাণ এত বিচঞ্চল ?
কেন আজি ভূমিকম্প- উথলে অম্বুধি ?
অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্যস্থল কেন রে কাঁপিছে ?
স্তব্ধপ্রায় কেন সমীরণ ?
গ্রহ তারা হয় কক্ষ্যচ্যুত-
কেন-- কেন—কি হেতু এ সব ?

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। পৃথিবী কাঁদিছে পৃথিবী কাঁপিছে ত্রাসে
দলিতা আর্ত্তের আর্ত্তনাদ সম
ওই শোনো প্রভু-
সীতা- সীতা অতি উচ্চ রব !

মহাদেব। কার—কার রে নন্দী,
এ হেন করুণ স্বর ?

নন্দী। দেখ—দেখ পিতা,
পৃথিবীর স্নেহের বেষ্টনীঘেরা
করুণ মূরতি কার
সকাতরে করিছে রোদন !
রোদনে তাহার—
বসুন্ধরা নারিল বারিতে
নয়নের জল !
মাতা বক্ষে তাঁর ধরেছে কন্যারে !
মায়াতাপে কাঁদে মাতা—
কাঁদে কন্যা পিতা !
সর্ব্বংসহা বসুমতী মাতা—
বক্ষে তার আদরিণী সীতা !

মহাদেব। এত অশ্রু মাতা-পুত্রী করেছে সঞ্চয় ?
দেখ্—দেখ্ নন্দী,
অশ্রু হ'তে বাহিরায় দাবাগ্নি ভীষণ !
পৃথিবীর বক্ষঃ হ'তে
আকাশে পোড়াতে চায়—
ধ্বংস হেতু বিরাট বিশ্বের
পীড়িতার নয়নাগ্নি
করাল কবল তার করেছে বিস্তার !
পৃথিবীর বুকে ছুটেছে অনলস্রোত,
ডুবে যায়—ডুবে যায় সৃষ্টি ধরাতল—
সে অনলে কৈলাস পুড়িয়া যায় !
গিরি-স্তম্ভ দেখ্ রে কম্পিত—

শিলা ছোটে যথা তথা,
কৈলাসে মহেশপ্রাণ চিন্তায় আকুল !

নন্দী। নিভাও এ আগুন পিতা !
নহে সৃষ্টি যাবে—সব যাবে—
আশুগতি এ যুগের ঘটিবে প্রলয় !

মহাদেব। আমি কি নিভাবো নন্দী,
বল্ তারে—কাঁদাইল যেবা।
ব'লে আয় অযোধ্যার শ্রীরাম রাজায়.
তার দোষে কাঁদে সীতা—কাঁদে বসুন্ধরা !
ব'লে আয়—
প্রতিকার না করিলে ত্বরা,
শূলী শম্ভু শূল ধরি করে
সুখের অযোধ্যা-রাজ্য
ধ্বংসমুখে ধরিবে পলকে !

দুর্গার প্রবেশ

দুর্গা। শ্রীরামের দোষে
কাঁদে না তো রামময় সীতা !
রামপদে সীতাদেবী লয়েছে বিদায়।
দেখ অযোধ্যায়—সীতাহারা রাম
সীতা নাম করি উচ্চারণ,
নিরবধি বক্ষে তার করে করাঘাত !
ঐ দেখ—লব কুশ পুত্র তার
মা বলিয়ে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস !

রাম নহে অপরাধী—
রাম নহে সীতাত্যাগী!
তাই যদি হবে,
কেন তবে পঞ্চবটী বনে
সীতার হরণে,
হা সীতা---হা জানকী বলি'
কেঁদেছিল রাম রঘুমণি?
কেন তবে
বানর-কটক করিয়া সহায়
বাঁধিয়া সাগর,
লঙ্কায় সীতার তরে গিয়াছিল রাম?
কেন তবে বালিরে বধিল,
কেন বা ধরিল শিরে
তারার সে তীব্র অভিশাপ?
মহামায়া-পূজার কারণ—
নীলোৎপল ভাবি আপন নয়নে
কেন গেল আপনি বিঁধিতে?

মহাদেব। নাহি জান সতী,
কি কারণ হয়েছিল সীতা-অন্বেষণ!
লইবারে ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা
হয়েছিল সীতা-অন্বেষণ!
নির্ম্মম সাজিয়া
পাঠাইতে বনবাসে তারে
হয়েছিল হেন আয়োজন!

দেখিবারে গুরু অভিমান—
আকুল ক্রন্দন,
হয়েছিল সীতা-অন্বেষণ !
উহুঃ, দেখ্—দেখ্ নন্দী !
পাতাল ভেদিয়া আসিছে অনলরাশি !
রামময় সীতা কাঁদিয়া আকুল,
বক্ষে তারে না ধরিছে রাম ?
রাম—রাম !
ঘুচাইব আমি তব সীতাপতি নাম—
ঘুচাইব রাজত্ব তোমার—
প্রজাগণপ্রাণ বিনাশিব প্রজাসহ তোমা

প্রস্থানোদ্যত]

এসো প্রমথ ভৈরব, ডাকে প্রমথেশ
ধ্বংস কর—ধ্বংস কর অযোধ্যা নগর !

ত্রিশূল উত্তোলন]

দুর্গা　　তবে রামে বাঁচাইতে,
অনুগামী তব আমি !
ধর শূল প্রমথেশ !
ধরি খড়্গ আমি—
খড়্গ শূলে বেধে যাক্ রণ !

[খড়্গধারণ]

আয়—আয় রে ডাকিনী
যোগিনী বিদ্যা ভৈরবী,
বাঁচাইতে হবে আজ রামের অযোধ্যা ।

গীতকণ্ঠে ত্রিশূলহস্তে প্রমথগণের প্রবেশ

গীত

প্রমথগণ।—উল্কার মত ছুটে চল্।
কাঁপায়ে সিন্ধু তুঙ্গশিখর আকাশ ভূধর মহীতল॥

গীতকণ্ঠে খড়্গহস্তে বিদ্যাগণের প্রবেশ

পূর্ব্বগীতাংশ

বিদ্যাগণ।—বীরগর্ব্বে বীরদর্পে তুলিয়া কণ্ঠে বীরের গান,
শক্তি-মন্ত্রে শাণিত অস্ত্রে শক্তি করিবে শোণিত পান,
প্রমথগণ।—কর খড়্গো খড়্গো মহারণ,
বিদ্যাগণ।—মোরা নিত্য সত্তা সচেতন,
প্রমথগণ।—মোরা পলকে তুলিব প্রলয়-ঝঞ্ঝা
সচেতন হবে অচেতন ;—
বিদ্যাগণ।—মোরা ঘুচাবো মায়ের দুঃখ-দৈন্য,
আনিব শান্তি সুবিমল॥

সহসা ব্রহ্মা আসিয়া উভয় পক্ষকে বাধা দিলেন

ব্রহ্মা। সম্বর—সম্বর ক্রোধ দেব আশুতোষ!
খড়্গ-অস্ত্র নিবারণ কর মহাদেবি!
অস্ত্র না ত্যজিলে,
মম সৃষ্টি যাবে রসাতলে!
হের—পৃথিবীর সনে আসে সীতাদেবী
পূজিবারে শ্রীচরণ—
যেই সীতা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-অংশে

জনমিয়া ভূমণ্ডলে

শ্রীরামের গলে দিলা বরমালা !

কন্যা তোমাদের,—

অস্ত্র ফেলি লহ কোলে কন্যারে জননি !

পৃথিবী ও সীতার প্রবেশ

পৃথিবী। মা ! মা !

সীতা মোর ছিল এত দিন !

তোরে ছাড়ি

মোর বক্ষে খেলিত নাচিত—

ঘুচে গেছে সে খেলা সীতার !

রাম রঘুবর গুণবান স্বামী তার,

ভক্তিমান গুণের দেবর,

আদরের শিশু পুত্র দু'টী

আত্মীয় স্বজন কত

রাখিয়া এসেছে মাতা অযোধ্যা নগরে !

মায়ায় আকুল সীতা—

কাঁদে অনিবার !

কোল দে মা—

লক্ষ্মী যে গো সীতাদেবী তোর !

সীতা। মা ! মা !

তবু কেন ডাকে মা সেথায় ?

লয়েছি বিদায়—

তবু কেন প্রাণ যেতে চায় ?

মনে পড়ে অযোধ্যার কথা—
মনে পড়ে রাম রঘুমণি,
মনে পড়ে আদরের লব-কুশ
বক্ষ-রত্ন দু'টী !
দে মা ভুলায়ে—
দে মা মায়ার বন্ধন
শত ছিন্ন করি !

[দুর্গা সীতাকে বক্ষে ধরিলেন]

মহাদেব। হর দুর্গা দুর্গতি কন্যার—
ব্যথা কাতরতা সব দাও মুছাইয়া !
সীতা ! সীতা ! বৈকুণ্ঠের রাণি !
নারায়ণী জননী আমার !
কেন আর রাঘবের মায়া ?
কেন আর অযোধ্যার কথা ?
কেন আর বক্ষমণি লব কুশে
রাখিস্ মরমে ?
চল্ তোর বৈকুণ্ঠ-নিবাসে।

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন।—

গীত

ওমা পরবাসে তোর সাধ মিটেছে,
আয় মা আপন নিবাসে।
পর ফেলে তোর আপন নে মা—
কাজ কি সুদূর প্রবাসে।

সেথা সিন্ধুজলে জলে তুষানল,
সেথা নরের প্রকৃতি পুরিত গরল,
সেথা দুঃখ প্রবল ঝরে অবিরল,
প্রাণ ভরা শুধু হতাশে।
সেথা চঞ্চল চিত বঞ্চনা শত অবিরল,
সেথা চাঁদের জ্যোছনা ফুল্ল সুষমা হৃতবল,
সেথা স্নেহের পসরা নিদয় নিঠুরা
শত কণ্টক রাজে বিলাসে।

[সুদর্শনের সহিত মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সীতার প্রস্থান]

ব্রহ্মা। মা তো বৈকুণ্ঠে ফিরে এলেন; এখন বৈকুণ্ঠবিহারী বিষ্ণু ভগবানকে বৈকুণ্ঠে আন্‌বার উপায় কর।

মহাদেব। আপনি ভিন্ন কে উপায় স্থির কর্‌বে পদ্মযোনি?

ব্রহ্মা। আমি উপায় স্থির করেছি; কিন্তু তাতে দেবাদিদেব আশুতোষের কার্য্য-কুশলতা প্রয়োজন। রাম রঘুবর স্বর্ণপ্রসূ অযোধ্যার মায়ায় তাঁর সাধের বৈকুণ্ঠ ভুলে আছেন; তাঁকে বৈকুণ্ঠের চিত্র দেখিয়ে মায়ার হাত থেকে মুক্তিদান কর্‌তে তুমি ভিন্ন কেউ নেই!

মহাদেব। আর যিনি এই মায়া-মুক্তির রচয়িতা—মুক্তিদাতা, তিনি বুঝি অপারক?

ব্রহ্মা। এত বড় একটা ধ্বংস-যজ্ঞের পৌরহিত্য করতে ধ্বংসময় দেবাদিদেব মহাদেবই সক্ষম। চল আশুতোষ, অযোধ্যানাথকে বৈকুণ্ঠে আন্‌বার আয়োজন কর। অযোধ্যার আকাশ বাতাস কীট পরমাণু জীবাণু সব রামময়—সবাই রামের গুণগানে মত্ত! চারি অংশে জন্মগ্রহণ ক'রে শ্রীবিষ্ণু বহুবিধ মায়ায় জড়ীভূত; সে মায়া ধ্বংস ক'রে চারি অংশ এক মূর্ত্তিতে সন্নিবেশিত কর্‌তে তোমার প্রলয়-শক্তিকে জাগিয়ে তোলো শঙ্কর! রামকে জানিয়ে এসো, রাম অযোধ্যার নয়—রাম বৈকুণ্ঠের!

মহাদেব। কি বেশে যাবো ?

ব্রহ্মা। মহাকাল নামে রুদ্রমূর্ত্তি কাপালিক-বেশে যাও; সর্ব্ব প্রথমে তার বিষম বন্ধন প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে পৃথিবী হ'তে সরিয়ে দিয়ে তার সুখের রাজ্যের উপর বিতৃষ্ণা জাগিয়ে দাও! প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠুক্ —শান্তি-অন্বেষণে রাম বৈকুণ্ঠে ফিরে আস্‌বে !

মহাদেব। তাই হবে পদ্মযোনি! আপনার কথায় আমি ভিখারী ভোলানাথ-বেশ পরিত্যাগ ক'রে রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল-বেশে অযোধ্যার সুখ-রবিকে অস্তাচলে আন্‌বার আয়োজন কর্‌বো।

ব্রহ্মা। চল মহেশ্বর, দূর গোপন পথ থেকে আমিও তোমার সে বেশ, সে নিমন্ত্রণ-কৌশল উপভোগ ক'রে আসি।

প্রমথগণ ও বিদ্যাগণ।—

গীত

তবে সাজ সাজ সাজ প্রভু রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল
শতেক কণ্ঠে গাহিবে গীত জয় কাল—জয় কাল ॥
সাজাতে সুখের গোলোকে আলোকে,
গোলোকের ধনে পুলক-আলোকে,
ভূলোকে চল ত্রিলোকত্রাতা শ্রীহরি সেথা মহীপাল।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মার্কণ্ডের বাটীর সম্মুখ

ছোট একটী খাঁচায় পাখী ও স্কন্ধে লোটা-কম্বল লইয়া মদনানন্দের প্রবেশ

মদনানন্দ। তা হ'লে পৃথিবীতে সবার চেয়ে বড় হ'চ্চেন কে, না—অর্থ! বাঃ—বাঃ—বাঃ, কি বুদ্ধি তোর মদনানন্দ! ঠিক ধ'রে ফেলেছিস্! কি রে চন্দনা! ছাতু দিয়েছি—ছোলা দিয়েছি, তুই কি বলিস্? ঘাড় নাড়্—হাঁ ঠিক—ঠিক! অর্থই বড়ই! অর্থে কি হয় রে? পর আপনার হয়, নয়? আর না দিতে পারলে অতি বড় আপনার বাপ, মা, ভাই, সহধর্ম্মিণী, ছেলে, মেয়ে সব তু'পায়ে থ্যাত্‌লাতে থাকে,—কেমন নয়? বলিহারি চন্দনা, কাল আরো বেশী ছাতু-ছোলা পাবি। কি বল্‌ছিস্? ও, হাঃ—হাঃ—হাঃ, এ যে আমাদেরই বাড়ী! কি বল্‌ছিস? তা আর থাক্‌তে পাবি না? আমি যদি থাক্‌তে পাই, তুইও পাবি। কি বল্‌ছিস? বনে বাঁদাড়ে প'ড়ে থাক্‌তুম কেন? শোন্ তবে বলি! ছেলেবেলায় বাপ মা ম'রে যায়, তাই দাদা আর ভাজের গলগ্রহ হ'য়ে পড়্‌লুম; তারা লাথি ঝাঁটাও মার্‌তো, আবার ডাল ভাতও গেলাতো! একদিন বল্‌লে—উপায় কর্‌তে পারিস্ তো খাবি, নইলে ডাল ভাত উঠ্‌লো! উঠ্‌লো তো উঠ্‌লো, এক কাপড়ে মনের ঘেন্নায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লুম। অমনি বরাতও ফির্‌লো! ভাগ্যগুণে এক ঋষির দর্শন পেলুম। ঋষি ব'লে ঋষি, একবারে মহামুনি বাল্মিকী! কোনো কথা নেই—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে

ঠাকুরের পায়ের উপর প'ড়ে গেলুম! ঠাকুরের অনেক সেবা-শুশ্রূষা করলুম! সন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন, কি বর নিবি? আমি বললুম—ঠাকুর! আমার অনেক রকম ইচ্ছে আছে—দু' একটা আর কি চাইবো বলুন! তারপর তো জানিস্ চন্ননা, তোকে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—এই চন্ননা যতদিন তোর কাছে থাকবে, ততদিন তোর কোন সাধ কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। মুখে যা বলবি, তাই হবে!

[নেপথ্যে—পোড়ারমুখো, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিচ্ছি—দাঁড়া!]

মদনানন্দ। চন্ননা! স'রে পড়ি চল্; যাদের গলগ্রহ হ'য়ে ছিলুম, তারা এলো ব'লে!

[প্রস্থান]

বাতগ্রস্থ মার্কণ্ডকে ঝাঁটা প্রহার করিতে করিতে জটাবতীর প্রবেশ

মার্কণ্ড। ক্ষান্ত দে—ক্ষান্ত দে জটাবতী, আমায় মেরে ফেললে তুই বিধবা হ'বি!

জটাবতী। তুই ম'লে আমার আপদ যাবে রে পোড়ারমুখো—আমার আপদ যাবে। আমার আদরের ধিঙ্গী বাতে পঙ্গু হয়েছেন! বাত তো আর কারু হয় না! ঐ যে নফ্রার মার বাত হয়েছে, ও কি আর কাজ করে না, না ভাত গেলে না? বেতো পায়ে রোজ সে বিশ মণ ধান ভানে রে পোড়ারমুখো—[পুনঃ প্রহার]

মার্কণ্ড। জটাবতী! আমায় বাঁচতে দে—বাঁচতে দে; বাতে ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপছি, দেখতে পাচ্ছিস্ না?

জটাবতী। পায়ে বাত হয়েছে তো পেট শুনবে কেন রে ডিংরে মিন্সে? তুই না খাস্ না খাবি; আমার তো বাত হয় নি—আমার

তো গতরে কুড়িকিষ্টি হয় নি, আমি কি উপোস ক'রে থাক্‌বো না কি ? ন্যাকা মিন্‌সে, চুপ ক'রে আছে দেখ না ! মারি ঝঁ্যাটার বাড়ী— [পুনঃ প্রহার]

মার্কণ্ড। না রে জটাই, না—আর মারিস্‌ নি—

মদনানন্দের পুনঃ প্রবেশ

মদনানন্দ। আহা-হা, যেন সাক্ষাৎ কমলা! দয়া-দাক্ষিণ্যে একেবারে অতুলনীয়া—প্রহার করছেন একেবারে নিঃস্বার্থভাবেই। ঝঁ্যাটা ভেঙ্গে যাচ্ছে, তথাপি তার মূল্য প্রার্থনা করছেন না। গা দিয়ে দর্‌-দর্‌-দর্‌-দর্‌ ক'রে ঘাম ঝরছে, তথাপি ক্লান্তিবোধ নেই! ওঃ—কি স্বার্থত্যাগ—কি পতিভক্তি—কি জাজ্বল্যমান সংসার! কি রে চন্না! ঘাড় নাড়্‌তে নাড়্‌তে চোখ বুজ্‌ছিস্‌ যে? হাঁ রে, ওরা আমার আপনার লোক; একটী আমার গুণধর দাদা, আর একটী ঝঁ্যাটাহস্তা আমার বউদিদি! আমার বউদিদির গৃহস্থালী দেখ্‌ছিস তো?

জটাবতী। যা না ন্যাকা মিন্‌সে, বেরো না! পিণ্ডির যোগাড় না করলে বাকড় ভরবে কিসে?

মদনানন্দ। বেতো রোগীর অত ক্ষিদে নেই বউদিদি! তোমার বাকড় তুমি নিজেই ভরাও---

জটাবতী। তুই আবার কে রে পোড়ারমুখো?

মদনানন্দ। আমি মদনানন্দ। প্রণাম বউদিদি, প্রণাম! যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ঝঁ্যাটারূপেন সংস্থিতা, নমস্ত্যস্যৈ নমস্ত্যস্যৈ নমস্ত্যস্যৈ নমোঃ নমঃ। [প্রণাম]

মার্কণ্ড। কে—মদন এসেছিস্‌? মদন! ভাই! আমার কি হয়েছে দেখ্‌। একমুঠো ভাত দিতে হবে ব'লে স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে তোকে

শৃগাল-কুক্কুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছি, তার ফলে দেখ্ ভাই, আমি বাতে পঙ্গু হ'য়ে পড়েছি--এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান কর্‌বার উপায় নেই; রান্নাঘরে হাঁড়ী চড়ে নি—অধিকাংশ দিন উপবাসে কাট্‌ছে। প্রাপ্য অন্ন তোর মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছিলুম, তার ফলে নিজেই কষ্ট পাচ্ছি! তার উপর তোর তাড়কা রাক্ষসী বউদিদির নির্য্যাতন--

জটাবতী। তবে রে অলপ্পে মিন্‌সে, আমি তাড়কা রাক্ষসী? [ঝাঁটা উত্তোলন]

মদনানন্দ। চন্ননা! তবে বউদিদি ঝাঁ্যাটা তুলেই থাক্—কেমন? হ্যাঁ, তাই থাকো বউদিদি, ঝাঁ্যাটা তুলেই থাকো,-- যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ আর নাবাতে পার্‌ছো না! হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে! বা রে বাল্মিকী মুনি—বা রে চন্নার খেল!

জটাবতী। ওমা, একি হ'লো? এ পোড়ারমুখো হাড়হাবাতে আবার কি যাতু শিখে এলো? ও ঠাকুরপো! তুমি ঠাট্টা বোঝো না ঠাকুরপো! আমি কি সত্যি-সত্যিই তোমার দাদাকে মার্‌তুম্!

মদনানন্দ। দাঁড়াও বউদিদি, দাঁড়াও—একটু হাঁপ ছাড়; দৌড়-ঝাঁপ ক'রে ঝাঁ্যাটার কস্‌রৎ দেখিয়ে তোমার হাঁপ ধ'রে গেছে, আমার চন্নার দৌলতে একটু জিরিয়ে নাও। দাদা! তোমায় দেখে আজ আমাদের পূর্ব্বের সংসার মনে পড়্‌ছে—আমার পিতামাতার আদর-যত্নও কিছু কিছু মনে পড়্‌ছে! যখন পিতামাতাকে হারালুম, বড় ভাই তুমি—আদর ক'রে আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালকরূপে আমার সম্মুখে দাঁড়ালে, আমি তোমাকেই আমার সর্ব্বস্ব ভেবে শোক-তাপ, অভাব-অভিযোগ ভুলে গেলুম! জানি না, কি কুগ্রহ, কি শনি এসে তোমায় আশ্রয় কর্‌লে, ঘরভাঙ্গা বউদিদির কথায় আপনার সহোদরকে শৃগাল-কুক্কুরের মত পথে বার ক'রে দিলে! তাতে কি আমার চক্ষে জল

পড়ে নি দাদা ? সেই জলের বিষাক্ত উত্তাপস্পর্শে তুমি আজ পঙ্গু হ'য়ে অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছ ! ভেবে দেখ দেখি দাদা, কি ছিলে—কি হয়েছ ! কি সুখ-সমৃদ্ধি হারিয়ে আজ অন্নের কাঙাল ! কি তেজস্বিতা হারিয়ে আজ পরমুখাপেক্ষী পঙ্গু হ'য়ে প'ড়ে আছ !

মার্কণ্ড। মদন ! এমন দিনও তো গিয়েছে ভাই, তোকে বুকে তুলে নিয়ে তোর অশ্রুসিক্ত মুখখানি সযত্নে মুছিয়ে দিয়েছি ! অন্ততঃ একটা দিনের ভ্রাতৃস্নেহ স্মরণ ক'রেও আমায় ক্ষমা কর্ ; আজ আমি শক্তিহীন—অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছি—বাতগ্রস্ত পঙ্গু হ'য়ে মাটীতে আছ্ড়ে পড়েছি ! এই দেখে তোর কি আনন্দ হ'চ্ছে মদন ?

মদনানন্দ। আনন্দ হবে না ? আমার বড় ভাই—আমার গুরু আজ অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, পঙ্গু হ'য়ে প'ড়ে আছে, একটা পরের মেয়ে এসে তার সকল অধিকার কেড়ে নিয়ে নিত্য নিত্য চোরের শাস্তিতে পীড়ন কর্‌ছে, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর আজ আমার পর হ'য়ে রয়েছে, এতে আমার আনন্দ হবে না ? বউদিদি ! বল্‌তে পার, তোমার মত বউদিদি এ সংসারে আর কতগুলি আছে ? তোমার মত আর কে তার দেবরকে মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে শৃগাল-কুক্কুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে ? তোমার মত আর কে রোগগ্রস্ত স্বামীকে নির্দ্দয় প্রহারে স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে ?

জটাবতী। ঠাকুরপো ! আমি যে মেয়েমানুষ ভাই ! ব্যাটা-ছেলের মত আমার কি তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে ? কি কর্‌তে কি ক'রে ফেলি, কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলি, আমি নিজেই বুঝ্‌তে পারি না ভাই ! তোমায় তাড়িয়ে দিয়ে মনে করেছিলুম বুঝি ভাল কাজই কর্‌লুম ! তোমার দাদাকে প্রহার ক'রে মনে করেছিলুম বুঝি পরকালের কাজ কর্‌লুম ! ওমা, এর ভেতর যে এত কাণ্ড

রয়েছে, তা তো আমি অবলা সরলা বুঝ্‌তে পারি নি ভাই! এই আজ সব বুঝিয়ে দিলে—ব'লে দিলে—শিখিয়ে দিলে, দেখ্‌বে—আর কাউকে তাড়িয়েও দোবো না, প্রহারও কর্‌বো না। চল—আমার সোনার চাঁদ ঠাকুরপো! তোমার চন্নাকে ছাতু ছোলা দিয়ে, তোমায় পাঁচ ব্যান্নন ভাত দিইগে চল। দাও ঠাকুরপো, ঝ্যাঁটা নামিয়ে রেহাই দাও ঠাকুরপো!

মদনানন্দ। কি রে চন্না—বউদিদিকে রেহাই দিই? কি বল্‌ছিস? আগে দাদার উপায় কর্‌তে হবে? সাবাস্—সাবাস্ চন্না, তুই মহা-মুনির দানই বটে! তবে লেগে যা চন্না—লেগে যা, আমার কথায় দাদার বাতরোগ আরাম হোক্! [মার্কণ্ড নিরাময় হইলেন] আচ্ছা, এইবার বউদিদির ঝ্যাঁটাশুদ্ধু হাত নেবে আসুক্! [তাহাই হইল] আচ্ছা—আচ্ছা, বা রে চন্নার খেল্!

মার্কণ্ড। মদন! মদন! তুই কি যাদু শিখেছিস্ ভাই? আমার সর্ব্বাঙ্গ আজ অপূর্ব্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে; বক্ষ স্ফীত—বাহুযুগল সবল—দেহে অপার্থিব নবশক্তি! এ সব কি মদন? এ শক্তি—এ যাদু-মন্ত্র কোথায় পেলি ভাই?

মদনানন্দ। তোমরাই দিয়েছ দাদা! তুমি আর বউদিদি যদি আমায় তাড়িয়ে না দিতে, তা হ'লে কি আমি এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য চন্নাকে লাভ কর্‌তে পারি? বাল্মিকী মুনি আমায় এই চন্না দান করেছেন। এই চন্নাই আমার শক্তি—সম্পদ—সহায়! দাদা! বউ-দিদি! এই শক্তি-সম্পদ সংগ্রহের তোমরাই উপলক্ষ; তোমাদের চরণে আমার কোটী কোটী প্রণিপাত! এসো বউদিদি, রান্না খাওয়ার যোগাড় কর্‌বে এসো! চন্না! ফুঁ দিয়ে উনুন জ্বালাতে বউদিদির কষ্ট হবে;—রান্নাঘরে উনুন জ্ব'লে উঠুক্! কুটনো-বাটনাগুলো কোটা-বাটা হ'য়ে

যাক্, বড় বড় রুই মাছের ঝোল তৈরী হ'য়ে যাক্; আর চন্ননা, শেষ পাতে দই-সন্দেশ—বুঝ্‌লি? বউদিদি! চট্‌পট্ নাও—চট্‌পট্ নাও, উনুন জ্ব'লে গেল, ভাতের হাঁড়িটা আগে চাপিয়ে দাও—

জটাবতী। ওমা—তাই তো গো, ধন্যি ঠাকুরপো—ধন্যি তোমার মাতৃশিক্ষে—

[প্রস্থান।

মদনানন্দ। এসো দাদা, চন্ননাকে নিয়ে দু'ভায়ে স্নান ক'রে আসি! হাঃ—হাঃ, বা রে চন্ননা—বাঃ—বাঃ—

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

অলিন্দ

সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া লক্ষ্মণ অগ্রে অগ্রে চলিতে-ছিলেন, পশ্চাতে উর্ম্মিলা আসিয়া লক্ষ্মণের ধনুকধারণ করিয়া বাধা দিলেন

লক্ষ্মণ। [সচকিতে] কে—উর্ম্মিলা? ছেড়ে দাও—

উর্ম্মিলা। কোথায় চলেছ?

লক্ষ্মণ। কর্ম্মজগতের একটা পথে—

উর্ম্মিলা। এই নিশীথ রাত্রে চোরের মত কোন্ কর্ম্মজগতের কোন্ কর্ম্মপথের প্রিয় যাত্রী তুমি?

লক্ষ্মণ। চলেছি সমরক্ষেত্র লক্ষ্য ক'রে অভিযানে—

উর্ম্মিলা। প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছ ?

লক্ষ্মণ। পেয়েছি।

উর্ম্মিলা। কে ?

লক্ষ্মণ। নিয়তি।

উর্ম্মিলা। তার সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠ্‌বে না।

লক্ষ্মণ। না পারি, মর্‌তে তো পার্‌বো !

উর্ম্মিলা। এই বুঝি ক্ষত্রিয় বীরের বীরপনা ?

লক্ষ্মণ। ক্ষত্রিয় বীর বিক্রমীর পদতলে সভয়ে মস্তক অবনত করে না ; হয় সগর্ব্বে জয়ের নিশান হাতে তুলে ধরে, নয় পূর্ব্বার্জ্জিত জয়-পতাকা বুকে আঁকড়ে ধ'রে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে কলঙ্কিত জীবন বিসর্জ্জন দেয়।

উর্ম্মিলা। তা হ'লে তোমার ভাগ্যে কোন্‌টা স্থির ?

লক্ষ্মণ। হয় জয়, না হয় পরাজয়।

উর্ম্মিলা। তবু প্রবল বিশ্বাস কোন্‌টায় ?

লক্ষ্মণ। শিকারী শার্দ্দূল যখন শিকার-অন্বেষণে প্রধাবিত হয়, তখন তার মনে কৃতকার্য্যের আশাই প্রবলভাবে জাগরুক থাকে।

উর্ম্মিলা। তা হ'লে নিয়তির অব্যাহতি নেই ?

লক্ষ্মণ। নিয়তি ? নিয়তি ?
কঠোর প্রকৃতি তার !
দেখ প্রিয়ে চারিধারে—
কোথা আছে সৌন্দর্য্য কাহার ?
এমনি নিশায়—
এমনি বিরাট আকাশ চন্দ্রের তলে

এমনি জ্যোৎস্নায়
পুলকে নাচিত সমুদায়,—
জ্যোৎস্না-পুলকিত রজত-তরঙ্গ সম
দূরে ওই প্রবাহিত সরযুর নীর
কত যে মধুর ছিল—
হ'রে নিল সবটুকু নিয়তি রাক্ষসী !
ওই দেখ,
সরযুর তীরে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি—
বান্ধব প্রকৃতি যার
পত্রে কাণ্ডে ছিল সুসজ্জিত,
ধরিয়া মায়াবী রাক্ষস প্রকৃতি
নিয়তির ক্রূর কার্য্য করে সম্পাদন !
তাই সতী করেছি মনন—
অজেয় শকতি করিয়া সহায়,
বিকটবদনা ভীষণরসনা
এলায়িতকেশা মধুপানোন্মত্তা
ভয়ঙ্করী দিগম্বরী উন্মাদ হাস্যবিভোরা
সর্ব্বগ্রাসী নিয়তির করিব উচ্ছেদ।
ছাড় প্রিয়ে,
দেখে আসি কত ক্ষুধা—
কত শক্তি—কত যে সহায় তার !

উর্ম্মিলা। জান স্বামী, শক্তিময়ী নিয়তির
পূজা করে ত্রিদিবমণ্ডল !
পাতালের নদ-নদী কীট-মহীলতা,

মর্ত্ত্যের সম্রাট-প্রজা শোক-সুখ
জন্ম-মৃত্যু স্বরগের ষড়ৈশ্বর্য্য,
শক্তিময়ী নিয়তির খেলা—
তুমি আমি তুচ্ছ তার কাছে!

লক্ষ্মণ। তবু সাধ প্রিয়ে,
তিষ্ঠিতে না দিব নিয়তিরে।
জানি প্রিয়ে— জানি সব!
তবু কেন বলি শুন লো সুন্দরী—
দেখে এসো শ্রীরামের দশা,
দেখে এসো লব-কুশ কুমার দু'টীরে—
দেখ চেয়ে সৌমিত্রির বক্ষ চিরে
অবিরাম স্পন্দন-এ দলিত যন্ত্রের!

ঊর্ম্মিলা। আর তুমি দেখ প্রিয়, সীতার প্রয়াণে
ক্ষণে ক্ষণে দহিয়া মরমে,
কতই সন্তাপ-জ্বালা সহি নিরবধি!

লক্ষ্মণ। কেন সহ? কে বলে সহিতে?
ক্ষত্রিয়াণী শুনি জন্মে নি কাঁদিতে,
কেন তবে কাঁদ?
কেন সাধ নিয়তির পদে ধরি
পাছে পাছে ফিরি,
সাথে ল'য়ে অর্ঘ্য-পুষ্পডালা
পূজিতে তাহারে?
ভাব মনে ক্ষত্রিয়াণী তুমি—
ভাব মনে শত্রুর শত্রুতা;

ফেলে দাও পূজার সম্ভার—
মিথ্যার সাধনা !
জেগে ওঠো
দলিত ভুজঙ্গ সম করিয়া গর্জ্জন,
কাঁপাইয়া জল-স্থল অবনীমণ্ডল,
জাগাইয়া বাড়বাগ্নি নেত্রপথ হ'তে,
রণচণ্ডীবেশে খড়্গ শূল
ধর তুমি করে !
আমি ধরি শরাসন ভীম রুদ্রতেজে—
যোগাইয়া দাও তুমি সুতীব্র শায়ক !
আমি দিই দংশনের জ্বালা—
তুমি ঢাল প্রাণান্ত গরল !
আমি তার ধরিব শিয়রে—
তুমি তার কর রক্তপান !
দেখি পরিত্রাণ কোথা তার—
দেখি নিবারিত হয় কি না
প্রাণের সন্তাপ !

উর্ম্মিলা । কেবা তুমি ?
কার তরে কারে চাও করিতে শাসন ?
কার রাজ্য ?
ব্যাকুলতা কিসের কারণ ?

লক্ষ্মণ । রাজ্য শ্রীরামের—
চিরদাস আমি তাঁর !
রাজ্যরক্ষা ধর্ম্ম মম—

প্রহরীর মত
প'ড়ে আছি রামের চরণে !

উর্ম্মিলা। তাঁর রাজ্য—
তিনি যদি ফেলে দেন রাক্ষসী-কবলে ?

লক্ষ্মণ। সবলে উদ্ধারি তাহা
রামপদে দিব উপহার !
নহে ত্রিভুবনে রটিবে অখ্যাতি,—
কহিবে অযোধ্যাবাসী—
চিরদাস অনুজ লক্ষ্মণ
অক্ষম রাখিতে আজ রাম রঘুবরে।
কহ, সে কলঙ্ক রাখিব কোথায়—
মরণে কি যাবে সে কালিমা ?

উর্ম্মিলা। কে কহিল চিরদাস রাজ্যরক্ষী তোমা ?
রাজসেবক—মাত্র রাজার ধ্বংসের কারণ !
শুনি তব মুখে—
পঞ্চবটী বনে জ্যেষ্ঠের আদেশে
ছিলে যবে সীতার রক্ষণে,
সীতাপতি যান যবে মৃগ-অন্বেষণে
কর্ম্মে করি অবহেলা—
একাকিনী ফেলিয়া সীতারে
অবসর দিলে তুমি
দুষ্ট দশাননে হরিতে সীতায় !
সতীত্ব বুঝাতে তাঁর
সীতা যবে পড়েছিল অগ্নিকুণ্ডমাঝে,

তুমি তাহা দেখিলে দাঁড়ায়ে,
দেখেছিলে জ্যেষ্ঠের বিচার—
তবু কর নি উদ্ধার
অগ্নিকুণ্ডে ঢালিয়া সলিল !
পুনঃ দুর্ম্মুখবচনে অপবাদ-ভয়ে
রাজা যবে ত্যজিল সীতায়,
বল প্রিয়তম !
রথে ল'য়ে স্বর্ণ-প্রতিমারে
স্তোক বাক্য দিয়ে
কে রাখিল গিয়ে বিজন বিপিনে ?
তবু সীতা না হইল সতী—
মনোদুঃখে তাই মাটীতে লুকালো।
চিরবৈরী সীতার দেবর তুমি—
অপরাধী সীতার চরণে।
তোমা হ'তে সীতা-বিসর্জ্জন,
এ নহে অলীক কথা !
সীতানাথে তুমি দিলে ব্যথা
শত্রুতার চিত্রে ভরা ভ্রাতৃভক্তি দিয়ে !
স্থির কর—ধার্য্য কর দোষী কেবা ?
যেও তবে তীক্ষ্ণ শরে বিনাশিতে নিয়তিরে।

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। আমি ? আমি দোষী সীতার প্রয়াণে ?
কেন এ অকীর্ত্তি ? কেন এ অখ্যাতি ?
কেন হেন অপযশ উর্ম্মিলার মুখে ?

দাস্যবৃত্তি জানে শুধু সুমিত্রানন্দন!
দাসরূপে রামাদেশ করেছি পালন,
দাস ভাবি দেখি নাই দিবা-রাত্রি,
রাখি নাই সুগম দুর্গম,
বাছি নাই শুভাশুভ,
রাখি নাই সুখ-শান্তি নিজ—
পালিয়াছি শির পাতি
ভাল মন্দ সকল আদেশ!
হই যদি অপরাধী,
যোগ্য শাস্তি দেহ বিধি অযোগ্য কিঙ্করে!

গীতকণ্ঠে ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী।—

গীত

অহরহ সহ বিরহ-বেদনা।
অশরীরী বাণী শুন গুণমণি,
বলে সিন্ধুপারে এ বাধা রবে না।
চির-শান্তিময় নহে নরমায়া,
প্রিয় পুত্র কন্যা পিতা মাতা জায়া,
ঘুচে যায় সব গেলে মায়া কায়া
অচেতন হ'লে চেতনা।
যদি শান্তি লবে এ মরু অসীমে,
চল গুরুতলে ছাড়ি মরুভূমে,
কাঁদিতে হবে না এ নর-জীবনে,
বিষাদে মিলিবে সান্ত্বনা॥

[প্রস্থান

লক্ষ্মণ। মৃত্যুর কিঙ্কর হেরি সম্মুখে আমার!
কাঁদাইয়ে প্রজাকুল,
কাঁদাইয়ে অযোধ্যা-নগরী,
ঘুচাইয়ে আযোধ্যার শোভাময়ী প্রাণ,
গ্রাসিয়াছ রাজলক্ষ্মী মাতা ;
এবে করাল কবল পুনঃ করিয়া বিস্তার,
আসিয়াছ গ্রাসিবারে শ্রীরাম ভূপালে -
সহ কিঙ্কর লক্ষ্মণ
আসিয়াছ গ্রাসিবারে এ রাজ-ভবন!
রাখ নাই কিছু হায় রাখিবে না কিছু।
মহাশত্রু তুমি!
পেয়েছি সম্মুখে আজ--
যমালয় যোগ্য স্থান তব!

[শর সন্ধান করিলেন]

সহসা শ্রীরামের প্রবেশ

রাম। লক্ষ্মণ---লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। কে—দাদা? আদেশ এ কিঙ্করে!

রাম। এই নিশীথে নিভৃতে দাঁড়া রে লক্ষ্মণ!
শোন্ কান পেতে,
মরে নাই সীতা--
বিসর্জ্জিতা হয় নাই সীতা!
ওই শয্যাগৃহে মোর
শুনে আয় ভাই--

স্ববর্ণ-সীতার কাতর করুণ স্বর !
নিদ্রিত রামেরে পরশিলা দেবী,
ডাকিয়া কহিল দেখ সীতানাথ—
জনকনন্দিনী তব পদতলে !
চকিতে উঠিনু—ত্বরিতে দেখিনু,
স্বর্ণময়ী সীতার নিষ্প্রাণ চক্ষে
ঘন ঘন পড়িছে পলক—
ঝরিতেছে অবিরল শোকাশ্রু তরল !
মুছাতে নারিনু জল,
পরশে আমার শিহরিল বামা—
মূর্চ্ছা গেল পড়ি ভূমিতলে।

লক্ষ্মণ। কেবা দোষী দাদা জানকী-প্রয়াণে ?

রাম। রে লক্ষ্মণ! আমি দোষী জানকী-প্রয়াণে

লক্ষ্মণ। না দাদা, দোষী আমি—আমারই দস্যুতায় জানকী-প্রয়াণ!

রাম। কে দস্যু? দস্যু আমি! তরঙ্গায়িত নদীর স্রোত বেলাভূমি ভাঙতে ভাঙতে অগ্রসর হয় দেখেছ? তেমনি আমারই পাপে, আমারই দস্যুতার ফলে ধ্বংসের জন্য নিয়তির কঠোর দুর্ব্বার শক্তি একে একে আমার সব কেড়ে নিচ্ছে! নিয়তি-ইঙ্গিত-পরিচালিত যন্ত্রপুত্তলিকা! তুমি কিসে অপরাধী? তুমি যদি অপরাধী, তুমি যদি দস্যু হও, তবে আমারও উপর দস্যুতা কর লক্ষ্মণ! আমার সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সব কেড়ে নিয়ে হাতে ভিক্ষাপাত্র দিয়ে রাজপুরী থেকে তাড়িয়ে দাও—

লক্ষ্মণ। হে ধর্ম্মপ্রাণ রাজাধিরাজ! সীতাদেবীর পরম নিগ্রহকারী আততায়ী দস্যু আমি, মহাপাপী দস্যুর দণ্ডবিধান করুন! মোহের

বশে অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখি নি, ধর্ম্মপথে লক্ষ্য রাখি নি, দেবী-প্রতি-মাকে বনবাসে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। আমার ন্যায় মাতৃঘাতী দস্যুকে হত্যা ক'রে রাজ্যের কণ্টক, জগতের আবর্জ্জনা দূর করুন,—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্!

রাম। আরো—আরো প্রায়চিত্ত লক্ষ্মণ! যার আদেশে তুমি সীতা বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিলে, যার আদেশে তুমি সীতার চরণে আপনাকে সহস্র অপরাধে অপরাধী মনে কর্‌ছো, যার আদেশে তুমিও আজ অযোধ্যার সুখাসনে ব'সে কণ্টকের জ্বালা অনুভব কর্‌ছো, তোমার ঐ কার্ম্মুক-শায়কে অযোধ্যার সেই কাল-ধূমকেতুর বিনাশসাধন ক'রে রাজ-ভক্তি দেখিয়ে মহাপাপের প্রায়চিত্ত সাধন কর!

লক্ষ্মণ। মা অভিমানে পাতালবাসিনী হয়েছন, তা কি বুঝতে পারেন নি রাজাধিরাজ?

রাম। জানি ভাই, সীতা অভিমানিনী। সীতা স্বর্লোকবাসিনী দিব্যাঙ্গনার মত শিশিরপরশে সদ্যস্নাতা প্রসূন সদৃশ ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত পবিত্রিত, হিমালয়-চুম্বিত নীলাম্বরের মত দীপ্ত মুক্ত প্রবুদ্ধ সে সীতা,—আর দেখ্‌বি আয় ভাই, অশ্বমেধ-যজ্ঞের সেই স্বর্ণময়ী সীতা,—সেও রোদন কর্‌তে জানে, তারও কর-বল্লরী অবিকল মায়া-রজ্জুর মত বন্ধন দিয়ে আকর্ষণ কর্‌তে পারে, তারও ওষ্ঠপ্রান্ত আশ্বাসের মৃদু কম্পনে কেঁপে উঠেছিল! ঐ শয্যাগৃহের স্বর্ণ সীতা আমাদের কে লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ। শত্রু—শত্রু—

রাম। তবে আয় তো লক্ষ্মণ—আর তো সহায় সম্পদ রক্ষী—আয় তো জীবন-মরণের সাথী! শত্রু-প্রতিমা সরযূর জলে বিসর্জ্জন দিয়ে শুদ্ধ হ'য়ে শান্তি-রাজ্যে গিয়ে বসবাস করি,—দেখি, কে আমাদের

তৃপ্তির দুর্গে এসে অতৃপ্তির আর্ত্তনাদে শান্তিভঙ্গ করে ? দেখি, কত বড় শত্রু সে—

[লক্ষ্মণের হাত ধরিয়া প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান

লব ও কুশ গাহিতেছিল

গীত

ওমা মাগো, এসো সান্ধ্য ভ্রমণে
তোমার সাধের কাননে ।
রেখে গেছ কত প্রীতি-মূরতি
মধুর এ তব নন্দনে ।।
ফুল কেঁদে বলে এসো মা,
গন্ধে জাগে তব প্রতিমা
সমীরণে তব মহিমা-
সঙ্গীত শুনি গগণে ।।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। ডাক্—ডাক্ মাতৃহারা লব কুশ, আকুল-আগ্রহে বুকের বেদনা জানিয়ে পূজার পুষ্পাঞ্জলি হাতে নিয়ে মাকে ডাক্! বল্— এসো মা পূজিতা, এসো মা তীর্থরূপিণী, এসো মা সন্তানের জননী,

তেমনি ভাবে স্নেহের চুম্বনদানে সন্তানের সন্তাপ ঘুচিয়ে সংসারে তোমার অপূর্ব্ব আলোক-মাধুর্য্য ছড়িয়ে দাও! ডাক্‌তে পার্‌বি লব কুশ? মর্ম্মভাঙ্গা নয়নাশ্রু ফেলে মাটীর পৃথিবী গলিয়ে মাকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বি?

লব ও কুশ।—

গীত

ওগো সোণার মাটী, ধরি চরণ দু'টী,
বল কোথায় লুকালো জননী?
মোরা মা-হারা কেঁদে সারা,
ব'লে দাও কোথা মা ওগো জননী॥
মার স্নেহ বিনা স্নেহ তো জানি না,
অমিয় কথার তুলনা মেলে না,
মা চ'লে গেছে আর কিবা আছে,
মার দেখা বিনা মোরা বাঁচিব না,
মোরা যাচি গো মায়ের চরণ দু'খানি॥

লক্ষ্মণ। দেখেছিস্? দেখেছিস্ লব কুশ সেই দৃশ্য? দেখেছিস্ তোমার মাতৃদেবীর নিরঞ্জন? মায়ের নয়নাশ্রুতে পৃথিবী-বক্ষ চৌচির হ'য়ে ফেটে গিয়েছিল, সেই বিদীর্ণ গহ্বরে মা অভিমানে তাঁর দেহ রক্ষা করেছেন; সে অভিমানের সীমা নাই! অভিমান—তাঁর অকৃতি সন্তান নিরাশ্রয় অবস্থায় তাঁকে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল বনবাসে রেখে এসেছিল! না—না, তাই কি? অভিমান শ্রীরামচন্দ্রের উপর! কেন তিনি অগ্নিপরীক্ষা গ্রহণ করেন? কেন তিনি সীতাবিসর্জ্জনের নিষ্ঠুর অনুমতি দেন? কেন তিনি জীবিতা সীতার পরিবর্ত্তে প্রকাশ্য সভায় প্রাণহীন স্বর্ণ-সীতা বসিয়ে অশ্বমেধ-যজ্ঞে-ব্রতী হন?

লব। কাকা মশাই! মা কি সত্য-সত্যই জন্মের মত মাটীর কোলে লুকিয়েছেন? আর কি তিনি ফিরে এসে সস্নেহে আমাদের বুকে টেনে নেবেন না?

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ, ঠিক এই প্রশ্ন আমি শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা ক'রে ছিলুম; তার উত্তর দিয়েছিলেন বাক্যে নয়—কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রুতে আপনার গণ্ডস্থল প্লাবিত ক'রে! যা তো—যা তো লব কুশ, তোরাও জিজ্ঞাসা ক'রে আয় তো, মা কি আর ফিরে আস্‌বে না?

লব। আয় ভাই, পিতাকে জিজ্ঞাসা করি, মা আমাদের কখন ফিরে আস্‌বে—কখন আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আদর ক'রে লব-কুশ ব'লে ডাক্‌বে।

[লব ও কুশের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। কি উত্তর দেবেন রামচন্দ্র, দিন! বালকের সম্মুখে আকুল হ'য়ে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌লেই উত্তর দেওয়া হবে না; বুঝিয়ে দিতে হবে—কি অভিমানে কেঁদেছিলেন সীতাদেবী, কি জন্য তাঁর বনবাস প্রয়োজন হয়েছিল, কি জন্য পৃথিবীর কোলে মা আজ চিরনিদ্রায় অভিভূত? উত্তর নেই রামচন্দ্র—উত্তর নেই! শুধু জমাট দীর্ঘশ্বাস—শুধু আকুল ক্রন্দন! লব কুশ মা—মা ব'লে কাঁদে, আমার বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে যায়! এই জন্যই কি রাম-সীতার সঙ্গে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হয়েছিলুম? এই জন্যই কি সূর্পণখা রাক্ষসীর নাসিকাচ্ছেদনের প্রয়োজন হয়েছিল? এই জন্যই কি রাবণের প্রাণঘাতী শক্তিশেল বক্ষে ধারণ করেছিলুম? এই জন্যই কি রাবণনিধনের প্রয়োজন হয়েছিল? মা—মা, ফিরে এসো দেবি! তোমার সাধের কানন আজ মলিন—শুষ্ক—শ্রীহীন! তাদের পত্রে সজীবতা নেই—পুষ্পে সৌরভ নেই—দৃশ্যে মাধুর্য্য নেই! তেমনি মূর্ত্তিতে একবার জেগে ওঠো দেবী, শোক-সন্তপ্ত রামের নয়নাশ্রু মুছিয়ে

দাও—লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত কর—তোমার লব-কুশকে বক্ষে তুলে নাও! ফিরে এসো দেবী, তোমার কাছে মার্জ্জনাভিক্ষারও অবসর পাই নি!

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন।—

গীত

ক্ষমার অমিয়রাশি।
দিয়ে গেছে রেখে গেছে,
ব'লে গেছে ভালবাসি॥
কুসন্তানে মার অনন্ত দয়া
অনন্ত অসীম করুণা,
অনন্তে মিশিয়া দিগন্ত প্রসারি
ঢালিছে আশীষ-ঝরণা,—
কত মঙ্গল কত নির্ম্মল কত উজ্জ্বল
ঢালে হাসিরাশি দশ দিশি।
অঞ্চল আছে মুছাতে আসার—
বঞ্চিত তাহে হবে না,
কণ্ঠে রাজে স্বরগের বাণী
শত শোকে চির-সান্ত্বনা,
তার মহিমা, তার গরিমা, তার সাধনা
শত সাধিকার কামনার দিবানিশি॥

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। হে অপ্রত্যাশিত বান্ধব! বল্‌তে পার? জান তুমি সীতা-দেবীর সন্ধান?

কাপালিকবেশী মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। আমি জানি—আমি বল্‌তে পারি কুমার!

লক্ষ্মণ। কে আপনি রুদ্রমূর্ত্তি ?

মহাদেব। আগে বল, বলির এক উৎসর্গিত প্রাণী এখানে এই কাননে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছে ?

লক্ষ্মণ। বলির প্রাণী ?

মহাদেব। হ্যাঁ, নিবেদন কর্‌বার অভিপ্রায়ে খড়্গ আন্‌তে মন্দিরে প্রবেশ করেছি, সেই অবসরে উৎসর্গিত প্রাণী পলায়ন করেছে; ঠিক মনে হ'লো, এইখানে এই উদ্যানে প্রবেশ কর্‌লে! তুমি দেখেছ ?

লক্ষ্মণ। উঃ, কি রক্তপিপাসু মূর্ত্তি তোমার! রুদ্র কাপালিক! তোমায় দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে আস্‌ছে—মুখমণ্ডল পাংশুর ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে! তোমার এ রুদ্র মূর্ত্তির সম্মুখে কে দাঁড়াবে কাপালিক ? তোমার রক্তপিপাসু মূর্ত্তিকে কে পূজা কর্‌বে ? তোমার উন্মুক্ত খড়্গের নিম্নে কে মাথা পেতে দেবে ?

মহাদেব। মন্দিরের জাগ্রত দেব-দেবী যাকে প্রার্থনা কর্‌বে, সেই রক্তপিপাসু মূর্ত্তিকে পূজা ক'রে খড়্গের নিম্নে মাথা পেতে দেবে! তুমি দেখ্‌তে চাও—তার পরীক্ষা নিতে চাও ?

লক্ষ্মণ। একি! তোমার দৃষ্টির এ তেজোস্বিতা কেন—এ লোলুপ চাহিনি কেন ? বক্ষের স্পন্দন নীরব হ'য়ে আস্‌ছে—প্রাণ শুষ্ক মরুভূমি হ'য়ে যাচ্ছে, যেন দ্বাদশ সূর্য্য আমার সম্মুখে এসে আমার সমস্ত তরল শোণিত শোষণ অর্‌ছে!

মহাদেব। তা হ'লে তুমি শোণিত-সমুদ্রের তরঙ্গলীলা কখনো দেখ নি! বলিদানের রক্ত দেখে কত আনন্দ হয়, তুমি বোধ হয় তা উপভোগ কর নি! মন্দির হ'তে সোপানশ্রেণী ব'য়ে যূপকাষ্ঠ পর্য্যন্ত শোণিতে ভেসে যায়, তবে অতৃপ্ত প্রাণ তৃপ্তিলাভ করে।

লক্ষ্মণ। সত্যই কি শোণিত না হ'লে মন্দিরের জাগ্রত দেব-দেবী

পরিতৃপ্ত হন না ? দেব-দেবী কি সত্যসত্যই শোণিতপ্রয়াসী ? জগতের প্রতিপালক প্রতিপালিকা আশ্রিত সন্তানের বক্ষশোণিতেই কি তৃষ্ণা নিবারণ করেন ? তা তো নয় ! যাঁরা বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বপ্রেমিকা ব'লে অভিহিত, যাঁরা জগতের সৃষ্টি-মাধুর্য্যের জন্য জীবসৃষ্টি করেছেন, যাঁরা জীবের অন্তর্জগতে জীবনরূপে অবস্থান ক'রে বহুবিধ লীলা প্রকটিত করেছেন, তাঁরা কখনো সন্তানের রক্তে পরিতৃপ্ত হ'তে চান না ; তাঁরা আশ্রিতরক্ষক, তাঁরা নিতে চান না—রক্ত দিতে চান ।

মহাদেব । তবে তোমার বক্ষের স্পন্দন নীরব হ'য়ে আস্‌ছে কেন ? প্রাণ শুষ্ক মরুভূমি হ'য়ে উঠ্‌ছে কেন ? আমায় দ্বাদশ সূর্য্য অনুমান ক'রে আপনা আপনি শিউরে উঠ্‌ছো কেন ? বলি প্রয়োজন ক্ষত্রিয়-কুমার—বলি প্রয়োজন ! জগতের শোণিত পেলে তবে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয় ! দেব-দেবী রক্ত চান না বল্‌ছো, তুমিই হয় তো এক দিন নিজের হাতে নিজের রক্ত নিয়ে নিবেদন করতে মন্দিরে দেব-দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হবে ! সে মহাদিনের অভ্যুত্থানও তো অসম্ভব নয় ! আত্মদানই বলিদান ; আত্মদান করতে শেখ, তাতে মুক্তি আছে ।

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ । সত্যই যেন চারিদিকে বলিদানের খড়্গ উঠেছে ! বিশ্ব জুড়ে প্রেমিক-প্রেমিকা উচ্চকণ্ঠে বল্‌ছে, আত্মদানই বলিদান—আত্মদান করতে শেখ, তাতে মুক্তি আছে ! এ কেমন প্রেমিক-প্রেমিকা ? এ কেমন আত্মদান ? এ কেমন মুক্তিবিধান ?

শশব্যস্তে জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত । মধ্যম রাজা ! আপনি এখানে ?

লক্ষ্মণ । কেন দূত ?

দূত। রাজা রামচন্দ্র আপনাকে স্মরণ করেছেন।

লক্ষ্মণ। কোথায় তিনি?

দূত। উন্মত্তের মত রোদন কর্‌তে কর্‌তে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

লক্ষ্মণ। সে কি?

দূত। রাজমাতা কৌশল্যা দেবী, কৈকেয়ী দেবী, সুমিত্রা দেবী পূজাগৃহে পূজানিরতা ছিলেন, সহসা সকলেই পূজা-গৃহে প্রাণত্যাগ করেছেন!

লক্ষ্মণ। রুদ্র কাপালিক! এ তোমারই কার্য্য-কৌশল—রাজ-সংসারে এসে শোণিত-পিপাসার শান্তি কর্‌ছো!

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভিক্ষুকগণ

গীত

ওরে বেলা চ'লে গেল দেখ্ না।
তোরা আপন বুঝে নে—আপন বেছে নে,
সরল সাধনপথে চল্ না॥
সূর্য্য চলে অস্তাচলে,
আঁধার আসে ঐ জাল ফেলে,
তোর কেশে ধ'রে কোথা যেতে বলে,
ওরে সাধের স্বপন ভেঙ্গে ওঠ্ না।
অকূল জলে ঘোর নিশাকালে,
তরী যেতে মানা তুফান ঠেলে,
শেষে ডাকাডাকি কোথা নাবিক ব'লে,
তোরা আলোয় আলোয় তরী ধব্ না॥

জটাবতীর প্রবেশ

জটাবতী। বেরো মুখপোড়ারা—বেরো! সকাল বেলা লোকের ঘুম ভাঙ্গতে না ভাঙ্গতে ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্ছে দেখ না! ভিক্ষে! ভিক্ষে অমনি প'ড়ে রয়েছে! এত বড় আস্পর্দ্ধা, বাড়ীর ভেতর ঢুকে ভিক্ষে চাওয়া! কেন রে মুখপোড়ারা, অত ভিক্ষে কিসের? দেশে কি দুর্ভিক্ষ হয়েছে না কি, যে কথায় কথায় ভিক্ষে? এই সে দিন

ক' মুখপোড়া এসে মুঠো মুঠো চাল নিয়ে গেলি, আবার ভিক্ষে! বেরো, নইলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো --

[ভিক্ষুকগণ প্রস্থানোদ্যোত হইল]

পক্ষী ও কয়েকখানি বস্ত্রালঙ্কারহস্তে মদনানন্দের প্রবেশ

মদনানন্দ। আরে দাঁড়াও হে বাপু—দাঁড়াও! বেরিয়ে যেতে বল্‌লে তো অমনি বেরিয়েই চলেছ! এই নাও---এদিকে এসো, সিন্দুক মিন্দুক ভেঙ্গে এই খানকতক কাপড় আর গয়না-ফয়না যা কিছু পেয়েছি, নিয়ে এসেছি,—বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে টপা-টপ্‌ গ্রহণ কর দেখি—[সকলকে কাপড় ও গহনা দান করিলেন] যাও—এইবার আমার বাপান্ত কর্‌তে কর্‌তে নগরের বুকের উপর দিয়ে বীরদাপে চ'লে যাও--[ভিক্ষুকগণের প্রস্থান] বউদিদি! পরের ধনে পোদ্দারী কর্‌লুম, কিছু মনে ক'রো না।

জটাবতী। আমি কি বল্‌বো বল? তুমি দান কর্‌লে, তুমি বুঝ্‌বে আর তোমার দাদা বুঝ্‌বে। তোমাদের সংসারে আমার কি হাত আছে বল? আমি তো দাসী! ঝি-চাকরের জিনিসে আবার মায়া কি? সকলে গেলেই বাঁচে!

মদনানন্দ। বউদিদি! রাগ কর তো বল, ভিখারী বেটাদের কাছ থেকে সব ফিরিয়ে নিয়ে আসি—

জটাবতী। আমি কি জানি? তুমি দান করেছ, তুমি বুঝ্‌বে!

মদনানন্দ। ভিক্ষা দিলে সংসার থেকে কিছুই কমে যায় না বউদিদি! দিন যাবে, থাক্‌বে না! কিন্তু এই দিন যাওয়ার ভেতর দিয়ে দু'জনকে সন্তুষ্ট রেখে তাদের মঙ্গল ইচ্ছা যদি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের

মত মাথায় তুলে নেওয়া যায়, তা হ'লে কি সংসার শান্তি-তৃপ্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে না? এ দানে যদি অসন্তুষ্ট হও, মনে মনে বিচার ক'রে আমায় বল, আমি তোমার সমস্ত জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে তোমার এই অশান্তির কালানল নির্ব্বাপিত ক'রে দোবো! বিচার ক'রে দেখ, এ দান মঙ্গলের কি অমঙ্গলের?

[প্রস্থান]

জটাবতী। একটা যাদুজানা চন্নন পাখী হাতে পেয়ে বড় তেজ হয়েছে—তেজে মট্-মট্ করছে! উঃ—আমার ডাক ছেড়ে চ্যাঁচাতে ইচ্ছে করছে গা! অমন সৌখীন কাপড় গয়নাগুলো ভিখিরী ডেকে দান ক'রে দিলে! এ রাগ কি অমনি অমনি যায়? পাঁশ পেড়ে কাটলে তবে রাগ যায়! অমুক্ না কর্ত্তা, আজ একটা হেস্ত-নেস্ত যা হয় করবো! থাক্‌তে হয় গুণধর ভাইকে নিয়ে থাকুক্—সর্ব্বনেশে হাড়হাবাতে চন্না থাকুক্, আমি যেখানে খুসী বিদেয় হ'য়ে যাই! আমার সর্ব্বস্ব গেল গা—ওগো মাগো—

শশব্যস্তে মার্কণ্ডের প্রবেশ

মার্কণ্ড। কি—কি, ব্যাপার কি? সকাল বেলায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন?

জটাবতী। আমার কি তিন কুলে কেউ আছে? সব যে মরেছে!

মার্কণ্ড। তিন কুলের এক কুলে যে আমিই তোমার কর্ণধার জটাই!

জটাবতী। তা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি! আহা, কি আমার শুভানুধ্যায়ী গো! বুড়ো মিন্‌সে ভায়ের সোহাগ পেয়ে একেবারে জর-জর! ও দিকে যে সর্ব্বস্ব যায়! দুধ কলা দিয়ে ঘরে যে কাল-সাপ পুষে রেখে দিয়েছ।

মার্কণ্ড। কেন—কেন, ব্যাপার কি? কি—হ'লো কি?

জটাবতী। তোমার মদনানন্দের কীর্ত্তি গো! সব লুটে-পুটে নিচ্ছে—দেমাকে মাটীতে পা পড়ে না। ঐ যে চন্নাকে দিয়ে তোমার বাত ভাল ক'রে দেয় নি, তার কত কথা গো! আমার কথা ছেড়ে দাও! আমায় তো পষ্টই বলে—বাড়ীর ঝি-দাসী! নাও বাপু, তোমার ভাই নিয়ে ঘর করতে হয় কর, চন্নাকে নিয়ে বড়লোক হ'তে চাও হও, আমি বাপু কারো হাততোলায় থাকতে পারবো না।

মার্কণ্ড। বলি তুমি সাত কুড়ি কথা তো একসঙ্গে কইতে আরম্ভ করলে, আসল কথাটা কি? মদন করেছে কি?

জটাবতী। দেখগে না—ঘরের সিন্দুক ভেঙ্গে যা কিছু কাপড় গয়না, ভিখিরী ডেকে পোড়ারমুখো সব দান ক'রে দিলে গা!

মার্কণ্ড। কার—তোমার?

জটাবতী। মুখে আগুন! আমার কেন, আমার বাপ-চোদ্দ পুরুষের!

মার্কণ্ড। মদন তো তা হ'লে বড় বাড়িয়ে তুললে দেখছি!

জটাবতী। যাও না—ভাই ভাই ক'রে সোহাগ বাড়াও গে না! সে দিন কানে কামড়ে বলি নি যে, ও ভাই নয়—কাল-কেউটে! কথাই বলে, ভাই-ভাই—ঠাঁই-ঠাঁই!

মার্কণ্ড। দেখ, জটাই! সংসার আমি বুঝে নিয়েছি। সংসারে ভাই-বন্ধু পিতা-মাতা জ্ঞাতি-কুটুম্ব যা কিছু, সব অর্থে আর স্বার্থে! বিনা অর্থে বিনা স্বার্থে কেউ আপনার হয় না। পরমাত্মীয় পিতা-মাতা সহোদর সব পর হ'য়ে যায়! অর্থ দাও—সব আপনার। তেমনি মদনকে ভালবাসি কতক ভয়ে, কতক স্বার্থে, কতক লৌকিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে; নইলে কি সম্বন্ধ আমার মদনের সঙ্গে? তুই স্ত্রীলোক,

পুরুষের বুদ্ধির তুই কি বিশেষ পরিচয় পাবি? আমার কি ইচ্ছা আছে জানিস্? বিষ দিয়ে হোক্, ছুরি বসিয়ে হোক্, মদনকে মেরে ঐ চন্দনাকে হাতিয়ে নিয়ে ওর যাদুবিদ্যার ঐশ্বর্য্যের পাঁজা তৈরী ক'রে ফেল্‌বো; তখন তুই আমি রাজা আর রাণী,—বুঝ্‌লি জটাই!

জটাবতী। সে কথা এতদিন বল নি কেন প্রিয়তম? তুমি মনে মনে যদি এই সৎ ইচ্ছাই পোষণ ক'রে রেখেছ, এ কথা আমায় আগে জানাও নি কেন? তা হ'লে কোন্ কালে ভাতের সঙ্গে বিষ মাখিয়ে পথের কাঁটা তুলে ফেল্‌তুম! তোমার হ'লো ভাই, আমি হ'লুম পর—তায় মেয়েমানুষ; আমি চট্ ক'রে কি এ কাজটা কর্‌তে পারি? সাত পাঁচ ভেবে ধর্ম্মভয়ে কিছু কর্‌তে পারি নি। তোমার উৎসাহ পেয়ে এখন কোমর বেঁধে লাগ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে!

মার্কণ্ড। দেখ্ না—তোর কাপড় গয়না সব দেড়ে মুষে আদায় কর্‌বো। রাজার কাছে মদনের নামে একটা অভিযোগ তুল্‌বো—বল্‌বো, জোর ক'রে সিন্দুক ভেঙ্গে আমার স্ত্রীর ভালো ভালো কাপড় গয়না কেড়ে নিয়ে দস্যুতা করেছে। তখন বাছাধনকে ট্যাঁ-ফোঁ কর্‌তে হবে না জটাই—একেবারে শূলের ব্যবস্থা! এ রাম-রাজ্যি—এখানে অবিচার চল্‌বে না!

জটাবতী। তার আবার মুখে কত বড়াই গো! মুখের সামনে দাঁড়ায় কার বাপে? যেন আমরা তারই খেয়ে প'রে মানুষ হ'চ্ছি! তুমি যে এই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পাঠশালের পোড়ো পড়িয়ে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌ছো, এটা যেন কিছুই নয়! তার চন্দনা হ'তে যেন আমাদের সব—আমরা যেন তার ঝি-চাকর!

মার্কণ্ড। বটে, এই একেই আমি ভাই ব'লে আদর করি! এই ভাইয়েরই অপমান শোন্‌বার জন্য আমরা এখনও এক সংসারে এক

হাঁড়ীর ভাত মুখে তুল্‌ছি! এই ভাইয়েরই দস্যুবৃত্তিকে এখনো প্রশ্রয় দিচ্ছি! এই ভাইকে এখনো ভাই বল্‌তে হবে? জটাই! তোর খুব সহ্যগুণ, তাই নীরবে সব সহ্য ক'রে যাচ্ছিস্‌! আমরা হ'লে হয় ভ্রাতৃহত্যা করতুম, নয় আত্মঘাতী হ'তুম! তোর সহ্যগুণ দেখে আমি অবাক্‌ হ'য়ে গেছি! তুই মানবী ন'স্‌ জটাই,—আমি দেখ্‌ছি তুই দেবী-দেবী!

পক্ষীহস্তে মদনানন্দের পুনঃ প্রবেশ

মদন। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু গণ্ডগোলরূপেণ সংস্থিত, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ! [প্রণাম করিলেন]

মার্কণ্ড। দেখ্‌ মদন, তুই বড্ড বাড়িয়ে তুলেছিস্‌ কিন্তু—

মদন। তা যথার্থ কথা বলেছ দাদা! পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে।

মার্কণ্ড। এই রকম ক'রে বুঝি মানীর মান রাখ্‌তে হয়? মান-অপমান নিয়ে সকল সময় রহস্য চলে না, এটা জেনে রাখা উচিত!

মদন। কৈ, এমন ক'রে তো আর কোনো দিন শিক্ষা দাও নি দাদা!

মার্কণ্ড। তোর মতলব কি? আমার বাড়ীতে ব'সে আমারই সর্ব্বনাশ করবি?

মদন। তা করবো না দাদা? আমি যে তোমার ছোট ভাই! ভাই যদি ভাইয়ের সর্ব্বনাশ না করে, তা হ'লে তার ধর্ম্মরক্ষা হয় কিসে? তা হ'লে তার জন্মই যে বৃথা!

মার্কণ্ড। তাই ধর্ম্মরক্ষা করতে আপনার অগ্রজপত্নীর বস্ত্রালঙ্কার সিন্দুক ভেঙ্গে চুরি করেছিস্‌—কেমন?

মদন। ঠিক এইখানটায় তোমার সঙ্গে আমার মিল্‌বে না দাদা! চুরি কাকে বলে? চোর কাকে বলে? বউদিদির বস্ত্রালঙ্কার আমি নিয়েছি বটে, কিন্তু সে আমি চুরি ক'রে নিয়েছি, কে বল্‌লে? দাদা! এত তরল দৃষ্টি নিয়ে সংসার করা চলে না। বউদিদি নির্ব্বোধ--- তা ব'লে তুমিও বিচার-শক্তি হারিয়ে অযথা কটু তিরস্কারে আমায় জর্জ্জরিত ক'রো না! বউদিদির দ্রব্যাদি নিয়ে আমি ভিক্ষুকদের দান করেছি—তার কিছু মাত্র আমি আমার নিজের ভোগের জন্য রাখি নি; এতে যদি বউদিদি অসন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন, তাঁর এ ক্ষতিপূরণের আমি যথেষ্ট চেষ্টা কর্‌বো!

মার্কণ্ড। চোরের শাস্তি বড় ভয়ানক কিন্তু মদন!

মদন। কি ক'রে জান্‌বো দাদা? কখনো চুরিও করি নি—আর তার দণ্ডগ্রহণও করি নি!

মার্কণ্ড। এইবার পাবি নরাধম, সিন্দুক ভাঙ্গার পরিণাম কত ভীষণ, এইবার বুঝ্‌তে পার্‌বি।

মদন। যদি পাপ ক'রে থাকি, ভগবানের কাছ থেকে দণ্ড পেতে হবে বৈ কি দাদা! কিন্তু আজ মুখ ফুটে বল্‌তে হ'লো—তোমাদের চেয়ে অতি বড় পাপ বোধ হয় করি নি। মুখের সাম্‌নে থেকে ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিলে পাপ হয় কি না জানি না—ছোট ভাইকে বিনা দোষে ভিটেছাড়া কর্‌লে পাপ হয় কি না জানি না—বড় ভাজ ছেলের মত দেবরকে শৃগাল-কুক্কুরের চক্ষে দেখ্‌লে পাপ হয় কি না জানি না—বড় ভাই সংসারে নিষ্কণ্টক হবার জন্য ছোট ভাইকে বিষ খাইয়ে মার্‌বার সঙ্কল্প কর্‌লে পাপ হয় কি না জানি না! শিখিয়ে দাও দাদা, এর চেয়ে আরো কি পাপ সংসারে আছে, যা তোমাদের চক্ষে পুণ্য-ক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়! কি শিক্ষা তুমি দেবে

দাদা? কি দণ্ড দেবে? সংসার আমার চক্ষে কিছুই নয়। যে দিন তোমার অবিচার অত্যচার ভুলে মায়ার মোহে আবার তোমাদের আশ্রয়ে এলুম, সে দিন তুমি একটু মুখ তুলে চেয়েছিলে তাই,—নইলে এ সংসারে এসে তোমাদের অন্ন মুখে তোল্‌বার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমার সংসার নেই—স্ত্রী-পুত্র নেই,—আমি চির-দরিদ্র—দীনতা আমার জীবনের সাথী! তবে যদি আমি তোমাদের চরণে অপরাধী হই—মনে মনে যদি এমনিই ভেবে থাক, তবে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার তপস্যার ফল—হৃদয়ের রক্ত—আমার ঐশ্বর্য্য এই প্রিয় চন্দনাকে তোমাদের দান করলুম।

জটাবতী। শুন্‌ছো গো—ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কথা শুন্‌ছো! যেন আমিই কৌশল ক'রে তোমার ভাইকে দোষী ক'রে ভিটেছাড়া করছি; কিন্তু এই ব'লে রাখ্‌ছি আমি, ওপরে দর্পহারী ধর্ম্ম আছেন—অবলা কুল্‌বালা সরলার নামে দোষ দিলেই হয় না! মুখে কুড়ি-কিষ্টি হবে—এক সের চাল ছ'মাস খাবে—

মদন। দোষ কারও নয় বউদিদি—সবই অদৃষ্টের খেলা! আমি গেলেই যদি তোমাদের কণ্টক দূর হয়, কি প্রয়োজন আর আমার এখানে থাক্‌বার? আর বিষ খাওয়াতে হবে না বউদিদি, আমি মিষ্টিমুখেই বিদায় নিচ্ছি। ঈশ্বরের নিয়ম কিন্তু বড় কঠোর; এখানে বিষের আগুন জাল্‌লে সেই বিষের আগুনে আপনাকেই পুড়ে মরতে হয়! [প্রস্থানোদ্যত]

মার্কণ্ড। যাচ্ছিস্ কোথা? সিন্দুক ভাঙ্গা জিনিষ-পত্র কৈ?—

মদন। তার চেয়ে বেশী জিনিষ দিয়ে চল্লুম দাদা! ঐ চন্দনা আমার জীবন-মরণ—আমার সর্ব্বস্ব!

মার্কণ্ড। ঐ একটা পাখী? হাঃ—হাঃ—হাঃ, তাও হয় তো এক-

দিন ঐ পাখী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আমার মাথার ওপর লাঠিবাজী করতে আসবি।

মদন। ঈশ্বর সাক্ষী দাদা, ও চন্দনার উপর আমার কোনো অধিকার নেই! তবে চন্দনার কাছে আমার একটী মাত্র প্রার্থনা, চন্দনা— আমার পুণ্যফল চন্দনা! তুমি এ হতভাগ্যের সঙ্গ পরিত্যাগ কর; আর যদি আমায় ভালবেসে থাকো, তবে আমার দাদাকে ভালবাসো! আমি —আমায় যা হয় একটা নূতনত্বের পথে দাঁড় করিয়ে দাও! কিন্তু এ বেশে নয়,—সংসারে পুরুষ হ'তে চাই না, সে কুহকীপ্রিয়—বড় দুর্ব্বল; নারী হ'তে চাই না—সে নারীত্বের মাহাত্ম্য বোঝে না—নারীসুলভ কোমলতায় প্রাণঘাতী বিষ ঢেলে দিয়ে সমাজের বুকের উপর দাঁড়িয়ে জঘন্য চিত্রের অভিনয় করে! পুরুষত্বহীন, নারীত্ববিহীন আমায় এক নূতন জীবে পরিণত কর; তার নূতন দৃষ্টি নিয়ে সংসারে চারিদিকে একবার নূতন প্রেমালোকের আমায় প্রেম-সঙ্গীত নিয়ে ঘুরে বেড়াবো। আসি বন্ধু, আসি দাদা! বউদিদি! প্রণাম—

[উভয়কে প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

জটাবতী। হাঃ—হাঃ—হাঃ, আমার যা হাসি পেয়েছিল—আমি তো মুখে কাপড় দিয়েও থাকতে পারি নি।

মার্কণ্ড। আহা জটাই—জটাই রে! আমারও বাহু তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে! মেরে দিয়েছি জটাই—বাজী মাৎ! তোর এক সিন্দুক কাপড় গয়না গেছে, এই চন্দনাকে দিয়ে লাখো লাখো সিন্দুক ভরিয়ে তুলবো। চল্—আগে কলসী কতক করকরে মোহরের আমদানী করা যাক্।

জটাবতী। না গো না, আগে আমি এক গা গয়না প'রে নিই— দাঁড়াও!

মার্কণ্ড। আমার কিন্তু গরম গরম বঁদে খাবার ইচ্ছে হ'চ্ছে জটাই! সকাল বেলা হ'লো ভালো! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জটাই?

জটাবতী। ওগো, আমি যে আর হাসি চেপে রাখ্‌তে পারছি না গো! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

মার্কণ্ড। ঐ হাস্‌তে হাস্‌তেই চল্‌ জটাই, হাস্‌তে হাস্‌তেই চল্‌—

[উভয়ের হাসিতে হাসিতে পক্ষী লইয়া প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীরামের বিশ্রাম-গৃহ

গীতকণ্ঠে স্তাবকগণের প্রবেশ

স্তাবকগণ।—

গীত

সম শারদ-চন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র প্রজারঞ্জন-পালনকারী।
কিবা কান্তি মনোহর, শান্তি সুখকর, ভ্রান্তি-বিষধরহারী॥
দেববন্দিত পূজিত নরকায়া রাজা,
শত গুণ সমন্বিত সম রবি তেজা,
তব কীর্ত্তি-গীতি গাহি অনুগত প্রজা দুঃখ-শোক-ব্যথাহারী।
তীর্থে পূত শত শ্রীপদধূলি,
শ্যাম রামরূপ জ্ঞান-দীপাবলী,
রাম নাম অবিরাম কণ্ঠে কণ্ঠে বলি রাম নির্ম্মল মঙ্গলকারী॥

শ্রীরামের প্রবেশ

শ্রীরাম। পরম পরিতুষ্ট আমি আপনাদের স্তুতি-গানে! যান, রাজভাণ্ডার হ'তে পুরস্কার গ্রহণ করুন! [স্তাবকগণের প্রস্থান]

বাজায় কালের ভেরী রুদ্র মহাকাল!
বহু দিন হ'তে নিত্য বাজে—
নিত্য নিত্য ছিন্ন করে
শান্তি-সুখ-জাল!
কালচক্রে হ'য়ে সীতাহারা,
লক্ষ্মীহীন রাম—
পরিণাম অতীব সুন্দর!
স্নেহময়ী মাতৃদেবীগণ
একে একে ছাড়িল ভুবন,
প্রজাগণ বিমর্ষ সকলে,
বৃদ্ধ মন্ত্রী বালকের মত করে হাহাকার!
কাঁদিছে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন,
শিশু পুত্র লব-কুশ কাঁদে অবিরল,
সৈন্যগণ উৎসাহবিহীন,—
কাল যেন কালচক্রে তার
ভেঙ্গে দেয় সোনার অযোধ্যা!

লব ও কুশের প্রবেশ

লব। বাবা! আমরা নূতন গান শিখেছি, শুনবে?

রাম। কি গান বাবা, গাও তো শুনি!

লব ও কুশ।—

গীত

নমঃ নমঃ শ্রীপতি সীতাপতি।
নমঃ পালক নমঃ শাসক চির-বাঞ্ছিত
গুণমণ্ডিত পদে প্রণতি ॥
নমঃ অম্বর বারি তুঙ্গ শেখর,
তপন গ্রহরাজি স্নিগ্ধ সুধাকর,
ত্রিবিধ তাপ নাশ ত্রিদিব সুখ হাস
বিরাজ মনোমাঝে মিনতি ॥

রাম। এ গান কোথায় শিখ্‌লে লব-কুশ? মহাপাপী রামের কে এমন ভক্ত এ জগতে এখনো বিদ্যমান?

নপুংসকবেশে মদনানন্দের প্রবেশ

মদন। সর্ব্বতীর্থময় ভগবানের রূপান্তর শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত এ জগতে কে নয় মহারাজ? রাজসন্দর্শনে আস্‌ছিলুম, পথে কুমারদের আমিই এই গানটী শিখিয়ে দিয়েছিলুম; মহারাজ যদি সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে আমার একটী প্রার্থনা আছে।

রাম। নির্ভয়ে বল্‌তে পারেন।

মদন। একটু আশ্রয় ভিক্ষা করি! ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব সঙ্গীত-ব্যবসায়ী নপুংসক এ অধীন; আমার বড় সাধ, আপনার আশ্রয়ে থেকে কুমার-দের নিয়ে সঙ্গীত আলোচনা করি।

রাম। এই প্রার্থনা? উত্তম! আপনার অপূর্ব্ব কান্তি পারদর্শিতার পরিচয় দান কর্‌ছে; আজ হ'তে আপনি কুমারদের সঙ্গীতাচার্য্য। এই—কে আছ? [জনৈক দূত প্রবেশপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।]

ইনি কুমারদের সঙ্গীত-শিক্ষক! নাট্যশালায় এর সুবন্দোবস্ত ক'রে দাও। [মদনানন্দের প্রতি] আপনি যান—বিশ্রাম গ্রহণ করুন, বিশ্রামের পর সাক্ষাৎ করবেন! [দূতের সহিত মদনানন্দের প্রস্থান] লব-কুশ! বাল্মিকীর তপোবনে যে রামায়ণ-সঙ্গীত শিখেছিলে, যে সঙ্গীতে এক-দিন যজ্ঞ সভা মুখরিত ক'রে তুলেছিলে, সেই মর্ম্মস্পর্শী প্রাণময় সঙ্গীত এখনো তেমনি ভাবে মর্ম্মের ঘরে শোকাশ্রু সৃষ্টি করে?

লব। সে সঙ্গীতের যে তুলনা নেই বাবা! সে যে শোক-তাপ-বিবর্জ্জিত বনভূমির গান! আমরাও গাইতুম—গাছের ডালে বনের পাখীরাও গাইতো; শুনবে বাবা সেই গান?

লব ও কুশ।—

গীত

মা জানকী জনম-দুঃখিনী।
আমার বীণার করুণ বাণী॥
বীণা বলে কেঁদে কেঁদে হা রাম রঘুমণি,
বনমাঝে বিসর্জ্জিলে আপন কামিনী,
বনে ভ্রমে একাকিনী দিবস যামিনী
পাগলিনী সম রাজার ঘরণী॥

রাম। উঃ, করুণ—করুণ ভীষণ! থামা রে লব-কুশ, করুণ লহর-লীলা!

লব। বাবা! কালীবাড়ীতে এক তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী এসেছেন; তাঁকে দেখতে যাবো?

রাম। যাও—[লব ও কুশের প্রস্থান] দু'টী অবোধ শিশু সন্তান! তাদের জননীর মত বুকে তুলে নিয়ে, পিতার মত স্নেহ দিয়ে প্রতিপালন করবার ভার আমার! লব-কুশকে আমার বলতেও শোকে

লজ্জায় মাটীর দিকে মাথা নুয়ে যায়! লোকে বলে, আমি রাজা —মহাসুখী। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, এ আমার মহা শাস্তি! আমার শক্তি নেই—সহায় নেই—সম্পদ আমার কণ্টক! রাজসিংহাসনে বস্‌তে যাই, দেখি—অর্দ্ধেকাংশ দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে যাচ্ছে! রাজ-ভোগে পরিতৃপ্ত হ'তে যাই, কালকূটে সর্ব্বাঙ্গ বিষিয়ে ওঠে! ক্লান্তি দূর কর্‌তে শয্যার কাছে ছুটে যাই, দেখি—কণ্টকারণ্যে কেউটের ফণা হিংসার বিষ নিয়ে দুল্‌ছে! এ সংসারে আমাকে লোকে রাজা বলে কেন? কেনই বা কৈকেয়ী, কৌশল্যা, সুমিত্রাদেবীর মত জননী পেয়েছিলুম? কেনই বা সীতার মত সহধর্ম্মিণী পেয়ে তাকে বিসর্জ্জন দিলুম? কেনই বা লব-কুশের মত দু'টী অমূল্য রত্ন লাভ ক'রে আজ আমি শূন্যমনে উদাসপ্রাণে সংসার-ক্ষেত্রের একজন পরিত্যক্ত ভিক্ষুক? এ কেনর উত্তর নেই---চিন্তার সীমা নেই---

লব ও কুশের হাত ধরিয়া কাপালিকবেশী মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। আপনি সূর্য্যকুলতিলক মহারাজ রাম? [প্রণাম করিলেন।]

রাম। আপনি?

মহাদেব। আমি তান্ত্রিক কাপালিক; কালীবাড়ীর নূতন পুরো-হিত নিযুক্ত হয়েছি।

রাম। [প্রণামপূর্ব্বক] দাসের প্রতি কি অনুমতি হয়!

মহাদেব। আজ নিশায় অমাবস্যার মহাক্ষণে আমি এক মহাপূজার অনুষ্ঠান কর্‌তে চলেছি। পূজার উদ্দেশ্য রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর মঙ্গলকামনা। আমি সূক্ষ্ম দৃষ্টি পরিচালনা ক'রে যতদূর দেখেছি—

তাতে বুঝ্‌লুম, এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-গগন বড় মলিন! এর জন্য স্বস্ত্যয়ন প্রয়োজন; কিন্তু এই স্বস্ত্যয়ন প্রয়োজন কি না, আগে দেবীর নিকট হ'তে তাঁর প্রত্যাদেশ গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র এই লব-কুশ ভিন্ন দেবীর প্রত্যাদেশ গ্রহণে অন্য কেহ সক্ষম হবে না। আজ নিশায় কুমারদের দেবীর মন্দিরে শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধচিত্তে অবস্থান করতে হবে। এক্ষণে মহারাজের অভিমত!

শ্রীরাম। আপনার এই সাধু ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে চাই না। দেবীর প্রত্যাদেশ গ্রহণের জন্য আপনি লব-কুশকে নিয়ে যান।

মহাদেব। সাধু আপনি রাজা! আপনার মত প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিপালক রাজাধিরাজকে দর্শন করলে ভূলোক দ্যুলোক ত্রিলোক বাসীর পুণ্যসঞ্চার হয়! আশা করি, মায়ের ইচ্ছায় আমার মনো-ভিলাষ পূর্ণ হবে। এসো লব-কুশ! জাগ্রত দেবীর পূজা দেখ্‌বে এসো—দেবীদর্শন ক'রে চিরবাঞ্ছিত আশীর্ব্বাদী পুষ্প-পত্র গ্রহণ করবে এসো—

[লব ও কুশকে লইয়া মহাদেবের প্রস্থান]

শ্রীরাম। পাপ—পাপ! আমারই পাপে রাজ্যে আজ অরাজকতা! আমারই পাপে গৃহদাহ, নারী-নির্য্যাতন! বল, তুমি বল তো প্রেয়সী আমার—কেমন নয়? বল, তুমি তো আমার পর নও! তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চ'লে গিয়েছ সত্য, কিন্তু আমার অতি নিকটে—এই বক্ষের ভিতর জাগরূক রয়েছ! ইচ্ছা করে তোমায় দেখি, ইচ্ছা করে চিৎকার ক'রে তোমায় ডাকি, ইচ্ছা করে বক্ষের কপাট ভেঙ্গে ফেলি! ফিরে এসো সুন্দরি! সত্য সত্যই তুমি আমার পর নও! আমায় সোহাগোপচারে পূজা করতে, আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে থাক্‌তুম! জীবনে তোমায় সুখী করতে পারি নি!

আদরিণী রাজকন্যা বনফল বল্কল সম্বল করেছিলে, রাক্ষসভবনে চেড়ীর বেত্রাঘাত সহ্য করেছিলে, বনবাসে বিসর্জ্জিত হ'য়ে ভিখারিণীর মত দিনের পর দিন কাটিয়েছ, তবু সে কষ্টের কথা একদিনও মুখ ফুটে বল নি! এসো প্রাণময়ী, আজ রামের শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে আদরের হাত বুলিয়ে দিয়ে শান্তি দাও প্রিয়ে! টেনে নাও, সংসারের বিষাক্ত বাতাস থেকে তোমার মধুর সাম্রাজ্যে টেনে নাও!

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। দাদা! আবার কি চিন্তা করছেন?

শ্রীরাম। এঁ্যা—চিন্তা? লক্ষ্মণ!
মনে পড়ে পঞ্চবটী বন?

লক্ষ্মণ। মনে পড়ে—
হয়েছিল সেথা জানকী-হরণ।

শ্রীরাম। ওই—ওই চিন্তা রে লক্ষ্মণ!
হরেছিল যারে দুষ্ট দশানন—
সেই সীতার কারণ
জ্ব'লে মরি চিন্তার দাহনে।
বল্ রে লক্ষ্মণ!
সন্তাপশীতলকারী কে আছে ভুবনে,
নিভাইবে শ্রীরামের শোকের দাহন?

লক্ষ্মণ। কেন দাদা জেলে দিলে শোক-বহ্নি মোর?
কেন তায় পোড়ালে লক্ষ্মণে?
দেবীজ্ঞানে পূজিয়াছি
চরণ দু'খানি যাঁর,

কাননের পথে
মাতৃসমা ছিল যে আমার,
যাঁর তরে বানর-কটক করিয়া সহায়
স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী দিনু ছারখার,
নির্ম্মম সাজিয়া যাঁরে
তোমারি আদেশে
বনবাসে দিনু অকপটে,
চিরনিদ্রায় নিমগন
যিনি আজ ধরণীর কোলে,
কেন পুনঃ পুণ্য-মূর্ত্তি তাঁর
স্মৃতির দুয়ারে এনে দিলে দাদা ?

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ ! চল্ ভাই বনে যাই পুনঃ,
রাজ্যসুখে কি হইবে আর ?
কার তরে রাজ্যসুখ ?
মনে পড়ে ভাই রে লক্ষ্মণ !
সাক্ষ্য দিন-দেব—
স্বয়ম্বরকালে নিজবাহুবলে
মহাদর্পে ভাঙ্গি হরধনু,
কাঁপাইয়া জলস্থল,
উল্কাপাত সৃজিয়া ধরায়,
কাঁপাইয়া বসুধার শির
বিচঞ্চল করি মহেশ্বরে
অকলঙ্ক কুলে আনিনু সীতায়,—
হেন সীতা দিছি বিসর্জ্জন !

সীতার লাগিয়ে স্বেচ্ছায় জ্বেলেছি বহ্নি,
চিতানলে বক্ষ পুড়ে যায় !
জন্মাবধি অনেক সহেছি ভাই !
রাজার নন্দন—
বিজন কানন করেছিনু সার !
কপট সমরে বালিরে বধিনু,—
বাঁধি অগম বারিধি,
জনকনন্দিনী হেতু
ব্রহ্মবধ করিনু লঙ্কায় !
ভাই রে লক্ষ্মণ !
ধরা কারা সম আজ।
মনে পড়ে নিজ হস্তে
ঢাকিয়াছে দিবাকর-কর,
চন্দ্রমার শীতলতায়
নিজহস্তে দিয়েছি অনল !
মনে পড়ে কয়েছিনু জানকীরে
কলঙ্কিনী জনকতুহিতা,
যে জানকীর লাগি
মহামায়া অম্বিকার পদে
নয়ন করিতে দান
ধরেছিনু ধনুর্ব্বাণ !
ছিঃ ছিঃ, এ কলঙ্ক রাখিব কোথায় ?
কাঁদে প্রাণ ভাই রে লক্ষ্মণ—
এনে দে রে কোথা সীতা মোর !

লক্ষ্মণ। ওই চিন্তা নিত্য গুণধাম!
ইচ্ছা হয় দ্বিধা হোক্ জননী বসুধা,
কোটী বজ্র পড়ুক মাথায়,
রক্তধারা ঝরুক্ নয়নে।
দয়াময়! পালিয়াছি আদেশ তোমার—
সুকঠিন বজ্রাঘাত লইয়াছি বুকে!
কেঁদেছিনু কত—
মমতায় ভেসেছিল কাঠিন্য আমার,
তবু দেব রুদ্ধ করি অশ্রুর দুয়ার,
দেবী জানকীরে
বিজন বিপিনে রাখি একাকিনী,
প্রণমিয়া চরণ তোমার
লয়েছিনু স্নেহ-আশীর্ব্বাদ!

শ্রীরাম। তাই বলি অপরাধী আমি রে লক্ষ্মণ!
কর্ রে বিদ্রোহ—ডাক্ প্রজাকুল,
ভেঙ্গে দে রে সৈন্যশ্রেণী—
সৃজিয়া প্রলয়-প্লাবন ডুবা রে অযোধ্যা!
ঘরে ঘরে জ্বাল্ রে আগুন,
শূন্য কর্ রাজার ভাণ্ডার,
সিংহাসন পিশাচের লীলাক্ষেত্র
কর্ সযতনে!
ডাক্ রে দুর্ভিক্ষ—
মম বক্ষরক্তে তায় মিটাক্ পিপাসা!

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। উন্মাদ—উন্মাদ হয়েছে রাম
সীতার বিহনে।
উন্মাদ প্রকৃতি—
সমীরণে উন্মাদিনী ধ্বনি,
সরযুতরঙ্গে, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে,
পর্ব্বত অরণ্যে উন্মাদিনী ধ্বনি—
চারিদিকে উন্মাদ চীৎকার!
নিশ্বাসে উন্মাদ,
পাদক্ষেপে চিন্তায় দৃষ্টিচালনায়
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে
বসিয়াছে উন্মাদের মেলা।
ব্যাকুলা পৃথিবী বিবশা বিহ্বলা
অতি শোকাকুলা—
নিত্য হেরি সেও উন্মাদিনী!
পুনঃ হেরি
যমদণ্ডকরে উন্মাদ যমরাজ
ভীষণ আরাবে
ছুটে আসে মহা পরাক্রমে—
জানে না সে তুচ্ছ গণি শমনশাসন!
রাখিয়াছি প্রাণ রামের কারণ—
নহে কবে এই দেহ
হ'তো বিসর্জ্জিত সরযূ-সলিলে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

কালীবাড়ী

গীতকণ্ঠে কুমারীগণের প্রবেশ

কুমারীগণ।—

গীত

দীপালোকমালা সাজা লো সজনী
সাজা লো, বাজা লো শঙ্খ বাজা।
দুর্ব্বাদলে মুকুলিত ফুলে রক্ত গন্ধে
সাজা লো সাজা লো সাজা লো থালা সাজা॥
নত করি শির চরণপ্রান্তে চরণে রাখি লক্ষ্য,
চরণে বিরাজে শান্তি-স্বর্গ সুখময় চির মোক্ষ,
মা যে নিত্য সাকারা প্রেমবিভোরা,
দে লো দে লো মায়ের পূজা॥

[প্রস্থান]

মহাকাল, লব ও কুশের প্রবেশ

মহাকাল। ঐ দেখ, সম্মুখে তোমাদের জাগ্রতা কালিকা দেবী! প্রণাম কর—প্রার্থনা কর—

লব ও কুশ। [প্রণামপূর্ব্বক] মা'র কাছে কি চাইবো সন্ন্যাসী?

মহাকাল। প্রাণের যা কামনা, প্রাণের যা তৃষ্ণা, দেবীকে নিবেদন ক'রে জ্ঞাপন কর, দেবী কোনো আশা অপূর্ণ রাখ্‌বেন না।

লব ও কুশ।—

গীত

মায়ের চরণে প্রাণের যতনে
দিয়েছি প্রাণের বেদনা।
মা কি মিটাবে পিপাসা প্রাণের দুরাশা,
পূরাবে সাধের কামনা?

মহাকাল। দেবীর সন্নিধানে কি বেদনা কি পিপাসা নিবেদন ক'রেছ রাজপুত্র? কি তোমার প্রাণের কামনা?

লব ও কুশ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

যে মায়ের তরে জগৎ পেয়েছি,
যে মায়ের বুকে হেসেছি কেঁদেছি,
যে মা'র বুকের অমৃত পিয়েছি—
দেখিতে সে মাকে করি গো মায়ের সাধনা॥

মহাকাল। কি চেয়েছ রাজপুত্র? কি কামনা ক'রেছ? এ প্রবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মেটাবার সাধ্য বুঝি দেবীরও নাই! যা জন্মের মত চ'লে গিয়েছে, তাকে পাবে কেমন ক'রে কুমার? নিরঞ্জনের পর পূজার মন্দির শূন্যই প'ড়ে থাকে; তাতে প্রতিমূর্ত্তি থাকে না, পূজার মন্ত্র উচ্চারিত হয় না, ধূপ-ধূনার পবিত্রতা বিতরিত হয় না, মঙ্গল ঘটে আম্রপল্লব শোভা পায় না, পূজার বাদ্য বাজে না। স্মৃতির ঘর থেকে তার ক্রিয়ানুষ্ঠানও তিল তিল ক'রে বিস্মৃতিগর্ভে ডুবে যায়। মা পেয়েছিলে, মায়ের মধুর স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিলে, মায়ের বক্ষরক্তপানে পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে সংসারে পরিচিত হ'তে চলেছ, সব ভুলে যাও! মনে

কর, মা তোমার কেউ ছিল না; ছিল মাত্র শত্রু, শত্রুতা ক'রে চ'লে গিয়েছে!

লব ও কুশ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

মায়ের স্নেহ-মায়া-ডোর ভোলা নাহি যায়,
ভুলে যেতে প্রাণ কভু নাহি চায়,
খুঁজি পাতি পাতি মিলে না তো হায়,
মা কোথায়—মা কোথায় মোদের বল না ॥

মহাকাল। কি ক'র্‌লি অবোধ শিশু! প্রচণ্ড বিক্রমে আকাশের মার্ত্তণ্ডকে মাটির উপর আছ্‌ড়ে ফেল্‌লি? কালের একটা মহা গতি-শক্তিকে অবাধে নিশ্চল ক'রে দিলি? জগতের একটা চিরন্তন প্রথায় ব্যতিক্রম ক'রে দিলি? শুষ্ক নীরস তরু মুঞ্জরিত ক'রে দিলি? নির্ম্মম রুদ্রমূর্ত্তির করাল কবল কঠিন মায়ায় জড়ীভূত ক'রে কঠোরতার সর্ব্বস্ব কোমলতার প্রস্রবণে ডুবিয়ে দিলি? দেখ্‌ তবে মাতৃমূর্ত্তি তোদের! বৈকুণ্ঠের রাজলক্ষ্মী—অযোধ্যার সীতাদেবী!

ধীরে ধীরে ছায়া-সীতার আবির্ভাব

লব। এই যে—এই যে আমার মা! মা—মা গো, তেমনি ক'রে মধুর কথা ব'লে তোমার লব-কুশকে কোলে টেনে নাও!

ছায়া সীতা।—

গীত

কেন মিছে বাঁধা কঠিন বাঁধনে।
মিছে ডেকে আনা, শুধুই যাতনা, এ মায়া-কাননে ॥

কাছে যেতে মানা, যেতে যে পারি না,
দূরে থেকে কাঁদি সহি রে বেদনা,
আমার ভেঙ্গে যায় বুক, তবু রে বিমুখ,
হয়েছি পাষাণী—পাষাণে কোথায় করুণা,—
রবো না—রবো না, মা ব'লে ডেকো না বিফল রোদনে ॥

লব ও কুশ।—

গীত

ওমা কত দিন ফেলে গেছ চ'লে।
মোরা মা ব'লে ডাকি নি, কথা নাহি শুনি,
আদরে কর নি কোলে ॥
মোরা মায়ের কাঙ্গাল অভাজন,
কর স্নেহ-দয়া-মায়া বিতরণ,
আয় মা—কোলে নে মা—
কাছে আয় মা—হেসে ডাক্ মা,
মোরা চাই না রাজ্য, চাই না স্বার্থ, চাই না চাই না স্বর্গ,
পাবো গো সর্ব্ব মা পেলে ॥

সীতা লব-কুশকে কোলে লইতে যাইতেছিলেন, সহসা পৃথিবী আসিয়া বাধা দিলেন

পৃথিবী। আবার—আবার ছুটে এসেছিস্ সীতা এই মায়ার রাজ্যে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে? আবার লব-কুশকে আপনার ভেবে উন্মাদনাবশে কোলে নিতে এসেছিস্? এখনো নরলোকের মায়া পরি-ত্যাগ ক'র্‌তে পারিস্ নি সীতা? তা যদি না পারিস্, লব-কুশের দু'বার মিষ্টি কথায় মিষ্টি ডাকে যদি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ ক'রে আবার মর্ত্ত্যধামে ছুটে

আস্‌তে হয়, যদি লব-কুশকে কোলে তুলে নিয়ে মুখচুম্বন ক'র্‌বার প্রলোভন পরিত্যাগ ক'র্‌তে না পারিস্, তবে কেন প্রকাশ্য সভায় শ্রীরামকে অপরাধী ক'রে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রে আমার কোলে এসে শান্ত হ'তে এলি? তবে দূর কর্ অভিমান—ফিরে চল্ রামের সন্তাপিত বক্ষের পাশে, তবে কোলে নিতে পার্‌বি তোর যত্নে গড়া আদরের লব-কুশকে!

মহাকাল। বসুন্ধরা! কন্যাকে উপদেশ দেবার পূর্ব্বে শ্রীরামকে বৈকুণ্ঠবাসী ক'র্‌বার চেষ্টা কর।

পৃথিবী। সে ভার তো আপনারই উপর দেবাদিদেব! আপনিই তো শ্রীরামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠে যাবার নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে এসেছেন।

মহাকাল। হঁ্যা—হঁ্যা, সেই জন্যই তো আমি রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল! ভুলে গিয়েছি পৃথিবী! নরলোকের সংস্পর্শে মাঝে মাঝে ক্রিয়া-কর্ম্ম বিস্মৃত হই! উঃ, অনেক কার্য্য—অনেক কার্য্য! লব-কুশ! লব-কুশ! তোরা কার কোলে যাবার জন্য হাত বাড়িয়েছিস্? তোরা নরলোকের—মা তোদের সুখ-মোক্ষধাম বৈকুণ্ঠের! সীতা—সীতা! ফিরে যা মা—বৈকুণ্ঠে ফিরে যা! আমিই শ্রীরামচন্দ্রের হাত ধ'রে পথ দেখিয়ে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবো।

পৃথিবী। এখনো কি দেখ্‌ছিস্ সীতা? যার উপর গুরু অভিমান ক'রে একাকী ফেলে চ'লে এসেছিস্, এই লব-কুশ সেই শ্রীরামের সন্তান! শ্রীরামকে যখন পরিত্যাগ ক'রেছিস্, তখন লব-কুশ তোর কে? কেউ নয়! চেয়ে থাকুক্ লব-কুশ তোর দিকে কাতর-দৃষ্টিতে, নয়নাশ্রুতে গণ্ডস্থল প্লাবিত করুক্, মা—মা ব'লে চীৎকার ক'রে বক্ষের হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপিয়ে তুলুক, তবু শত্রুর মত—কর্ত্তব্যবোধে শাস্তি নেওয়ার মত মায়ার ঘরে আগুন জ্বেলে ফিরে যেতে হবে।

লব। না মা, তুমি চ'লে যেও না; আমরা দু'টী ভাই মায়ের কাঙাল। মা ব'লে কার কোলে গিয়ে শান্তিলাভ ক'র্‌বো?

ছায়া-সীতা।—

গীত

তবে যাই ফিরে, যাই দূরে—অতি দূরে,
কেউ নয় কেউ নয় রে তোরা।
আপন বলিতে ছিল যে রতন,
আমার করমদোষে আমি যে সকলহারা।।
মরতের ধূলি আসারে সিক্ত
সে কভু শুখাবে না,
মরত-মারুতে অভিমান ঢালা
সে রেখা মুছিবে না,
কেন তবে থাকি, কেন মাখামাখি,
দেখাদেখির দুঃখে প্রাণ ভরা।।

[সীতার সহিত বিমুগ্ধনেত্রে লব-কুশের প্রস্থান]

পৃথিবী। কি দেখ্‌ছো আশুতোষ, উন্মত্ত রাজপুত্র দুটীকে ফেরাও।

মহাকাল। কে পারে বসুন্ধরা? ত্রিজগতে কে এমন পাষণ্ড আছে, মাতৃবক্ষ থেকে তার আদরের কণ্ঠমণি পুত্ররত্নকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারে?

ছদ্মবেশী নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। কিন্তু মা যে রত্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে দিচ্ছেন পিতা!

মহাকাল। কোথায়? কোন্ রাজ্যে কোন্ পৃথিবীতে বল্ তো নন্দী? তা হ'লে একবার ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তিতে জ্ব'লে উঠি, সিংহবিক্রমে

সৃষ্টির নিয়ম ব্যতিক্রমকারীর বক্ষযন্ত্র উপ্‌ড়ে ফেলি! প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস তুলি—ভূমিকম্পের সৃষ্টি করি—মড়কের বিষ ছড়িয়ে দিই—নিঃশ্বাসে সেই সৃষ্টিকাণ্ডের অবসান করি!

নন্দী। ঐ দেখ পিতা, তোমারই আদরিণী কন্যা সীতারূপিণী লক্ষ্মী মাতা! চ'লেছেন অশ্রুসিক্তনয়নে কম্পিতবক্ষে স্থিরদৃষ্টিতে ধীর-পাদবিক্ষেপে। চ'লেছেন ব্যাকুলিতা—ত্রাসিতা—মর্ম্মপীড়িতা—বক্ষের আবেগস্পন্দনে পলে পলে আকুলিতা। চ'লেছেন কাতর-স্নেহগঠিত আপন যুগল হস্তের আকুল-আগ্রহে উদ্বেলিতা, তথাপি চক্ষুর অশ্রু মুছে ফেল্‌ছেন। মর্ম্মপীড়ার আবেগস্পন্দন দলিত ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে সঙ্কল্পিতা, স্নেহের বেষ্টনী আকুল-উদ্বেলিত কর দু'টী গায়ের জোরে ভেঙ্গে ঐ দেখুন—সন্তানের মা সন্তান ফেলে নিশ্চিন্তমনে মহাশূন্যে অন্তর্হিতা হ'লেন! ঐ দেখুন, মা-হারা সন্তান দুটী উন্মাদ—ছিন্নতরুর মত মাটীতে আছ্‌ড়ে প'ড়ে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন ক'র্‌ছে!

মহাকাল। সীতা! সীতার দোষ মার্জ্জনীয় নন্দী! সীতা জন্ম-দুঃখিনী। সীতার জন্য লোকপিতামহ পদ্মযোনি কেঁদেছেন, সীতার জন্য রামরূপী বৈকুণ্ঠনাথ কাঁদ্‌ছেন, মহাকালরূপে আমি কাঁদছি, কৈলাসে মহামায়া কাঁদ্‌ছেন, সর্ব্বংসহা পৃথিবী দেবী তুমিও কাঁদ্‌ছো। নন্দী! তুইও কাঁদ্—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রোদনবিহ্বল মাতৃহারা লব-কুশকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা-বাক্যে আশ্বাসিত কর্।

নন্দী। শক্তি দাও দেবাদিদেব ভগবান! শোকাকুল রাজপুত্রদের শোকাশ্রু মুছিয়ে দিয়ে যেন সান্ত্বনা দিতে পারি।

[প্রস্থান]

পৃথিবী। হে মহাকাল ভগবান! পৃথিবীর মায়ায় আপনিও যেন আপনাকে বিস্মৃত হবেন না। কালরূপে অযোধ্যানাথের স্নেহের সম্পদ

লক্ষ্মণকে আগে গ্রাস করুন—তবে শ্রীরামচন্দ্রকে হাত ধ'রে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে পারবেন। রামচন্দ্র বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে না দাঁড়ালে সীতারূপিণী লক্ষ্মীদেবীও বৈকুণ্ঠে সুস্থির হ'তে পারবেন না। হে মহাকাল! ত্বরায় বৈকুণ্ঠ-মিলনের আয়োজন করুন।

[প্রস্থান]

মহাকাল। হে পদ্মযোনি ত্রিলোক-বিধি!
কি সৃষ্টি-রহস্য তব,
কিবা হে নিয়ম তব,
মূঢ় আমি—
বুঝিবারে নারি এ লীলা তোমার!
কত যত্নে সৃজিলেন রাম,
কত যত্নে রাম সহ সীতার মিলন
কত যত্নে রাম সহোদর
সুলক্ষণ প্রাণের লক্ষ্মণ,
কত যত্নে রাম রাজা হ'লো,—
ভেঙ্গে যাবে সব!
সৃষ্টিপতি ধাতার নিয়মে
কালরূপী মহাকাল আমি,
সতত সুযোগ খুঁজি—
কবে রাম ছাড়িবে অযোধ্যা,
কবে বা শ্রীরামচন্দ্রে
মহানন্দে নারায়ণরূপে
নেহারিব বৈকুণ্ঠ-নিবাসে,
কবে এ লক্ষ্মণ

প্রবাহিনী সরযুর জলে
দেহ তার দিবে বিসর্জ্জন !
কেন—কেন হেন আঁখিবিনোদন
নয়নরঞ্জন নন্দন অযোধ্যা
কালরূপে চূর্ণ চূর্ণ করি,
কলঙ্কের ভার তুলিব মাথায় ?
একে জনকনন্দিনী বিনা
শব সম অচেতন রাম রঘুবর,
পুনঃ কেন অনুষ্ঠান লক্ষ্মণ-বর্জ্জন ?
বুঝি এ শাস্তি মোর—
নহে কর্ত্তব্যপালন !

দ্রুতপদে লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। [স্বগত] একি ! এ যে সেই সন্ন্যাসী !

মহাকাল। কে তুমি ? ও—রাজভ্রাতা লক্ষ্মণ ! মন্দিরে মাতৃদর্শনে এসেছ ?

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ ! রাজপুত্রদের আপনি মন্দিরে এনেছেন ?

মহাকাল। হ্যাঁ এনেছি,—মহারাজ তা জানেন।

লক্ষ্মণ। রাজপুত্রেরা কোথায় ?

মহাকাল। মাতৃ-সন্নিধানে মায়ের চরণে।

লক্ষ্মণ। অনুমতি করুন, তাদের রাজপুরীতে নিয়ে যাই !

মহাকাল। অনুমতি ? আমি অনুমতি করবার কে ? যে মাতৃ-চরণে তারা আপনা-আপনি নিবেদিত, সেই মাতৃমূর্ত্তির অনুমতি গ্রহণ কর !

লক্ষ্মণ। ঐ মন্দিরে ?

মহাকাল। না—মন্দিরে তাদের পাবে না; তারা অতি নির্জ্জন স্থানে মায়ের প্রত্যাখ্যানে মর্ম্মাহত হ'য়ে প'ড়ে আছে।

লক্ষ্মণ। সে নির্জ্জন স্থান কোথা ?

মহাকাল। এ কথার উত্তর পাবে না। মাত্র জেনে রাখ—মায়ের প্রত্যাখ্যানে অভিমানে মর্ম্মাহত হ'য়ে রাজপুত্রেরা ততোধিক সাগ্রহে মায়ের চরণে আত্মবলি দিয়ে জ্ঞানশূন্য; এখন তাদের সন্ধান পাবে না।

লক্ষ্মণ। এ কথার উদ্দেশ্য ?

মহাকাল। উদ্দেশ্য মহৎ! উদ্দেশ্য—আত্মবলি দেখে আমি অতুল আনন্দ উপভোগ করি।

লক্ষ্মণ। তুমি কাপালিক ?

মহাকাল। হ্যাঁ, ঘোর তান্ত্রিক কাপালিক। কেন, তুমি তো অবগত আছ, তোমারই সম্মুখে একদিন আমার এক আকাঙ্ক্ষার বলি অন্বেষণ করতে গিয়েছিলুম! আমি কাপালিক—পূজা করা, নিবেদন করা, বলিদান দেওয়া, রক্ত মাখা আমার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম!

লক্ষ্মণ। নরবলি দাও ?

মহাকাল। যে আত্মবলি দিতে জানে, এমন নর পেলে সাগ্রহে বলিদান দিয়ে আমি আপনাকে ধন্য বিবেচনা করি।

লক্ষ্মণ। তবে রাজপুত্রদের কৌশলে অপহরণ ক'রে আন্‌বার উদ্দেশ্যও বোধ হয় তাই ?

মহাকাল। হ্যাঁ—তাই। তবে আমি তাদের বলিদান দিই নি; মাত্র আমার আদেশে তারা আপনারাই মায়ের চরণে আত্মবলি দিয়েছে!

তুমিও আত্মদান করতে চাও, এসো—আমি মা চিনিয়ে দোবো; সে মা তোমার আত্মদানে প্রফুল্লিতা হবেন ক্ষত্রিয়-সিংহ! মায়ের আদেশ—তোমার মত একটা বলি তাঁর প্রয়োজন!

লক্ষ্মণ। নরঘাতক লম্পট! কালিকা-মন্দিরে সন্তানপালিকা কালিকার সম্মুখে এইভাবে নররক্ত নিয়ে খেলা ক'রতে চাও? সাবধান! রাজপুত্রদের ফিরিয়ে দাও, নতুবা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

মহাকাল। দণ্ড দিতে পারবে? চল দণ্ডধর, শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে এই আত্মবলির কথা আমি সগর্ব্বে প্রচারিত ক'রবো। চল—দেখি তাঁর বিচারে কি শাসন-দণ্ড প্রতীক্ষা ক'রছে! চল, আমি স্বেচ্ছায় ধরা দেবো—

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

চিত্রশালা

শ্রীরাম

শ্রীরাম। সাধের এ চিত্রশালা মোর—
এত দিন বুঝি নাই সৌন্দর্য্য ইহার
চিত্রশিল্পী রেখে গেছে শুধু,
বুঝি নাই প্রয়োজন কিছু—
আজি তোরে প্রাণভরে
দেখিব রে চিত্রশালা!

দেখিব, শিল্পীর নূতন হস্ত
কোন্ চিত্রে দিয়ে গেছে কতখানি প্রাণ!
গেছে সব, আমার বলিতে
যাহা কিছু ছিল এ রামের—গেছে সব!
আছে মাত্র স্মৃতি-চিত্র—
শিল্পচিত্র সনে দেখিব মিলায়ে!
ও কার চিত্র?
মাতা কৌশল্যা দেবীর!
পরি চীর বল্কল বসন রাম যাবে বনে—
শুনি তাই হস্তে ল'য়ে আশীর্ব্বাদী,
আকুলপরাণে করিছে রোদন!
নাহি কাঁদ স্নেহময়ী মাতা,
এসো—অশ্রু তব দিই গো মুছায়ে।

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন।—

গীত

মায়ার অশ্রু মুছায়ো না প্রভু,
মায়ায় ভুলিয়া থেকো না।
মায়া ছেড়ে, ছেড়ে নরকায়া,
কে তুমি কোথা দেখ না।

শ্রীরাম। কি কহিছ শিল্পী, মিথ্যা অশ্রু?
ও অশ্রু নহে মুছাবার—
মাত্র শিল্পের চাতুর্য্য?

ভাল, পার্শ্বে তার কি ও শিল্পী ?
চতুর তৃষিত দৃষ্টি
নয়নরঞ্জন স্বর্ণ-মৃগ এক
রহে স্থির অচঞ্চল,
দূরে রাম সীতা,
পার্শ্বে লক্ষ্মণ রামানুজ,
রামে কহে সীতা ধ'রে দিতে মৃগ !
রাম রামানুজ পুলকিত,
মুগ্ধ দোঁহে মৃগ দরশনে !
ও—ও কি হে তোমারি অঙ্কিত শিল্পী ?
ভ্রম হয়—বল, প্রাণ নাহি স্বর্ণ-মৃগে ?

সুদর্শন।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

প্রাণ চ'লে গেছে আছে শুধু স্মৃতি,
প্রাণ দিলে মিলে প্রাণের মূরতি,
প্রাণ যদি চাও, আত্মপ্রাণ দাও,
প্রাণ রেখে ব্যথা পেও না।

শ্রীরাম। কোথা প্রাণ ? প্রাণ যদি রবে,
হেন ব্যথা প্রাণে মোর ?
প্রাণ চ'লে গেছে ! কীর্ত্তিমান শিল্পী
রচিয়াছে স্মৃতিটুকু তার !
প্রাণ মন আছে যার—
চিত্র দেখে চিত্ত তার দেখে প্রাণময় !

ওই—ওই অন্য চিত্র এক—
চিতা-বহ্নি সম ধূ-ধূ জ্বলিছে অনল,
মধ্যে তার শুদ্ধমতি
প্রেমময়ী সতী সীতা মোর!
অনলে নাহিক ভয়—
যুক্তপাণি ডাকে ভগবানে!
ত্রাস্ত ভীত সবে অনলের দূরে—
মুখে নাই ভাষা,
পুত্তলিকা প্রায় স্থির অচঞ্চল!
নাহি মায়া—নাহি দয়া,
স্বর্বর্ণ-লতিকা অগ্নিতাপে ভস্ম বুঝি হয়!
সীতা! সীতা!
উঠে এসো অগ্নিকুণ্ড হ'তে,
দিব না পুড়িতে—
যার লাগি সাগর বাঁধিয়া
ব্রহ্মবধ করি
লইনু অখ্যাতি ব্রহ্মঘাতী রাম!
সীতা! সীতা!

সুদর্শন।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

পুড়িবে না সীতা নহে কলঙ্কিনী
অনলে কি পোড়ে সতী-শিরোমণি,
উজল সিন্দূর আরো যে শোভিল,
অনলে বিজলি দেখ না।

শ্রীরাম। পেয়েছি—পেয়েছি সীতা—
এইবার পেয়েছি তোমারে!
যুদ্ধক্লান্ত কাতর অবসন্ন শ্রীরাম
বসিয়াছে সভামাঝে—
বামভাগে স্বর্ণসীতা রাজে;
পার্শ্বে যজ্ঞাগার—
দু'টি কুমার তোমার
তৃপ্তি হেতু শ্রীরামের গাহে রামায়ণ-গান—
মধ্যে রাজ রাজরাণী তুমি!
অন্য চিত্রে হেরি—
অভিমানে মাটি পানে চেয়ে আছে সীতা,—
ভিন্ন চিত্রে সরোদনে
প্রবেশিল পাতালগহ্বরে!
কি—কি—পাতালে লুকাবে সীতা?
পাতাল সৃষ্টি না রাখিব তবে!
ভোগবতী নদ-নদী আদি গণ্ডুষে শুখাবো—
জীব তার পলকে পোড়াবো!

সুদর্শন।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

যদিও জানকী পাতালবাসিনী,
পাতালে রবে না বৈকুণ্ঠবাসিনী,
সেথা তোমারে ডাকিছে তোমারে পূজিছে,
তুমি কি দেখিতে যাবে না?

[প্রস্থান]

শ্রীরাম। সব নিষ্প্রাণ! চিত্রশিল্পী প্রাণঢালা যত্নে চিত্রের সবটুকু অঙ্কিত করলেও এর সজীবতা নেই! চিত্র যখন সজীব নয়, তখন এর মূল্যই বা কি? তবে এমন প্রাণহীন মূল্যহীন চিত্রগুচ্ছে প্রয়োজন কি? এ চিত্রাগার না যন্ত্রণাগার? পুড়িয়ে দাও—পুড়িয়ে দাও—আগুন দিয়ে চিত্রশালা পুড়িয়ে দাও! [প্রস্থানোদ্যত]

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। মহারাজ! লব-কুশকে পাওয়া গেল না।

শ্রীরাম। সে কি! যে সন্ন্যাসী লব-কুশকে সঙ্গে নিয়ে গেল, সে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়েছ?

সহসা মহাকালের প্রবেশ

মহাকাল। সে সন্ন্যাসী এই যে তোমার সম্মুখেই রাজা!

শ্রীরাম। আমার লব-কুশ কৈ?

মহাকাল। ব্যস্ত হ'য়ো না রাজা! আগে জটাজুটমণ্ডিত প্রাচীন ব্রাহ্মণের সমস্ত কথা শোনো!

শ্রীরাম। কি বলুন!

মহাকাল। এখানে প্রকাশ্যভাবে নয়! তোমার নির্জ্জন মন্ত্রণা-কক্ষে চল, সেইখানেই আমার সকল কথা প্রকাশ করবো; কিন্তু আমার ইচ্ছা—যতক্ষণ মন্ত্রণাকক্ষে তোমার পাশে আমি উপবিষ্ট থাকবো, ততক্ষণ মন্ত্রণাকক্ষে কেউ প্রবেশ না করে!

শ্রীরাম। আপনার এ ইচ্ছা যাতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পায়, সে সম্বন্ধে আমি সুব্যবস্থার অনুষ্ঠান করছি। আমার প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণকে প্রহরীরূপে দ্বারে নিযুক্ত রাখ্‌বো।

মহাকাল। লক্ষ্মণ? লক্ষ্মণকে আমার বিশ্বাস হয় না রাজা! সে হয় তো আমাদের গুপ্ত বিষয় শোন্‌বার জন্য কোনো ছলে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ ক'র্‌তে পারে।

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ আমার আদেশ অমান্য ক'র্‌বে না। কেমন, সত্য নয় লক্ষ্মণ? পিতৃসত্য প্রতিপালন হ'তে আজ পর্য্যন্ত রামানুজ লক্ষ্মণ কবে রামের আদেশ অমান্য ক'রেছে? লক্ষ্মণ! তুমি আমার সম্পদে চিরসহায়, আমার সত্যপালনে আজও সহায় হও ভাই! হে সন্ন্যাসী! আপনি নিশ্চিন্ত হোন্; আমার আদেশে লক্ষ্মণ আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা-কালে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ ক'র্‌বে না।

মহাকাল। যদি করে?

শ্রীরাম। তা হ'লে বুঝ্‌বো, লক্ষ্মণ আমার ভাইয়ের মত ভাই নয়,—ভাই ব'লে আমি একজন বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে পবিত্র ভ্রাতৃভাব বিনিময় করেছি।

লক্ষ্মণ। আমিও বল্‌ছি সন্ন্যাসী! তা হ'লে আমি শ্রীরামচন্দ্রের শুভলগ্নের প্রচণ্ড ধূমকেতু, তা হ'লে আমি চিরানন্দ-নিষেবিত রাম-রাজ্যের জীবন্ত ক্ষুধিত মহাকাল, তা হ'লে আমি ছদ্মবেশী বিশ্বাস-ঘাতক লম্পট—মানব-মূর্ত্তিধারী হিংস্র শার্দ্দূলপ্রকৃতি রক্তপিপাসু দানব! তা হ'লে আমি রামানুজ লক্ষ্মণ নামের উপযুক্ত নই! হে সন্ন্যাসী! শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ এক দিকে—আর সমস্ত বিশ্ব-সংসারের আদেশ এক দিকে! লক্ষ্মণ বিরাট বিশ্বকে ফেলে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশই মাথা পেতে গ্রহণ করে। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্, আমি শ্রীরামের আদেশে দ্বারে আজ প্রহরীরূপে নিযুক্ত থাক্‌বো।

মহাকাল। তবু হে সূর্য্যকুলোজ্জ্বল রঘুকুলোত্তম মহারাজ রাম! এই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কাছে এক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও। আমাদের

উপস্থিতিকালে মন্ত্রণাগৃহে যে কেউ আদেশ লঙ্ঘন ক'রে উপস্থিত হবে, তাকে তৎক্ষণাৎ শত্রুবোধে পরিত্যাগ করবেন?

শ্রীরাম। প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তাকে পরিত্যাগ করবো।

মহাকাল। চল মন্ত্রণাগৃহে—

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ! চির-আজ্ঞাবাহী তুমি ভাই! আমার অঙ্গীকারের গুরুত্ব মনে রেখো। আসুন সন্ন্যাসী!

[মহাকাল ও শ্রীরামের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। যেন অন্তর্জগতের সমস্তটুকু কেঁপে উঠ্‌লো! রামের আদেশ তো কখন এমন গুরুভার ব'লে বোধ হয় নি! আদেশ প্রতিপালনের জন্য কখনো তো এমন চিন্তায় আকুল হই নি! এ সন্ন্যাসী কে? মনে হয়, সন্ন্যাসীর যাদুমন্ত্রে রাম আর পূর্ব্বের রাম নাই—আমিও আর পূর্ব্বের লক্ষ্মণ নাই! যাক্, কেন বৃথা অমঙ্গল আশঙ্কা করছি! চির-আজ্ঞাবাহী রামানুজ আমি, শ্রীরামের আদেশ প্রতিপালনই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

[প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৈকুণ্ঠ

সীতা ও সখিগণ

সখিগণ।—

গীত

ওলো ফুটিবে হাসিবে চাঁদিমা।
সুধা বিতরিবে মানস মোহিবে,
আলোকিবে হৃদি-নীলিমা ॥
গাঁথ্ লো মালা সাজা লো ডালা,
হেসে হেসে বল মধু বাণী,
ফুল দিয়ে সাজা ফুল প্রতিমা,
সাজ প্রেমময়ী ফুলরাণী,
তোর কালো শশী এসে হাসিবে সাধিবে,
ঘুচাবে-বিরহ-কালিমা ॥

সীতা। যা—যা সখি,
মিথ্যা হেন সান্ত্বনা-বচন।
মিথ্যা সমুদায়—
বিরহ-অনলে পুড়ে ভস্ম হবো,
দূর হ'তে কর্ নিরীক্ষণ!

জ্বালাতন না করিস্ মোরে
ক'য়ে মিথ্যা বাণী।

[সখিগণের প্রস্থান]

কণ্টক—কণ্টক মোর বিপুল বৈভব,
বিষবৎ বৈকুণ্ঠের শোভা মনলোভা,
বাড়াবাগ্নি জ্বলে রত্নাসনে—
মহালোকে নেহারি আঁধার।
কার রে বাসনা—
আঁধারে করিতে বাস ?
কার সাধ—
জর্জ্জরিত হ'তে সুতীব্র গরলে ?
কেবা চায় আপন ইচ্ছায়—
কণ্টকের ঘায় হইতে আকুল ?
ব্যাকুলচিত্ত কে আছে কোথা,
বসিবারে অগ্নিঘেরা রম্য রত্নাসনে ?
থাক্ রে বৈকুণ্ঠ—
থাক্ তোরা অতুল ঐশ্বর্য্য,
প'ড়ে থাক্ শূন্য রত্নাসন,
পূর্ণ হ'লে সার্থক সকল—
প্রাণ পূর্ণ সমুদায়,
নহে বিষ—বিষ-বহ্নি জ্বলে,—
না মিলিলে সন্তাপশীতলকারী
সুশীতল নাহি হবে প্রাণ।

[প্রস্থানোদ্যোত]

পৃথিবীর প্রবেশ

পৃথিবী। কোথা যাও রাণী ?
সীতা। রাণী কেবা জননী আমার ?
রাজা যার সন্তাপ-সম্ভার তুলে ল'য়ে বুকে
বিস্মৃতির আচরণে স্মৃতিহারা হ'য়ে
দুঃখানলে পুড়ি ভ্রমে ধরাতলে,
বিরহ-বিচ্ছেদে প্রাণ দহে যার,
ভুলি নিজ রাজ্য পরবাসে মায়া-রাজ্যে
স্বামী যার নিবসে সতত,
রাজা যার রাজত্ব ত্যজিল,
রাণী তার কে আছে জননী ?
নহি রাজরাণী—
অভাগিনী ভিখারিণী আমি !
পৃথিবী। শুন হিত বাণী বৈকুণ্ঠমোহিনি !
আনিবারে বৈকুণ্ঠরাজায়
শুন কিবা করিয়াছি আয়োজন !
রামের অযোধ্যা—
খ্যাত যাহা রামরাজ্য বলি,
যেই রাজ্যে নাহি ছিল
অনাচার ব্যভিচার
হাহাকার প্রকৃতিপুঞ্জের,
শোণিতপিয়াসী দুর্ভিক্ষবিহার,
সেই রাজ্যে জ্বেলেছি আগুন !

মারিবারে রাজ্যবাসীগণে,
হরিয়াছি শস্য সমুদায়,—
প্রজায় প্রজায় হিংসা ল'য়ে করে খেলা,
বিবাদে বিপ্লবসৃষ্টি,
অনাবৃষ্টি রামরাজ্যে আজ !
অন্নাভাবে মরে নর—
পিতা পুত্র করে কাটাকাটি,—
মরে শিশু কাতরে ক্ষুধায়,
নাহি ধায় স্নেহদৃষ্টি মা'র !
আর কি বাঁচিবে রাম—
আর কি সে রবে ধরাতলে !
হেন দৃশ্য নেহারিলে,
সরযুর জলে সুনিশ্চয় ত্যজিবে পরাণ !

সীতা। বল মাতা, কবে পাবো দরশন
কবে রাম নব দেহ ত্যজি
ধরিবেন রূপ মদনমোহন ?

পৃথিবী। ধৈর্য্য ধর ! উতলা হ'য়ো না বালা ;
সে দিনের নাহি বেশী দিন !
যবে মৃত্তিকারূপিণী আমি
বিদীর্ণ করিয়া বুক
বক্ষমাঝে রাখি' বস্ত্রাঞ্চলে মুছে দিনু
অভিমান-অশ্রু তোর—
সেই দিন হ'তে
প্রতিদিন প্রতি পলে ভাবি—

কবে রাম ত্যজিবে অযোধ্যা,
কবে আসি বৈকুণ্ঠে দিবেন দরশন!
শোন্ লো কল্যাণী!
সুদিনের হইবে উদয়,
আর বেশী দিন নয়।

সীতা। আছে লব-কুশ বন্ধন তাঁহার,—
থাকিতে সে রত্ন দু'টী,
রাম রবে অসুখী কোথায়?
সব যাবে—
তবু না হইবে রাম
ঐশ্বর্য্যের কাঙাল ভিখারী!
ভেসে যাক্ শত রাজ্য,
ডুবে যাক্ শত সীতা তাঁর—
লব-কুশে ধরি
শত শত রাজ্য প্রজা স্থাপিবেন তিনি।
মায়ায় পড়িয়া মায়া-সুখে
ভুলে রবে নারায়ণ বৈকুণ্ঠ তাঁহার।

পৃথিবী। বৈকুণ্ঠ-বিহারিণি!
রামের এই মায়া-সুখ
নিমিষে ঘুচাতে পারি।
মায়ার পুতুলি দু'টী বক্ষে ধরি
রাম যদি শত দুঃখে পায় লো সান্ত্বনা,
মায়ার রাজত্বে বসি
রাম যদি ভুলে যান সত্তা আপনার,

বৈকুণ্ঠবিহার তাঁর যদি ভুলে যান—
তবে মায়ানাশী রাক্ষসী মূরতি ধরি
মায়ার পুতলী লব-কুশে গ্রাসিব পলকে!
দেখায়েছি রামে
সীতাগ্রাস সম্মুখে তাঁহার—
অজ্ঞাতে তাঁহার
অনাবৃষ্টি-দুর্ভিক্ষ-মূরতি ধরি
ক্ষেত্র হ'তে শস্যরাশি করিয়া হরণ,
করিতেছি আয়োজন শ্রীরামনাশের,—
পুনঃ প্রলয়-মূরতি ধরি
রাজ্যে তাঁর ঘটাবো প্রলয়!

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন।—

গীত

শান্তিরূপ অনন্ত শান্তিময়।
সে যে প্রলয়ের চিরলয়॥
মায়াময়ের মায়ানাশ সহজে কি হয়
সে যে অবিনাশ,
শমনদমন সে তার চিরজয়,
শান্তি অভিলাষ,
কে বা করে তার ক্ষয়?
বিভব বিপুল তার এ সংসার,
বিকারী সেজেছে তবু নির্বিকার,
মহাবলী মায়াময়॥

পৃথিবী। ওই—ওই কথা সুদর্শন—
ওই কথা শোন্ লক্ষ্মীরূপা!
মনে ভাবি রামে বিনাশিব,
গ্রাসিব তাহার
রাজ্যৈশ্বর্য্য সমুদায়,—
কিন্তু কাছে যবে যাই,
দেখি যবে আঁখিবিনোদনে
অতি সংগোপনে,
ভেসে যায় কাঠিন্য সকল!
মনে হয়—
যাহা কিছু জগতের সব রামময়!
স্থাবর জঙ্গম জড় বা চেতন,
অণু হ'তে পরমাণু রামে চায়,—
রামে না হেরিলে
গণে সবে বিষম প্রমাদ!
গায় সবে রামগুণগান,
হ'য়ে রামময়প্রাণ
রামরূপ সদা করে ধ্যান,
হয় অনুমান—হেন শক্তিময়ে
নাহি শক্তি প্রতিবিধিৎসিতে!

সুদর্শন।—

গীত

কত কণ্ঠে কত ছন্দে কত বন্দে রামনাম।
কত ভক্তিমান জপে নাম অবিরাম॥

কত যুগ-যুগান্তের তীর্থ রামনামের তরী,
যাত্রীভরা পারের তরীর শ্রীরাম কাণ্ডারী,
রাম সর্ব্বগুণধাম।
শত দুঃখনাশী মোক্ষ-শশী প্রেমময় সীতানাথ,
মনোরঞ্জন ভয়ভঞ্জন সুখময় দীননাথ,
জপ তপ রামনাম॥

সীতা। সুদর্শন! সুদর্শন!
চাহি না শুনিতে আর রামনাম!
ধ্বংস কর রামমূর্ত্তি—
সাজাইয়ে দাও রামে নারায়ণবেশে

পৃথিবী। সত্য কথা সুদর্শন!
রামে কর নারায়ণ।
গেছে রুদ্রদেব সাজি মহাকাল,
গেছে নন্দী সহায়তা হেতু;
আজি সাজ সুদর্শন কিছু নব সাজে—
চল যাই মর্ত্ত্যধামে!
লোকপিতামহে,
ইন্দ্র আদি দেবগণে দেহ বার্ত্তা—
যেতে হবে একপ্রাণে একযোগে
দেবলোকে আনিবারে নরনাথ রামে!
যাও সুদর্শন! কর আয়োজন—
লহ তব সঙ্গী সহচর,
অস্ত্র-শস্ত্র সহায়-সম্পদ
লহ সঙ্গে—যাহা পাও।

গীতকণ্ঠে বৈকুণ্ঠবাসীগণের প্রবেশ

বৈকুণ্ঠবাসীগণ ।—

গীত

রামে দেখিতে গোলোকধামে
আছি সতত আকুলপ্রাণে ।
গোলোক-আলোকে আনিতে গোলোকে
ত্বরিতে ওঠো বিমানে ॥
মোদের আশায় পুরিত প্রাণ মন কায়,
রাজছত্র ধরিব মাথায়,
পুরাতে আশায় চল রে ভূলোকে
প্রণতি জানাতে পায়,
পুণ্য-অর্ঘ্য নিয়ে চল রে সবে
বাজায়ে শঙ্খ বিষাণে ॥

[সুদর্শন ও বৈকুণ্ঠবাসীগণের প্রস্থান]

পৃথিবী । আমিও যাইব সঙ্গে ।
মুছ শোকাশ্রু নন্দিনী !
নহে বেশী দিন—
রহ কিছু দিন একাকিনী ।

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা । সত্যই তাই দেবী, সত্যই তাই ! লক্ষ্য কর—প্রাবৃটের ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি সৌভাগ্যের অনুকূল বাতাসে আপনা-আপনি পরিস্কৃত হ'য়ে বিমল শারদ চন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় আলোকিত হ'য়ে

উঠেছে! সত্যই নারায়ণী, আর বেশী দিন নয়। লক্ষ্য কর দিব্য-দৃষ্টিতে দূরে ঐ অযোধ্যানগরে—রামানুজ লক্ষ্মণ মহাকালবেশী রুদ্র-দেবের বুদ্ধি-চাতুর্য্যে মরণ-পথের যাত্রী! ঐ দেখ, মহাকালরূপী কাল-সর্পের উদ্যত ফণা,—এইবার লক্ষ্মণের ধ্বংশ—তারপর রাম! পৃথিবী! দুর্ভিক্ষ-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে অযোধ্যানগরে পূর্ব্বাপেক্ষা ভৈরব নৃত্য কর! পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অনাচার—আরো ব্যভিচারের সৃষ্টি কর! রাম-রাজ্যের ভূমিকম্প সাজ—প্রজারঞ্জন রামের প্রজা ধ্বংস কর! আমি সাজি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রুদ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা; রামকে জানিয়ে আসি, রামেরই দোষে ঋষি তপস্বী ব্রাহ্মণ আজ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত! নিশ্চিন্ত হও নারায়ণি! ব্রহ্মা মহেশ্বর মহাশক্তিতে শ্রীবিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে আস্‌বার মহা-আয়োজন করেছে,—এ আয়োজন ব্যর্থ হবে না! চল পৃথিবী, দুর্ভিক্ষ-বেশে অযোধ্যানগরে!

[প্রস্থান]

পৃথিবী। ধ্যান কর নন্দিনী, সেই ধ্যানাতীত নারায়ণের ধ্যান কর! ধ্যানের আকর্ষণে মায়া-কায়াবৃত সর্ব্বশক্তিমান মহাপুরুষের মোহ-নিদ্রা ঘুচিয়ে জাগরণ-ব্রত স্মরণ করিয়ে দাও!

[প্রস্থান]

সীতা।—

গীত

ওগো মায়াতীত নরমায়া ভুলে এসো চ'লে
আমার বাহুর বন্ধনে।
নব জলধর নব রূপ ধর,
আলো কর সাধের নন্দনে॥

তোমা বিনা আমি আঁখিতারা হারা,
মরুভূমে মরি বিরহবিধুরা,—
যদি ভালবাস, এসো কাছে এসো
মানস-বিলাস সুনীল কমলে
পূজিব সাধিব বিমল প্রীতি-চন্দনে ॥

গীতকণ্ঠে সখিগণের প্রবেশ

সখিগণ।—

গীত

সখি, মুছ আঁখি গুণমণি রবে না ভুলে।
তোর হারা আঁখি সুখ-শশী নেবে লো তুলে ॥
বিরহ ভালো ওলো বিরহ ভালো,
মিলনে গোল বাধে লো বিরহ ভালো,
শুধুই জ্বালা সই শুধুই জ্বালা,
মিলনে শুধুই জ্বালা,—
মনের ঘরে মনোচোরে, কি যেন কি চুরি করে,
অচ্ছেদ প্রেম বিচ্ছেদে সই হরে,
কত পুলক-আলোকে বিলাপ বিলোপে
হাসে দশ দিশি প্রাণ খুলে ॥

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

তোরণদ্বার

লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণ। পুনঃ আজি দুয়ারের দ্বারী !
মনে পড়ে পঞ্চবটী বনে
সীতার রক্ষণে আছিলাম দ্বারী,
পুনঃ আজি সেই গুরুভার—
রামের আদেশে
রাম-কার্য্যে দ্বারের প্রহরী।
ভয় হয় মনে,
পুনঃ কিবা ঘটে অমঙ্গল !
বুদ্ধিদোষে কার্য্যে করি অবহেলা,
সীতাহারা করেছিনু রামে !
নাহি জানি অযোগ্য লক্ষ্মণ হ'তে
শ্রীরামের পুনঃ কিবা হয় !
সন্ন্যাসী সে সাধুবেশধারী
হয় যদি হত্যাকারী,
গুপ্ত ছুরি থাকে যদি কটিদেশে তার ?
সন্দেহ বিষম—
রাজহত্যা করে পাছে দুর্ম্মদ সন্ন্যাসী !

ঘোর তান্ত্রিক চতুর কাপালিক
রাজার তনয় দু'টী
রেখেছে লুকায়ে মন্দিরমাঝারে,
সিদ্ধিলাভ হেতু
মাতৃ-সন্নিধানে দিয়ে বলিদান,—
অনুমান—চাহে পুনঃ রাজরক্ত !
গোপনে পাইয়ে
হত্যাকাণ্ড সাধিবে নিশ্চয় !
কি করিলে রাম ?
কেন মোরে দিলে হেন গুরু ভার ?
দেহ বিধি শ্রীরামে সুমতি,
ভেঙ্গে যাক্ শত অঙ্গীকার—
শার্দ্দূলপ্রকৃতি গুপ্তঘাতী সন্ন্যাসীর
দেহচ্যুত করি শির
নখাঘাতে মহাপরাক্রমে !
না—না,
তান্ত্রিক সন্ন্যাসী প্রিয় শ্রীরামের—
কেন না হইবে মোর প্রিয় তবে ?

লব ও কুশসহ মদনানন্দের প্রবেশ

মদন। মধ্যম রাজা ! মধ্যম রাজা ! এই নিন্ আপনার হারাণো লব-কুশ !

লক্ষ্মণ। লব-কুশ ! তোমরা মন্দিরে ছিলে ?

মদন। মন্দিরে থাক্‌বে না তো কোথায় যাবে ? তবে গিয়ে দেখ্‌লুম,

জ্ঞানশূন্য হ'য়ে নাটমন্দিরের চাতালের উপর প'ড়ে আছে। এক সন্ন্যাসী ওদের জ্ঞান সঞ্চারের জন্য শুশ্রূষা কর্‌ছিলেন; সন্ন্যাসী আমায় দেখ্‌তে পেয়ে লব-কুশকে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন—কুমারদের রাজপুরীতে রাজার আছে নিয়ে যাও। তবে কুমারদ্বয়ের কিছু ভাবান্তর দেখ্‌ছি। বিস্ময়সূচকদৃষ্টিতে কাকে যেন সর্ব্বদাই অন্বেষণ কর্‌ছে মনে হ'লো; ঐ দেখুন মধ্যম রাজা, এখনো সেই ভাব!

লক্ষ্মণ। লব-কুশ! কি দেখ্‌ছ—কাকে অন্বেষণ কর্‌ছ?

লব। মা কৈ—মা কৈ? কোল পেতে দাঁড়িয়ে রইলো—কোলে উঠ্‌তে গেলুম—এক ছায়া-রাক্ষসী এসে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ালো! বিমর্ষ হ'য়ে মা কেঁদে উঠ্‌লো, আমরা তাঁর দু'টী অবোধ সন্তান মা মা ব'লে মাটীর উপর আছ্‌ড়ে প'ড়ে গেলুম।

লক্ষ্মণ। আমার বোধ হয়, সেই দুষ্ট কাপালিকের মন্ত্রক্রিয়ার এই পরিণাম —

মদন। তা যদি হয়, তা হ'লে সেই ধূর্ত্ত কাপালিকের উপযুক্ত দণ্ড-বিধান কর্ত্তব্য!

লক্ষ্মণ। দণ্ডের জন্য চিন্তা কর্‌তে হবে না আচার্য্য! সেই ধূর্ত্ত সন্ন্যাসী রাজপুরীতেই এখনো অবস্থান কর্‌ছে।

মদন। কোথায় সে? একবার দেখা হ'লে আমারও কতকগুলো মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে তাকে চরকীর মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াই।

লক্ষ্মণ। সন্ন্যাসী এখন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মন্ত্রণাগৃহে রয়েছেন।

মদন। তবে তো ভালই হয়েছে! শ্রীরামচন্দ্রও আছেন—ধূর্ত্ত কাপালিকও আছে; সেইখানেই তাকে ভাল ক'রে শিক্ষা দোবো! বিচার করুন রাজা সেই নরঘাতী সন্ন্যাসীর—স্বচক্ষে দেখুন রাজা তাঁর পুত্র দু'টীর উপর সন্ন্যাসীর যাদুমন্ত্রের ক্রিয়া! এসো লব-কুশ, আমরা

মন্ত্রণা-গৃহে রাজার কাজে যাই—[লব-কুশকে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।]

লক্ষ্মণ। দাঁড়াও; কোথায় যাচ্ছ ব্রাহ্মণ ?

মদন। মন্ত্রণাগৃহে রাজার কাছে।

লক্ষ্মণ। না—ভুজঙ্গবিবরে ভুজঙ্গদংশন স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিতে !

মদন। সে আবার কি ?

লক্ষ্মণ। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না আমায় দেখে ? কখনো কোনো দিন, কোনো সময়ে এখানে আমাকে একাকী পদচারণা কর্‌তে দেখেছ ?

মদন। না—তা দেখি নি। কেন মধ্যম রাজা ! এর কারণ কি ?

লক্ষ্মণ। ভুজঙ্গদংশনের ভয়ে !

মদন। বুঝ্‌লুম না—

লক্ষ্মণ। শ্রীরামচন্দ্র আর সেই সন্ন্যাসীর উপস্থিতকালে মন্ত্রণাগৃহে কেউ প্রবেশাধিকার না পায়, এইরূপ রাজ-আজ্ঞা। যে উপস্থিত হবে, রামচন্দ্র তাকে শত্রুবোধে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন—সন্ন্যাসীর নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন।

মদন। মহারাজ এমন কঠিন অঙ্গীকার ক'রেছেন ?

লক্ষ্মণ। সেই জন্য প্রবেশদ্বারে আমাকেই দ্বারী নির্ব্বাচন ক'রেছেন। আমার কর্ত্তব্য—তাঁর পর্‌মাত্মীয় হ'লেও তাকে প্রবেশাধিকার না দেওয়া।

মদন। আপনাকেও নয় ?

লক্ষ্মণ। না।

মদন। তাঁর লব-কুশ ?

লক্ষ্মণ। কেউ নয় !

মদন। তা হ'লে এর মধ্যে বেশ একটু ভেবে দেখ্‌বার আছে।

আপনি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, সেই সন্ন্যাসীর নিকট গুপ্ত অস্ত্র ছিল না তো ?

লক্ষ্মণ। সে অবকাশ হয় নি।

মদন। তবে আমাকে একবার মন্ত্রণাগৃহে যেতে দিন মধ্যম রাজা! দেখি কেমন সে সন্ন্যাসী, দেখি কোথা থাকে অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি, দেখি কোথা থাকে তার কূটকৌশলী মন্ত্রশক্তি!

লক্ষ্মণ। শ্রীরামকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়ে মিথ্যাবাদী সাজাতে চাও ?

মদন। কেন, রামচন্দ্র না হয় শত্রুবোধে আমায় পরিত্যাগ করবেন; তথাপি ধূর্ত্ত কাপালিককে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।

লক্ষ্মণ। আমারও কি সে ক্ষমতা নেই আচার্য্য ? কিন্তু রামচন্দ্রের তাতে মনোকষ্ট; তাই নিঃশব্দে নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত অবনতমস্তকে কাপালিকের অত্যাচার সহ্য ক'রে প'ড়ে আছি। নইলে যে লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় কায়-মন-প্রাণ সমস্তই অর্পণ ক'রেছে, যে তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে কার্ম্মুকহস্তে প্রহরীর কার্য্য ক'রে এসেছে, যে শারদ গগণের পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার মত নীরদবরণ শ্রীরামের হাস্যবদন দেখতে দিগ্বিজয়ী বীর নিকষানন্দন রাবণের সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে মেতেছিল, সে আজ জড় অকর্ম্মণ্যের মত সেই কার্ম্মুকহস্তে নিশ্চিন্ত-বিলাসে ব'সে থাকতো না! ধূর্ত্ত কাপালিক দমন ক'রতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন ? কিন্তু শ্রীরামের আদেশ নেই।

মদন। আমি যদি জোর ক'রে প্রবেশ করি।

লক্ষ্মণ। এক বিন্দু ক্ষত্রিয়শোণিত যতক্ষণ ক্ষত্রিয়দেহে বর্ত্তমান, ততক্ষণ তুমি ব্রাহ্মণ হ'লেও ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়োচিৎ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হবে না।

মদন। তা বটে! স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ—ও কথাটা

আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। তা থাকুন রামচন্দ্র সন্ন্যাসীকে নিয়ে, আপনিও প্রহরীর কার্য্য করুন; দয়া ক'রে সময়ে আবশ্যক হ'লে সংবাদ দেবেন। এসো লব-কুশ, আমরা ঘোড়ায় চ'ড়ে নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি। কাকাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছ? তোমাদের কাকাবাবু আজ নির্দ্দয়!

লব। হ্যাঁ কাকাবাবু—সত্যি? সত্যি সত্যি তুমি বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা ক'র্‌তে দেবে না?

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ বাবা, এখন আমি নিষ্ঠুর—পাষাণ! এখন আত্মীয় আত্মীয়তা নেই, এখন তুমি আমার নও—আমি তোমার নই। রামচন্দ্রের তুমি কেউ নও—আমি কেউ নই! এখন পরস্পর পরস্পরের ঘোর শত্রু! এ শত্রুতা কে সৃষ্টি ক'রেছেন জান বাবা? কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব লব-কুশ! এখন হ'তে কর্ত্তব্যের ইঙ্গিতে পরিচালিত হ'তে শিক্ষা কর। হে আচার্য্য! তুমি নীচ নপুংসক হ'লেও ব্রাহ্মণোচিৎ পবিত্র হাত দু'টী ধ'রে তোমার কাছে আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'র্‌ছি; আমায় মার্জ্জনা কর—আমার উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ো না! আমি তোমার শত্রু নই—আমার সময়োচিৎ কর্ত্তব্যই তোমার শত্রু! যাও বন্ধু, কুমারদের নিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কর!

মদন। ব্রাহ্মণ কি কর্ত্তব্য জানে না রাজা? হে ব্রাহ্মণপ্রতিপালক ক্ষত্রিয়! ব্রাহ্মণ তৃণ-শয্যায় শয়ন করে বটে, ব্রাহ্মণ পর্ণকুটীরে বসবাস করে বটে, ব্রাহ্মণ এক মুষ্টি তণ্ডুলকণায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করে বটে, ব্রাহ্মণ ব্রত-উপবাসে দেহের সমস্ত শোণিত শুকিয়ে ফেলে আপনাকে পাষাণে পরিণত করে বটে, কিন্তু তার অন্তর্জ্জগতের ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষা কোমলতার নির্ব্বাণ হয় না। হে ক্ষত্রিয় বন্ধু! ব্রাহ্মণ নীচ নপুংসক হ'লেও, ব্রাহ্মণ অধার্ম্মিক নাস্তিক পশুতে পরিণত হ'লেও, ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় মহাপাতকী হ'লেও মনে

রাখ্‌বেন—ব্রাহ্মণ স্নেহশীল, দয়াশীল, ক্ষমাশীল ; জগতে দুঃখে সেও বুকের রক্ত নয়নাশ্রুতে পরিণত ক'র্‌তে জানে।

[মদনানন্দ ও লব-কুশের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। সত্যই তাই ! ব্রাহ্মণ কোমল কঠিন দুই উপাদানে সৃজিত। এক ব্রাহ্মণ সক্রোধে সগরবংশ অভিশাপ-বহ্নিতে পুড়িয়ে ভস্ম করে-ছিলেন—আবার এক ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের ক্রোধাগ্নিতে শত পুত্রের ধ্বংস-সংবাদ শুনেও নীরবে ক্ষত্রিয় রাজাকে মার্জ্জনা ক'রেছিলেন। এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয়-বিজয় নারায়ণের পরম শত্রু হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন—আবার সেই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে পরম শত্রুকে নারায়ণ তাঁর অভয় চরণ-যুগল দান ক'রে পরম মিত্রের মত তাঁদের উদ্ধার ক'রেছিলেন। এক ব্রাহ্মণ সক্রোধে বিশাল বারিধি গণ্ডুষে বিশুষ্ক ক'রেছিলেন—আর এক ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র-অনুষ্ঠিত আপনার মারণ-যজ্ঞে আপনিই হোতা হ'য়ে অনলে আহুতি প্রদান ক'রেছিলেন। ব্রাহ্মণ কঠিন প্রস্তর হ'তেও জানে, আবার আপনার কাঠিন্য গলিয়ে ফেলে করুণার সলিলসিঞ্চন বিতরণ করে। ব্রাহ্মণ নির্ম্মমও বটে, আবার সে করুণার অবতার !

দুর্ব্বাসাবেশী ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। কে—কে তোরণদ্বারে ?

লক্ষ্মণ। শ্রীরামচন্দ্রের সেবক লক্ষ্মণ। [প্রণাম করিলেন]

ব্রহ্মা। দ্বার ছাড়—

লক্ষ্মণ। মহারাজের আদেশ নেই।

ব্রহ্মা। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর—দ্বার ছাড়—

লক্ষ্মণ। মার্জ্জনা ক'র্‌বেন—এ দাস সম্পূর্ণ অক্ষম !

ব্রহ্মা। রামচন্দ্রকে সংবাদ দাও—

লক্ষ্মণ। সংবাদ দেবারও আদেশ নেই---

ব্রহ্মা। এই কি রাজার আদেশ?

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ তাপস-প্রধান—এই রাজার আদেশ!

ব্রহ্মা। মিথ্যা কথা! রাজ্যে আজ দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, আকাশে দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হ'য়ে ধরিত্রীর দেহ শোষণ ক'রছে, প্রজাগণ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত, নদী হ্রদ শুষ্কপ্রায়, বৃক্ষে পত্র নেই, ফল নেই, ক্ষেত্রে শস্য নেই; চারিদিকে অনাচার অত্যাচার, যাজক নেই, যজ্ঞ নেই, সব একাকার—আর রাজ্যরক্ষক নিশ্চিন্ত-বিলাসে অঙ্গ ঢেলে দিয়েছে, একি সম্ভব? সংবাদ দাও রাজসেবক, আমি রাজদর্শনপ্রার্থী।

লক্ষ্মণ। আমা হ'তে কি রাজার কোনো কার্য্য হ'তে পারে না তাপসকুলতিলক?

ব্রহ্মা। তুমি বাতুল, তাই ব্রাহ্মণ তপস্বীর মর্য্যাদারক্ষায় এত উদাসীন।

লক্ষ্মণ। আপনি অপেক্ষা করুন---গুপ্ত মন্ত্রণা-সভা ভঙ্গ হোক্, পরে রাজদর্শন পাবেন।

ব্রহ্মা। নির্ব্বোধ ক্ষত্রিয়! তুমি দুর্ব্বাসাকে চেন না?

লক্ষ্মণ। জানি প্রভু! মহাকাল সদৃশ সাক্ষাৎ প্রলয়-মূর্ত্তি তাপস দুর্ব্বাসা আপনি, কিন্তু সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র আজ মহা অঙ্গীকারে আবদ্ধ—মন্ত্রণাগৃহে কেউ প্রবেশাধিকার না পায়; পরমাত্মীয় হ'লেও তিনি আজ নির্ম্মম পাষাণের মত আদেশ অমান্যকারীকে পরম শত্রু-বোধে পরিত্যাগ ক'রবেন! আমি আজ তাঁরই আদেশে মন্ত্রণাগারের দ্বারী নিযুক্ত হ'য়েছি।

ব্রহ্মা। আমার প্রয়োজনের নিকট এ অঙ্গীকার অতি সামান্য

অতি তুচ্ছ! আমাকে রাজসন্দর্শনে যেতে দাও, কিংবা রাজাকে জানাও—দুর্ভিক্ষের অত্যাচারে তাপস-কুলতিলক দুর্ব্বাসা আজ যাগ-যজ্ঞ-বিহীন হ'য়ে ফলমূলাভাবে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর!

লক্ষ্মণ। [স্বগত] হে শ্রীরাম!
বিপদের কিবা মূর্ত্তি দেখি দয়াময়?
মহাযুদ্ধে টলে নি হৃদয়—
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর বাঁধি
লঙ্কাপুরী করিতে প্রবেশ,
বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ, তরণী নাশিতে,
বিনাশিতে মেঘনাদে যজ্ঞ পণ্ড করি,
মহাবীর রাবণে নাশিয়ে
উদ্ধারিতে জনকনন্দিনী
হয় নাই যে বহু ক্লেশ,
সামান্য এ দ্বারীরূপে আজ
অযোধ্যার সুখসেব্য রাজভোগ লভি'
শত গুণ জ্বলে হৃদি,
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ—
কর্ত্তব্যের দায়ে কর্ত্তব্যপালনে
হই বুঝি ভস্মীভূত!
রাম! রাম! রাখ প্রাণ মান—
দীন আমি—
সেবক তোমার দেব!

ব্রহ্মা। [স্বগত] আমিও যে আর পারি না! রুদ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা-বেশে মহাকাল মহাদেবের সাহায্যে এই অযোধ্যায় এসে প্রভুভক্ত ভ্রাতৃ-

ভক্ত মহাবীর কর্ত্তব্যপরায়ণ লক্ষ্মণের কথায় আমারও প্রাণ যে করুণায় বিগলিত হ'য়ে আস্‌ছে। তবে কি বৈকুণ্ঠ-মিলন হবে না? না—না, আমিই যে এ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, স্বয়ং মহাকাল তার হোতা। এ দয়া-মায়া লৌহের আবরণে ঢেকে ফেল্‌তে হবে। লক্ষ্মণই এ যজ্ঞানলের ইন্ধন,—দিই তাকে অনলকুণ্ডে! [প্রকাশ্যে] কি স্থির ক'র্‌লে বল—উত্তর দাও!

লক্ষ্মণ। উত্তর নেই—

ব্রহ্মা। তবে তোমার দোষে রাজা রামচন্দ্র আজ ব্রাহ্মণের তীব্র অভিশাপ মাথায় ধারণ করুন—

লক্ষ্মণ। না—না, আমার দোষে নিষ্কলঙ্ক রামচন্দ্রের মাথায় গুরু অভিশাপ ঢেলে দেবেন না। হে ব্রাহ্মণ! অপরাধী আমি—আমার মস্তকে কোটী বজ্র নিক্ষেপ করুন!

ব্রহ্মা। তুমি? তোমার অপরাধ কি? তুমি রামচন্দ্রের আদেশে দ্বারের প্রহরী,—তোমার অপরাধ কি? অপরাধ রামচন্দ্রের। দেখুক্‌ সেই মদগর্ব্বী রাজা—দেখুক্‌ সেই প্রজারক্ষায় উদাসীন রাজ্যরক্ষক—দেখুক্‌ সেই নামে মাত্র ব্রাহ্মণপ্রতিপালক সীতানাথ রাম রঘুমণি, ব্রাহ্মণের তেজ-গর্ব্ব এখনো পৃথিবী-বক্ষ হ'তে বিদূরিত হয় নি! আজ ব্রাহ্মণের অভিশাপে—

লক্ষ্মণ। ক্ষান্ত হোন্‌ ব্রাহ্মণ! কঠিন রুদ্ধ দুয়ার এক কথায় উন্মুক্ত! আর আমি রামের আজ্ঞাবাহী প্রহরী নয়; আমি মুক্ত! আসুন মুক্তিদাতা! শ্রীরামচন্দ্রের সন্নিধানে রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী মহাপাপীর পাপ রক্তে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিবারণ ক'র্‌বেন আসুন।

[লক্ষ্মণ ও ব্রহ্মার প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বনভূমি

যোগিনীগণ গাহিতেছিল

গীত

সাজ রঙ্গিণী রণরঙ্গিণী।
মা হয়েছে খড়্গধরা আমরা মায়ের সঙ্গিনী॥
ধরা সেজেছে সংহারিণী চাই যে রক্তধারা,
রক্ত-নদী তুলুক্ তুফান উঠুক্ বিশ্ব সারা,
আজ মিটাবো মায়ের তৃষ্ণা আমরা মায়ের নন্দিনী।
শস্প শস্য সুখের হাস্য করবো সকল গ্রাস,
নধর শিশুর রক্ত খাবো লাগিয়ে বিপুল ত্রাস,
মোরা বিশ্ব হ'তে বিশ্ব নাশি বিশ্বের চির-রঙ্গিণী॥

রাক্ষসীবেশিনী পৃথিবীর প্রবেশ

পৃথিবী। যোগিনীগণ! এখনো তৃষিতা বসুধা তৃপ্তিলাভ করে নি, এখনো অযোধ্যায় সমস্ত সুরম্য স্থান কাল-রক্তসিন্ধুনীরে ডুবে যায় নি, এখনো অযোধ্যার শস্য-শস্প-সম্পদরাজি পাতালে ভোগবতীর কোলে লুক্কায়িত হয় নি, এখনো আমার আকাঙ্ক্ষার বস্তুতে জঠরানল নির্ব্বাপিত হয় নি! আরো দুর্ভিক্ষ-সঙ্গিনী চাই—আরো রক্তস্রোত চাই—আরো অনাবৃষ্টি চাই—দ্বাদশ সূর্য্যের প্রখর কিরণ চাই! হত্যা, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা, বিশ্বাসঘাতকতা, পরস্বাপহরণে অযোধ্যা নগর প্রকম্পিত ক'রে তোলো! পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ঘুচুক—মাতা শিশুপুত্রের মুখের গ্রাস

কেড়ে নিক্—জাতিবিচার ভেদাভেদ লুপ্ত হোক্—মানুষ মানুষের রক্তে তীব্র ক্ষুধার উপশম করুক্! সোনার রামরাজ্য ধ্বংসের মুখে ফেলে দাও! ঐ দেখ, রামের নয়নমণি আস্‌ছে,—কাননের পথ হারিয়ে আজ অন্ধ—পথহারা! আক্রমণ কর—নধর কচি মাংসে রাক্ষসী-ক্ষুধা নিবারণ কর্—

লব ও কুশের প্রবেশ

লব। [সভয়ে] আচার্য্য—আচার্য্য, কৈ তুমি—আমরা পথ হারিয়ে দুর্গম পথে এসে প'ড়েছি।

পৃথিবী। দুর্গম পথে এসেছ—দুর্গতির চরম সোপানে দাঁড়াও। রক্ত দে—রক্ত দে রে রাজপুত্র, তৃষিত বসুধার তৃষ্ণা নিবারণ কর্—

লব। কে তুমি এ দুর্গম অরণ্যে রাক্ষসী-মূর্ত্তিতে ?

পৃথিবী। আমি রাক্ষসী—রাক্ষসী, অযোধ্যার ভাগ্য-গগনের কাল ধূমকেতু।

লব। তবে লব-কুশের হাতে তোর নিস্তার নেই রাক্ষসী! তোদের রক্ত দিয়ে অযোধ্যার নষ্ট শান্তিকে পুনর্জ্জীবিত ক'রে তুল্‌বো—[লব-কুশকে পৃথিবী ও যোগিনীগণ আক্রমণ করিল, অবশেষে লব-কুশ নিরস্ত্র হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল] অস্ত্র—অস্ত্র—আচার্য্য! অস্ত্র—

মদনানন্দের প্রবেশ

মদন। অস্ত্র আছে রাজপুত্র—অস্ত্র আছে!
একি! একি!
ভীষণা রাক্ষসী এক
পিশাচী সঙ্গিনী ল'য়ে

করাল কবল তার করিয়া বিস্তার,
ধরিয়াছে লব-কুশ রাজার কুমারে!
বিকট বদন পুনঃ করিয়া বিস্তার
ওই বুঝি করে গ্রাস!
আরে আরে ভীষণা রাক্ষসী!
ছেড়ে দে রে রামের কুমারে;
নহে রাম যবে শুনিবে শ্রবণে,
রাক্ষসী ক্ষুধার উপশম হেতু
পুত্রধনে তাঁর করিয়াছ গ্রাস—
প্রচণ্ড পাবক সম জ্বলিয়া তখন
ধ্বংস হেতু তব
মহাবজ্র ধরিবেন করে!
শুন হিত বাণী,
দেহ মুক্তি কুমার দু'টারে।

লব। আচার্য্য! প্রাণ যায়—রক্ষা কর—

মদন। দেহ মুক্তি—নহে লহ যোগ্য শাস্তি—[পৃথিবীকে অস্ত্রাঘাত করিলেন]

পৃথিবী। [লব-কুশকে পরিত্যাগ করিয়া] তুইও রাজার হিতৈষী? আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে এসেছিস্, তবে আগে তোরই রক্ত পান ক'র্‌বো—[খড়্গহস্তে মদনানন্দকে আক্রমণ করিলে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ]

মদন। লব-কুশ! পালাও—পালাও; আমি তোমাদের রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বো না! আমি ক্ষত-বিক্ষত—আমার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত—আমি অবসন্ন—মৃত্যু সন্নিকট—[ভূমিতে পতন] লব-কুশ! পালাও—পালাও—

লব ও কুশ। [পলাইবার উদ্যোগ করিল]

পৃথিবী। কোথায় পালাবি লব-কুশ? অযোধ্যার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তোরা, তোদের রক্ত বিনা এ তৃষ্ণা মিট্‌বে না—

[লব-কুশকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সহসা ছায়া-সীতা আসিয়া পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াইলে লব-কুশ পলায়ন করিল]

পৃথিবী। কে তুমি?

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন।—

গীত

ও যে সীতা—ও যে সীতা।
রামের জায়া মায়া-কায়া ছায়ারূপা সীতা ॥
আপন রক্ত বিলিয়ে দিয়ে মা গড়েছে ছেলের প্রাণ,
কঠিন প্রাণে কালের হাতে মা কি দেবে এমন দান,
তাই মা এসেছে নিভিয়ে দিতে ছেলের মরণ-চিতা।
মা চিনে নেয় আপন ছেলে শতেক ছেলের মাঝে,
ছেলের দুঃখ সবার চেয়ে মায়ের প্রাণে বাজে,
ও যে লবের মা—কুশের মা—রামের সতী সীতা ॥

[প্রস্থান]

পৃথিবী। সীতা? সীতা? তবে জ্ব'লে মর্—পুড়ে মর্ বিরহ-অনলে! কেন আমরা অযথা এত বড় কঠিন মর্ম্মস্পর্শী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি! রাক্ষসী সেজেছি সীতা তোরই জন্য! সুখী হ'তে চাস্, রাক্ষসী-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার সুযোগ দে! নইলে সর্ব্বংসহা আমি, কেন এ দুর্নাম-কলঙ্ক মাথা পেতে বহন করি! ফিরে যা—ফিরে যা

সীতা, নইলে তোর মঙ্গল নেই—[ছায়া-সীতার প্রস্থান] ছুটে চল্ যোগিনীগণ! মধ্যগগন থেকে প্রখর ভাস্করকে সবিক্রমে অস্তাচলের পথে টেনে ফেল্—পাতালের স্রোতস্বিনীকে পাতাল ভেদ ক'রে বন্যার তেজে ছুটিয়ে নিয়ে আয়—বিশ্ববিধ্বংসী ঝটিকার পশ্চাতে কালানলের দাহিকা-শক্তি সৃষ্টি কর্,—দেখি, কোথায় লুক্কায়িত হয় লব-কুশ—কিসে নিস্তার পায় রাজার পরম হিতৈষী আত্মীয় স্বজন রাজপুরুষের দল! দুর্ভিক্ষ, প্রলয়, মড়কের নৃত্য চলুক্ এই অযোধ্যায়! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[অগ্রে পৃথিবী, পশ্চাতে যোগিনীগণ পূর্ব্ব গীতের প্রথম চরণ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন]

মোহরপূর্ণ-কলসীহস্তে জটাবতী ও শাবলহস্তে মার্কণ্ডের প্রবেশ

মার্কণ্ড। জটাই! এইখানে চিহ্নিত ক'রে রেখে যাই আয়। গভীর বন—রাশি রাশি মোহর এইখানে পুঁতে রাখা যাক্; শত্রু হোক্, মিত্র হোক্, কেউ এর সন্ধান পাবে না।

জটাবতী। দেরি ক'রো না বাপু, যে বন—আমার গা ছম্-ছম্ কর্‌ছে!

মার্কণ্ড। জটাই!

জটাবতী। কি গো কি? ফি হাত কেবল জটাই—জটাই—জটাই!

মার্কণ্ড। সেরেছে জটাই!

জটাবতী। কেন গো?

মার্কণ্ড। ঐ দেখ্, কি নড়্‌ছে—

জটাবতী। [সভয়ে] ও মা—তাই তো গো—

মদন। কে আছ, একটু জল দাও—প্রাণ রক্ষা কর—

মার্কণ্ড। জটাই! পালাই চল্; কলসী দেখে মনে করেছে জল আছে,—শেষে একুল ওকুল দুকুল যাবে।

মদন। কে তোমরা? আমার অবস্থা দেখে দয়া কর—রক্ষা কর! একি! দাদা! বউদিদি! তোমরা রাক্ষসীর কাননে কেন? পালাও—পালাও, এখনি মহাবিপদ উপস্থিত হবে।

মার্কণ্ড। ওরে জটাই! এ যে মদন রে!

জটাবতী। শত্তুর—শত্তুর!

মদন। শত্রু হই, মিত্র হই, ভাই ব'লে আজ একটুও স্নেহ দেখাও দাদা! অন্ততঃ আজকের দিন তোমার আশ্রয়ে একটু আশ্রয় দাও!

জটাবতী। চ'লে এসো গো, চ'লে এসো,—ভাই আবার কখনো আপনার হয়? দেখ্‌লে তো, বনের মাঝখানে এসেও বাদ সাধ্‌ছে!

মার্কণ্ড। মিছে নয় জটাই! তোর নীতি-কথাগুলো এদানী আমার রীতিমত বেদবাক্য ব'লে মনে হ'চ্ছে কি বল্‌বো রে জটাই, নোবার হ'লে তোর পায়ের ধূলো মাথায় নিতুম! হতভাগা! তুই আবার ভাই! মর্‌তে বসেছিস্ মর্—আপদ যা! চল্ জটাই, এখানে সুবিধে হবে না। [প্রস্থানোদ্যত হইল]

সহসা খড়্গহস্তে জনৈক রাক্ষসের প্রবেশ

মার্কণ্ড। [সভয়ে] ও—জ—টা—আঁ—আঁ—

জটাবতী। [সভয়ে অর্দ্ধস্বগত] ওগো না গো, আমাদের কলসীতে মোহর নেই গো—

মার্কণ্ড। না—না, আছে—আছে; আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

রাক্ষস। অমনি অমনি চ'লে যাচ্ছ যে? তোমার সহোদর আজ গভীর অরণ্যে রাক্ষসীর অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত তৃষ্ণার্ত্ত—ধূলায় প'ড়ে

ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, সুযোগ পেয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মার্‌তে ভুলে যাচ্ছ কেন? সত্যই তো, ভাই আবার কবে আপনার হয়? যদিও হয়, আজ রামরাজ্যে তা প্রয়োজন হবে না। দাও—মোহরের কলসী আমায় দাও—[কলসী লইল] এই নাও—শাণিত খড়্গে ভাইয়ের মত মহাশত্রু নিপাত কর! নাও—খড়্গ নাও—[মার্কণ্ড সভয়ে খড়্গ লইল] যাও—হত্যা কর, পাপ নেই; যত পার, অবিচারকে প্রশ্রয় দাও—পাপ নেই! যত পার, রক্তমাখা করে করতালি দিয়ে নৃত্য কর—পাপ নেই! পিতার গলায় ছুরি বসাও, পাপ নেই! বুড়ো মাকে বনবাসে দাও—পত্নীহত্যা কর—ভ্রাতৃহত্যা কর—পুত্রহত্যা কর, পাপ নেই! যুগধর্ম্মের অনুকম্পায় সব অনাচার আচারে পরিণত হবে। চিন্তা কি? এত বড় একটা মহাশত্রু সম্মুখে পেয়েছ, জোর ক'রে খড়্গধারণ ক'রে শত্রুহত্যা কর, নইলে তোমার রক্তমাংসে আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি কর্‌বো!

মার্কণ্ড। কিন্তু ঐ মোহরের কলসী?

রাক্ষস। এই যে মোহরের কলসী তোর বাড়ী পৌছে দিচ্ছি—[মোহরের কলসী কাড়িয়া লইলে সভয়ে জটাবতীর পলায়ন] নাও—হত্যা কর!

মার্কণ্ড। মিছে নয়! একটা কোপ বসালেই তো এত বড় একটা কণ্টক নির্ম্মূল হয়! মারি কোপ—নইলে হয় তো মোহরও পাবো না, জটাইকেও পাবো না। মদন! আজ তোকে কে রক্ষা করে?

মদন। সে কি! তুমি কি আমায় হত্যা কর্‌বে দাদা?

মার্কণ্ড। তা কি এখনো তুই বুঝ্‌তে পারছিস না?

মদন। তা হ'লে এত বড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একটা আবর্জ্জনার পিণ্ড! ঈশ্বরের এত বড় সৃষ্টি একটা নরকের বিভীষিকা! এই সংসারের আত্মীয়-আত্মীয়তা শুধুই মিথ্যা—কপটতা! আমাকেও একখানা অস্ত্র

সংগ্রহ কর্‌তে দাও,—দেখি, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভ্রাতৃহত্যার কত প্রবল চিত্র ফুটিয়ে তুল্‌তে পার ?

মার্কণ্ড। ওরে হতভাগা, আমার ভাগ্যবিধাতা আমায় হত্যার অস্ত্র যুগিয়ে দিয়ে গেছে ! তবে মারি কোপ—[অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলে রাক্ষস অলক্ষ্যে অন্তর্হিত হইল।]

মদন। দাদা ! এত নির্দ্দয়—এত নিষ্ঠুর তুমি ?

[টলিতে টলিতে পলায়ন]

মার্কণ্ড। এ বিচার—বিচার—তস্করের শাস্তি—

[পশ্চাদ্ধাবন করিল]

চতুর্থ দৃশ্য

বনভূমি

গুহক চণ্ডাল, চণ্ডাল-পুরুষগণ ও চণ্ডাল-রমণীগণ

গুহক। কৈ রে মন্নু, ঝুম্‌রো,—কৈ রে সানি, পানি, কল্লু, বল্‌ রে বল্‌—রামচন্দ্র কি জয় !

সকলে। রামচন্দ্র কি জয় !

চণ্ডালগণ ও চণ্ডালরমণীগণ।—

গীত

রাম নামে জয় দে রে—রাম নামে দুঃখ যায় রে।
রাম নামে মহামোক্ষ মেলে রাম নামে ডুব দে রে ॥

রাম নামে হাস, রাম নামে কাঁদ, কান পেতে শোনো রাম নাম,
রাম-তরী বাঁধ প্রেম-সাগরে প্রাণ খুলে বল্ জয় রাম
তোর দিন চ'লে যায় এই পথে আয়
পায়ের ধুলা গায়ে মাখ রে।
ছটা রিপু তোর বাঁধন বড় কর্‌ছে তোরে নাশ,
তোরই ঘরে খাচ্ছে তারা তোরই ঘরে বাস
তোর শেষের দিনে কেউ রবে না, আপন যে জন তারে ডাক রে ।।

সভয়ে বেগে মদনানন্দের প্রবেশ

মদন। কে আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর! দুর্ম্মদ বারণের মত ক্ষিপ্ত হত্যাকারীর হাত হ'তে আমায় পরিত্রাণ কর—

গুহক। এ কি রে মন্নু! আবার কি? আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে মাটীতে ঠিক্‌রে পড়্‌লো না কি? এ পুরুষ না মেয়ে মানুষ রে মন্নু? মাথায় আবার একটা বেণী দুল্‌ছে! দেখ্—দেখ্, কি বলে শোন্! দুশ্‌মনের কথা বল্‌ছে যেন! কে দুশ্‌মন রে মন্নু—কে দুশ্‌মন?

খড়্গহস্তে মার্কণ্ডের প্রবেশ

মার্কণ্ড। এই যে, এখানে একটা নীচ চণ্ডালদের আশ্রয়ে এসে পড়েছিস্! মনেও ভাবিস্ নি মদন, এই চণ্ডাল-শক্তি আমার শক্তিকে প্রতিহত ক'রে তোকে রক্ষা কর্‌বে! আমি দৈববলে বলীয়ান—আমার ভাগ্য-বিধাতা আমার সৌভাগ্য গ'ড়ে দিয়েছে।

মদন। তোমার দুর্ভাগ্যই তোমায় প্রলুব্ধ করেছে দাদা! তার পরিণামে কোটী কেউটে ফণায় ফণায় তীব্র বিষ নিয়ে ছুটে আস্‌বে—ভূমিকম্পে পৃথিবী টলমল কর্‌বে—দাবাগ্নির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবে!

মার্কণ্ড। বিষ দিয়ে বিষক্ষয় কর্‌বো; আজ আমি দৈববলে বলীয়ান! ভূমিকম্পে আমার পা ট'ল্‌বে না—দাবাগ্নিনির্ব্বাণের সলিলও সঞ্চয় ক'রে রেখেছি! আগুনের জ্বলন্ত লক্‌-লক্‌ শিখা আমার কাছে শান্ত ধীর সাগরের লহরলীলার অভিনব অনুকূল বাতাস!

গুহক। হাঃ—হাঃ—হাঃ, ওরে ঝুম্‌রো! ওরে মনু! পাগলের মত এ কি বলে রে? হাঃ—হাঃ—হাঃ, বুঝতে পার্‌ছিস কিছু? আমি পূরো-দস্তর বুঝে নিয়েছি! বুঝে সুজে গুহক চণ্ডাল আজ যমের মত খাড়া দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো—গুহক চণ্ডালের নেশার ঘোর কেটে গেল; এইবার ইচ্ছামত তোর টুঁটী কাম্‌ড়ে ধ'রে তোর কলিজার রক্তমাংস খেয়ে দুনিয়ার বার ক'রে দিই! এই খাসা মূর্ত্তি, হরিণছানার মত ঢল্‌ঢলে চোখ, চাঁপা ফুলের মত রং, এমন সোনার চাঁদ ভাইয়ের উপর অত্যাচার ক'র্‌তে তোর বুকের রক্ত জমাট বেঁধে হিম হ'য়ে পড়ে না?

মার্কণ্ড। নীচ চণ্ডাল! তোর শক্তির গর্ব্ব সীমার অনেকখানি ছাপিয়ে উঠেছে। সংসারের আবর্জ্জনা তোরা, আমাদের মত উচ্চ সমাজের প্রয়োজন-নিষ্প্রয়োজন, আমাদের জীবন-মরণ তোরা কি উপ-লব্ধি ক'র্‌বি? বনে বাস করিস্‌, নীচ তোরা—ভদ্র সমাজের অস্পৃশ্য—

গুহক। আমি বন-বাঁদাড়ে থেকে জংলী, কিন্তু তুই নগরে বাস ক'র্‌লেও আমার চেয়ে শতগুণ জংলী। আমি শৃগাল-কুক্কুরের মাংস খেয়ে পেট ভরাই, কিন্তু তুই ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ মেরে তার কলিজার রক্ত-মাংস খাস্‌। আমি নীচ চণ্ডাল জাতিতে, কিন্তু আমার প্রাণ মন চণ্ডাল নয় রে নির্ব্বোধ! নিজের বুকে হাত দিয়ে অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌—বুঝতে পার্‌বি, চণ্ডাল কে—নীচ কে—অস্পৃশ্য কে? নীচ চণ্ডাল সে, যে আপনার ভাইকে বুকের কলিজা ভাব্‌তে না পারে। বল্‌ তো—বল্‌ তো দেখি, তোর হাতের খাঁড়াখানা সজোরে ঐ জঙ্গলে

ফেলে দিয়ে ভাইকে ভাই ব'লে গলাটা জড়িয়ে ধর্ তো, তা হ'লে আমিও তোর পায়ের ধূলো দু'হাতে মাথায় তুলে নোবো,—তা হ'লে জোর গলায় ব'ল্‌বো, তুই মানুষ নোস্—স্বর্গের দেবতা।

মার্কণ্ড। দাঁড়া চণ্ডাল! এর উপযুক্ত প্রতিফল দিচ্ছি, দাঁড়া— [প্রস্থানোদ্যোগ]

গুহক। সাবধান ভাই সব! বাঁধো—বাঁধো শয়তানকে! [মার্কণ্ড কর্তৃক বাধা দিবার চেষ্টা—কিঞ্চিৎ খণ্ডযুদ্ধের পর মার্কণ্ড পরাজিত হইলে চণ্ডালগণ বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা বন্ধন করিল] কি রে নরঘাতক দুশ্‌মন! তোর মুণ্ডুটা ছিড়ে ফেল্‌বো, না রেখে দোবো? তুই কি জানিস্ না, এ আমার মিতে রামচন্দ্রের রাজ্যিপাট? এ রাজ্যে এমন পাপ? মিতে রামচন্দ্র যদি শোনে, তার রাজ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব নেই,—মানুষ মানুষের রক্তপান ক'র্‌ছে,—কৃপাপ্রার্থী শত সহস্রবার ভিক্ষা চেয়েও কৃপাকণা পায় না, তা হ'লে কোথায় থাক্‌বে তোর গর্দ্দান? চল্ ভাই সব, এ শয়তানকে মিতে রাজার কাছে নিয়ে চল্।

মার্কণ্ড। না—না, তার চেয়ে তোমরা এইখানে আমায় হত্যা কর,—রাজার কাছে নিয়ে যেও না! মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌ছি—আমি নর-ঘাতক; হয় আমায় ছেড়ে দাও—না হয় তোমরা এখনই এই মুহূর্ত্তে আমায় হত্যা কর!

গুহক। [মদনানন্দের প্রতি] তুই বল্ তো ভায়ের ভাই! তোর মুখের একটা কথা শুনি! বল্ তো, এ নরপিশাচকে ছেড়ে দেবো, না রাজার কাছে নিয়ে যাবো?

মদন। যদি প্রাণের ভয়ে রাজার সম্মুখে দাঁড়াতে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্যত বীরপুরুষ এতই ভীত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আমার গুরুজন ভেবে, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ভেবে মার্জ্জনা কর! যতই অপরাধী

হোক্, তবু তিনি আমার ভাই—জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমি পাপ-পুণ্যের বিচার জানি না। অপরাধীকে শাস্তি দেবার তুমি আমি কে? অপরাধীর শাস্তিদাতা-ভগবান!

গুহক। ঠিক ব'লেছিস্! আমরা কে? আমরা কেন পাপীর দণ্ড-বিধান করি? সবার উপরে সবার বিচারপতি ভগবানই পাপীর শাস্তি-দাতা! দে ভাই, ভাইয়ের কথায় নরঘাতী ভাইকে ছেড়ে দে—[সকলে মার্কণ্ডকে ছাড়িয়া স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইলে, মার্কণ্ড অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল] চল্ ভাই সব, রামচন্দ্রের চরণবন্দনা ক'রে আসি; দেখে আসি, মিতেনীহারা মিতে রামচন্দ্র কি দুঃসহ দুঃখ নিয়ে সিংহাসনে ব'সে আছে! চল্ বন্ধু! আগে তোকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মদন। আমার ঘর নেই চণ্ডাল! আমি রাজার করুণা-দুর্গের চরণতলে স্মরণ নিয়ে প'ড়ে আছি—

গুহক। তবে তো তুই ভাগ্যবান্! রাজা রামচন্দ্র স্বর্গের রাজা মর্ত্ত্যে এসে রাজত্ব ক'রছে।

[পূর্ব্ব গীতের প্রথম ছত্র গাহিতে গাহিতে চণ্ডালগণের প্রস্থান,
তৎপশ্চাৎ মদনানন্দের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

মন্ত্রণাগৃহ

শ্রীরাম ও মহাকাল

মহাকাল। হের রাজা সম্মুখে তোমার
নাহি অভ্রভেদী
ধবল সে তুষারমণ্ডিত গিরি—
নাহি সে নীলাম্বুরাশি,
রাশি রাশি প্রভঞ্জনমাখা
শুভ্র তরঙ্গের হিল্লোল-কল্লোল।
নাহি বারিধির বেলাভূমি,
নাহি বনস্থলী,
কুতূহলী বিহঙ্গ-কূজন,
নেহার সুজন—
কি অভিনব অপূর্ব্ব দৃশ্য
সম্মুখে তোমার!
কহ—কি দেখিছ?

শ্রীরাম। অপূর্ব্ব পুলক-ধাম—
অপূর্ব্ব আলোক-মাল্যে সজ্জিত নগর!
নগর প্রবেশদ্বারে উচ্চ চূড়ে
রহে লেখা গোলোক বৈকুণ্ঠ।

দূরে অপূর্ব্ব প্রাসাদ—
ঘুচায় বিষাদ যত নহবৎ-মন্দির হ'তে
মনোমত তান-লয় রাগিণী-ঝঙ্কার।
প্রাসাদ ভিতরে হৈম গৃহে
জ্বলে হৈম দীপমালা,
ধূপ জ্বালা—পূর্ণ থালা,
গন্ধপুষ্প রহে দুই পাশে—
মধ্যে রাজে রাজ-সিংহাসন
সুগঠন হীরকমণ্ডিত।

মহাকাল। হের পরিবরতিল দৃশ্য!
কহ—কোথা তুমি,
কি দেখিছ সম্মুখে তোমার?

শ্রীরাম। অতি চমৎকার—জনপূর্ণ যজ্ঞাগার;
চারি ধার সুসজ্জিত সুচারু সজ্জায়!
কে মহান্—করি দরশন
পুত্র-আশে পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করেন সম্পাদন!
যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞেশ্বরে হেরি—
অপূর্ব্ব বসন, অপূর্ব্ব ভূষণ,
নিরমল সুনীল কমল রূপ ঢল-ঢল,
কমনীয় বরণীয়
লাবণ্যপ্রভায় জ্যোতির্ম্ময় পূজনীয়
যাজ্ঞিক সুজনে
কৃপাবিতরণে দিল দরশন!
পূর্ণ যজ্ঞ—পূর্ণ মনোসাধ,

অবসাদ অবসান—
দিল বরদান,—
চারি অংশে অবতার হবে নারায়ণ।

মহাকাল। হের, নাহি যজ্ঞ—নাহি যজ্ঞাগার!
কহ, কিবা হের অন্যরূপ?

শ্রীরাম। চারিটী কোমল ফুল ফুটিল সহসা!
রামনামী কেহ, কেহ বা লক্ষ্মণ,
কেহ বা ভরত, কেহ বা শত্রুঘ্ন,
কেহ রাজা, কেহ দাস,
কেহ প্রজা, কেহ বা প্রহরী,—
আহা কত সুখে করে বাস!

মহাকাল। মিথ্যা কথা, কেবা রহে সুখে?
চিন রাজা—
কারে কহে সুখ-দুঃখ!

শ্রীরাম। না—না, কোথা সুখী সবে?
উঠিল প্রবল ঝঞ্ঝা,
আলোড়িত মথিত মেদিনী!
গেল দাস—গেল প্রজা—গেল সে প্রহরী,
রাজবেশ রাজছত্র ফেলি
সন্ত্রাসিত পলায় ভূপাল!
ঝটিকায় ছিন্নভিন্ন খণ্ড খণ্ড দেহ
উড়ি পড়ে শুভ্র তরঙ্গের মাঝে,—
ডুবে গেল—ডুবে গেল রাজা!
রামনামী যেবা।

মহাকাল। 　হের, শান্ত সে ঝটিকা—
কূল পেয়ে কূলে এলো রাজা !

শ্রীরাম। 　সত্য, শান্ত হ'লো প্রবল ঝটিকা,
সুশান্ত সমীর—শান্ত চিত্ত—
শান্ত এ প্রকৃতি,
যথারীতি সুশান্ত বারিধি।
কূলে রাজা—
সম্মুখে তার সুশান্ত প্রশান্ত সরযু!

লক্ষ্মণসহ দুর্ব্বাসাবেশী ব্রহ্মার প্রবেশ

লক্ষ্মণ। 　অযোধ্যানাথ !
মহামুনি দুর্ব্বাসা আসি
মাগিছেন রাজদরশন।

ব্রহ্মা। 　হের রাজা, উপস্থিত আমি

শ্রীরাম। 　আসুন হে তাপসতিলক ! [প্রণাম]
বহু পুণ্যফলে
পাইলাম তব দরশন,—
কহ ঋষি, কিবা প্রয়োজন ?

ব্রহ্মা। 　রাখ বাক্যছটা হে রাজন্ !
রাজার আসনে বসি ল'য়ে দাস-দাসী
মহাসুখে করিছ বসতি,
প্রজার পীড়ন-কথা না শুনি শ্রবণে !
অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষপ্রকোপে
রাজ্য তব যায় রসাতলে,

শত শত তপস্বী ব্রাহ্মণ
হ'য়ে যজ্ঞহীন ক্রিয়াহীন
অনাহারে তৃষ্ণায় কাতর,
তুমি হেথা সুখাসনে মন্ত্রণাভবনে
ল'য়ে আছ রাজকার্য্য !
রাজা ! এই রাজোচিৎ কার্য্য তব ?
নেমে এসো রত্নাসন হ'তে,
ফেলে দাও রাজোচিৎ ভূষা,
মিটাও নামের তৃষা,
পুড়াইয়া সাধের নগরী
রাজধর্ম্ম দাও জলাঞ্জলি !

শ্রীরাম। নাও ঋষি ! নাও কার্য্যভার—
কেড়ে লও রাজধর্ম্ম মম।
তুমি ব'সো রত্নাসনে—
মিটিয়াছে মম তৃষ্ণা যত ;
কর্ম্মশ্রান্ত আমি—অবসর দেহ মুনি!

ব্রহ্মা। খাদ্য দাও—খাদ্য দাও হে রাজন !
ধর্ম্ম রক্ষা কর তাপসের।

শ্রীরাম। আছে স্বর্ণ সম রাজপুরী,
আছে ভাণ্ডার-আগারে
ফলমূল মিষ্টান্ন প্রচুর।
দাও ঋষি অনুমতি,
তৃপ্তি হেতু আনি সব—
আনি সুশীতল জল !

ব্রহ্মা। না—না, হেথা নাহি খাবো—
খাবো সরযুরী তরে।
স্নান করি সরযুর জলে,
অপেক্ষায় রবো সেথা ;
বুঝ যদি প্রয়োজন,
বুঝ যদি অতিথি ব্রাহ্মণ সম নারায়ণ,
বুঝ যদি তাপসের আচার-পদ্ধতি,
মান প্রাণ ক্রিয়া রীতি-নীতি,
বুঝ যদি ব্রাহ্মণত্ব প্রবৃত্তি তাহার,
তবে খাদ্য তার পাঠাও সরযুতীরে—
স্নান করি রবো অপেক্ষায়।

[প্রস্থান]

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ! কর ভাই অতিথি-সৎকার,
অভ্যাগত ব্রাহ্মণের রাখ মান—
ল'য়ে যাও দাস-দাসী সনে পানীয় আহার্য্য !

লক্ষ্মণ। যথাদেশ রাম রঘুমণি !

[প্রস্থানোদ্যত]

মহাকাল। শুন হে লক্ষ্মণ!
শুন হে সূর্য্যবংশাবতংশ রাম !
অঙ্গীকার করহ স্মরণ।
হও যদি সম রবি তেজা,
হও যদি ক্ষাত্রধর্ম্মী ক্ষাত্রগর্ব্বভরা,
হও যদি বলীয়ান্, গরীয়ান্,
উচ্চপ্রাণ, বিশ্বহিতে রত,

প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকার পাল সযতনে—
প্রাণের লক্ষ্মণে শত্রুবোধে দেহ বিসর্জ্জন !
সরযূতীরে রবে সে ক্ষুধার্ত্ত দুর্ব্বাসা,—
অন্য খাদ্য না পাঠাও—
পাঠাও লক্ষ্মণে ভক্ষ্যরূপে তার।

[প্রস্থান]

শ্রীরাম। অঙ্গীকার—অঙ্গীকার !
অঙ্গীকারে যশ কীর্ত্তি খ্যাতি—
অঙ্গীকারে সমাগত
কালরাত্রি দুর্নাম অখ্যাতি।
অঙ্গীকারে পিতৃসত্য করিনু পালন,
অঙ্গীকারে জানকী-বর্জ্জন,
অঙ্গীকারে সুলক্ষণ অনুজ লক্ষ্মণে
দিতে হবে বিসর্জ্জন !
রে অঙ্গীকার ! কি মহাশক্তি তোর !
কি যে যাদু-মন্ত্রে
তুলে দিস্ প্রাণে কামনা-তুফান,
কঠিন ইঙ্গিতে
দেবতারে ইচ্ছামত সাজাস্ দানব,
অশক্ত বুঝিতে—ধারণার অতীত সকল।
কি জানি কি স্বার্থে
করিয়াছি পূজা তোর ;
কি জানি কি কঠিন বন্ধনে
বদ্ধ করি হস্ত পদ মোর

রেখেছে কারায় যেন,—
যন্ত্র-পুত্তলিকা সম ঘুরি ফিরি নিরন্তর!
শোন্ রে দানব! ইচ্ছা যদি করি,
ছিন্ন করি সহস্র বন্ধন
পারি তোরে শত্রু সম করিতে বিনাশ!
নিতে চাস্ পরীক্ষা তাহার?
শোন্ স্বার্থপর!
প্রাণের লক্ষ্মণে দিব না ছাড়িয়া—
চূর্ণ করি বক্ষ তোর বিক্রম-আঘাতে
অঙ্গীকার-পদলেহী
অপবাদ হেন বিসর্জ্জিয়া বীরদর্পে,
চির-আজ্ঞাবাহী চির-দাস প্রাণের লক্ষ্মণে
অন্তরে অন্তরে—মজ্জায় মজ্জায়—
নিশ্বাস-প্রশ্বাসে রেখে দিব সযতনে,
শত শত্রু পারিবে না
কেশাগ্র ধরিতে তার।

লক্ষ্মণ। দাদা! ধর্ম্মপ্রাণ তুমি,
রাজধর্ম্ম করহ পালন—

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
শিখায়ে দে রে মোরে রাজধর্ম্ম মোর!
রাজ্য লাগি ফিরিয়াছি বনে বনে,
রাজ্য লাগি দেহ মন ক'রেছি পাষাণ—
শিখায়ে দে রে মোরে
রাজ্য হেতু আরো কি করিব?

লক্ষ্মণ। বনে যেতে কাঁপে নি হৃদয়—
কেন তায় ক্লেশ ভাব মনে?
জানকী-বর্জ্জনে এ দাস লক্ষ্মণে
যবে করিলে আদেশ—
কেঁপেছিল জল-স্থল ব্রহ্মাণ্ডের সনে,
তবু স্থিরচিত্তে দিয়েছ বিদায়,
তবে আজ এ নগণ্য দাসে
রাজধর্ম্ম হেতু দিতে বিসর্জ্জন,
কি হেতু অস্থিরমন ভুবনপাবন?

শ্রীরাম। সত্য বটে দাস বলি ত্যজিব তোমায়
কিন্তু রে লক্ষ্মণ!
এ দাস মিলিবে কোথা?
জলে রৌদ্রে হিমে,
প্রফুল্লবদনে নিত্য জাগরণে
নিঃস্বার্থ ব্রতধারী এ হেন দাস
কোন্ রাজ্যে আছে কার কাছে?
নিদ্রায় কাতর আমি—
শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমে দেবজ্ঞানে
দণ্ডধর ছিলি রে প্রহরি;
অনাহারে সহ্য করি ক্ষুধার তাড়না,
মম সেবার কারণ
বনফল করি আহরণ রেখেছ যতনে,
তৃষ্ণায় সলিল দেছ,
করি মম পদপ্রক্ষালন

পাদোদকে মম
করিয়াছ নিজ তৃষ্ণানিবারণ !
রাজ্য ছাড়ি বনে বনে ফিরি,
বৃক্ষপত্রে রাজছত্র রচি,
বৃক্ষমূলে শিলাখণ্ডে সিংহাসন করি
বনভূমে জ্যেষ্ঠ রামে ক'রেছিলে রাজা !
রাজার কারণ
নাহি ছিল মান-অভিমান,
রাজার কারণ লঙ্ঘিলি সাগর,
ধরি শরাসন সমর করিলি—
শত্রু বিনাশিলি,
শক্তিশেল নিলি বুকে ওরে শক্তিমান !
হেন আত্মদান কে দেখেছে কোথা ?
কে পেয়েছে হেন দাস—হেন ভ্রাতৃভাব ?
কার ছলে কোন্ প্রয়োজনে
বিসর্জ্জিব প্রাণ সম লক্ষ্মণ রে তোরে ?

লক্ষ্মণ।   একি কথা কহ সীতানাথ ?
অব্যয় চিণ্ময় জ্ঞানে
দাসরূপে ফিরিয়াছি তব সনে—
রাখিয়াছি প্রাণপণে ধর্ম্ম তব।
তব ধর্ম্মরক্ষা হেতু
ধর্ম্মপ্রাণ হে শ্রীরাম !
তোমার সেবক আমি।
আজি চূর্ণ হবে সযত্নগঠিত

সুবিশাল ধর্ম্ম-স্তম্ভ তব আমা হ'তে—
হেন দৃশ্য দেখিব দাঁড়ায়ে ?
রাখ ধর্ম্ম কর্ম্মবীর !
মহাযজ্ঞে সীতা-বিসর্জ্জন
গুরুতর লক্ষ্মণবর্জ্জন হ'তে ;
তাও যদি ঘ'টে গেল আঁখির পলকে,
কঠিন না হবে লক্ষ্মণে ত্যজিতে !
ভাব মনে সদা,
লক্ষ্মণ নামে এ ভারত-ভূমে
কেহ না জন্মিল—
সূর্য্যকুল-রাজবংশে কেহ না আছিল তার
কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা জননী
নাহি ছিল জননী তাহার,
কেহ নাহি ছিল তার রাম,
যায় নাই রাম সনে বনে,
করে নাই সীতা-অন্বেষণ,—
কাঁদে নাই কোনো দিন,
ধরে নাই বুকে
রাবণের মহা শক্তিশেল !
ছিল যদি, থাকে যদি কেহ,
দেহ তার গেছে শুখাইয়া—
আশ মিটাইয়া শৃগাল-কুক্কুর
অস্থি-মাংসে তার
করিয়াছে ক্ষুধা নিবারণ !

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ! এই কি রে রাজ্যসুখ?
এই কি রে রাজধর্ম্ম?
এই কি রে ভ্রাতৃস্নেহ—এই পরিণাম?

লক্ষ্মণ। মিথ্যা মায়া—
মিথ্যা মায়ার ছলনে চক্ষে আসে জল।
ছিঁড়ে ফেল মায়ার বন্ধন রাজা!
মহাতেজা প্রকৃতিরঞ্জন সম
রাজধর্ম্ম করহ পালন।
করহ স্মরণ,
পণে বদ্ধ তুমি কাপালিক পাশে—
মন্ত্রণাগৃহে মন্ত্রণাকালে কেহ যদি আসে,
শত্রুবোধে ত্যজিবে তাহারে,
হয় যদি পরম আত্মীয় সেই!
কেন তবে প্রতিজ্ঞাপালনে
অলীক রোদন রাজা?
তুমি আমি এ সম্বন্ধ না কর বিচার;
আমি আর নাহিক তোমার—
এ জগতে তুমি নহ আত্মীয় আমার!
মাত্র সম্বন্ধ এখন—
তুমি আমি শত্রু উভয়ের;
শত্রু আমি,
সাধ রাজা শত্রুতা আমার সনে!

শ্রীরাম। সত্য কথা,—
ভাই বুঝি মহাশত্রু এ মহা মহীতে!

তবে শোন্ রে শত্রু ! শত্রুতা সাধি,
কোটী বজ্র নিক্ষেপিয়া বুকে,
হাস্য-আস্যে যা রে চ'লে সম্মুখ হইতে।
দৃঢ় করি মন ভাবিব নিয়ত,
লক্ষ্মণনামী মহাগুণী
অনুজ আছিল আমার যেবা,
শত্রু—শত্রু সে আমার,—
এসেছিল কাল-সর্প সম
দংশি শিররন্ধ্রে
জর্জ্জরিত করিবারে তীব্র কালকূটে !
হয়েছে—হয়েছে রে সে উদ্দেশ্যসাধন ;
দংশনে তোর তীব্র বিষ সর্ব্বাঙ্গ জ্বালায়,
ফেটে যায় বুক—
গভীর আঁধার আবরে মেদিনী।
যা—যা রে লক্ষ্মণ !
এ দংশন দিতে পারে যেবা,
নহে সে বান্ধব—
নহে সে ভাই—নহে সে দাস,—
মিত্র আবরণে পরম শত্রু সে !

লক্ষ্মণ। এ শত্রুতা ক্ষমা কর দাদা !
দেহ পদধূলি—শিরে তুলে লই।
রেখো না অপূর্ণ সাধ—
শত্রু বলি' সাধিও না বাদ !
রাম রাজা হবে—

রাজছত্র ধরিব মাথায়,
অপূর্ণ রাখিতে সাধ
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেলে বনবাস।
নিত্য সাধ শ্রীরাম সীতার পূজিব চরণ,
কত আয়োজন—বনবাসে কুসুমচয়ন,
যুগলে বসাবো, যুগলে সেবিব,
যুগলে তুষিব—
বনবাসে নেহারিব রাজরাণী ;
চিন্তামণি! সব সাধ দিলে ঘুচাইয়া,
সীতাহারা হ'য়ে সাধিলে শত্রুতা!
ফেলে দিনু গন্ধমাল্য,
চূর্ণ হ'লো আয়োজন,
কুলক্ষণে ঘেরিল লক্ষ্মণে।
সাধে বাদী তুমি হে শ্রীরাম চিরকাল মম!
তোমার বন্ধনে তব সনে
আর না রহিব আমি!
আমার বলিতে থাকে যদি কিছু, লহ সব ;
আনি নাই সঙ্গে কিছু, কিছু না লইব!
ছিনু দাস—
কিবা বনবাসে কিবা রাজবাসে,
নাহি চাহি প্রতিদান কিছু,
নাহি কিছু আকাঙ্ক্ষা কামনা—
মাত্র মুক্তি দেহ মুক্তিদাতা ধরি হে চরণ!
নিদারুণ জ্বালা—

জ্বালাময় বুকে বৃশ্চিকদংশন
সর্ব্বাঙ্গ আমার করিয়াছে রুধিরাক্ত !
পরাক্রমী মহাশক্র জ্বেলেছে আগুন—
রামানুজ রামের সেবক
পুড়ে তায় হবে ভস্মীভূত !
হে শ্রীরাম ! পাতকীতারণ !
ভুবনপাবন ! তবু মুক্তকণ্ঠে কহি,
তুমি নহ অপরাধী—অপরাধী আমি।
আত্মদোষে হ'য়ে আত্মহারা,
স্বেচ্ছাবশে জ্বেলেছি আগুন—
এ বহ্নির নির্ব্বাণসাধন সরযুর জলে।

[প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। না—না, জ্ব'লে গেছে—
ডুবে গেছে সেবক লক্ষ্মণ ;
আত্মীয় বন্ধন কিছু নাহি আর—
ডেকো না, করুণকণ্ঠে লক্ষ্মণে লক্ষ্মণ বলি !
বল, শত্রু—শত্রু,
বড় তৃপ্তি পাবো আজ প্রয়াণের পথে।
বিদায়—বিদায় হে অযোধ্যানাথ !

শ্রীরাম। আমিও বলি রে ভাই—
বিদায়—বিদায়—বিদায় দে রে লক্ষ্মণ—

[অগ্রে লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণকে দেখিতে দেখিতে পশ্চাতে শ্রীরামের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যা—প্রান্তর

ফুলধনুহস্তে কাম নৃত্য-গীত করিতেছিল

গীত

জয়-জয় এই ফুল-শরে।
সুরাসুর নরে কিন্নরে॥
আমি মলয়-বাতাসে মধু ঢালি,
আমি ফুটিয়ে বেড়াই ফুলকলি,
অলি সনে ঢলাঢলি প্রাণভরে।

পৃথিবীর প্রবেশ

পৃথিবী। শুন কাম! যত পার হান বাণ,
বিষম কামনা-বাসনা-তরঙ্গে
ডুবাও এ অযোধ্যা নগর,
মাত্র রামে দেহ পরিত্রাণ,—
রাম নহে এ বিশ্বের!
বহু শরাঘাতে খেলিয়াছ রামে ল'য়ে,
তব শক্তি দিয়ে
উদ্দীপনা নাহি দেহ আর!

দেহ কাম শ্রীরামে বিদায়—
অযোধ্যা ত্যজিয়া
রাম যাবে বৈকুণ্ঠ নগরে !
তুমি না ত্যজিলে,
নররূপী নারায়ণ
না ত্যজিবে উদ্দীপনা ;
আশুপতি ত্যজ রতিপতি
সীতাপতি রামে।

কাম।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

আমি মাথায় ধরি প্রেমের পসরা,
আমি প্রেমে বাঁচি প্রেমে মরি প্রেমের ত্রিধারা,
প্রেম দিয়ে প্রাণ কেড়ে নিই উঁকি মারি ঘরে ঘরে ॥

পৃথিবী। রাখ অনুরোধ—
নহে ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত
উগারিয়ে ভীম হলাহল,
ফুলশর সহ
মুছে দিব কাম নাম ত্রিলোক হইতে।

গীতকণ্ঠে ক্রোধের প্রবেশ

ক্রোধ।—

গীত

অনুরোধে চলে না গলে না কাম।
তাতে নত হবে মান, যাবে সকল রিপুর নাম।

মোরা দর্পে গর্ব্বে চলি সতত হুঙ্কারি,
স্বর্গে রচি সাধের নরক, নরকে স্বর্গ বিস্তারি,
মোরা সুপ্ত বিশ্ব জাগাই পলকে তরিতে লুপ্ত নাম ।।

পৃথিবী । পৃথিবী ক্রোধে ছার ক্রোধ হবে ভস্মীভূত !
মান রাখি কহি বার বার—
চাহ যদি নিজের কল্যাণ,
মান যদি ত্রিলোকপূজিত দেব নারায়ণে,
চাহ যদি আত্মস্বার্থ দিতে বলিদান,
তবে ধরহ বচন—
আলিঙ্গন নাহি দেহ রামে ;
ত্যজ ত্বরা—ক্রোধ-ক্রিয়া
রাখ দূরে শ্রীরাম হইতে ।

গীতকণ্ঠে লোভের প্রবেশ

লোভ ।—

গীত

লোভের মায়া ক্রোধের ছায়া কামের দয়া বাঁধা থাকে একতারে ।
কাম ক্রোধ ছেড়ে দিলে লোভের লোভও যায় দূরে ।।
লালসা সহচরী, লালসায় বাঁচি মরি,
লালসা বিলিয়ে বেড়াই, হেসে ভেসে রঙ্গ করি,
আমার টানাটানি আর বাঁধাবাঁধি লাভের লোভে ঘরে ঘরে ।।

পৃথিবী । আরে লোভ, ষড়রিপু তোরা
রাম সনে করিস্ শত্রুতা !
শত্রুতায় জর্জ্জরিত করি !
অজর অমর বৈকুণ্ঠপতিরে,

জরাগ্রস্ত করি মোহমত্ত নরের সমান
রেখেছিস সংসার-কাননে !
ছেড়ে দে রাক্ষস !
রাম নহে সামান্য মানব—
যারে আজ বশীভূত করি
রেখেছিস্ আশ্রয়ে তোদের ।

গীতকণ্ঠে মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের প্রবেশ

সকলে ।—

গীত

দেবতা দানব অথবা মানব বাছি না কিছু মানি না ।
যারে পাই কিছু বিচার নাই, শক্তি দেখাতে ভুলি না ॥
ছলে বলে করি জগৎ জয়, নাহি ভয় নাহি ভয়,
মোরা মিত্র সবার শত্রু সবার মিছে নয় মিছে নয়,—
মোরা হাসিয়ে বেড়াই নাচিয়ে বেড়াই, কর্ম্ম বিনা থাকি না ॥

পৃথিবী । মুক্তিভিক্ষা চাহি শ্রীরামের !
পৃথিবীর এ সুযুক্তি নাহি যদি ধর,
নরত্ব ভুলিয়ে তাঁর
ঈশ্বরত্ব নাহি যদি মান শ্রীরামের,
বিশ্ব হ'তে ষড়রিপু লুপ্ত হবে আজ ।
কহ রিপুগণ !
ত্যজিবে কি না ত্যজিবে সীতাপতি রামে ?
দেখ, কত শক্তি ধরে ভুজে
সর্ব্বংসহা বসুমতী দেবী ।

কহ ত্বরা,

নহে অস্ত্রাঘাতে নাশিব সবার প্রাণ !

[খড়্গধারণ]

ষড়রিপুগণ ।—

গীত

তবে পৃথিবীর অবসান।

মথিব দলিব করিব খান্‌-খান্‌ ।।

মুষ্টির জোরে ধরিব কেশ, রাখিব না নামের লেশ,

হুঙ্কারে নাশি হুঙ্কারে উঠি আনিব দৈন্য ঘৃণ্য অপমান ।

করাল কবল প্রসারিয়া, উঠি রুদ্রের তেজে জ্বলিয়া,

তুলিব বিশ্বে জয়ের নিশান, শতেক কণ্ঠে গাহিব জয়গান ।।

পৃথিবী । তবে ধর অস্ত্রাঘাত

ধ্বংসকারী চির-অরি মোর !

[রিপুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের শক্তিতে পৃথিবী উৎপীড়িতা হইয়া পতিতা হইলে ষড়রিপুর প্রস্থান ।]

পৃথিবী । ভেঙ্গে গেল—ভেঙ্গে গেল বুক,

রাক্ষসের তাণ্ডব নর্ত্তনে,

রাক্ষসের অত্যাচারে

লুপ্ত হ'লো পৃথিবীর নাম !

সর্ব্বংসহা—সর্ব্বংসহা বসুধা সুন্দরী !

আর না কাঁদিব—আর না সহিব—

নীরব রবো না আর !

ভূমিকম্পরূপে কাঁপাইয়া সব,

প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস
নিক্ষেপিব আঁখিপথ হ'তে !
উগারিব দাবাগ্নি ভীষণ
বিকট বদন করিয়া ব্যাদান,—
করাল কবল মোর করিয়া বিস্তার
আকর্ষিয়া ইচ্ছামত পুড়াইব সমুদায়।

[প্রস্থানোদ্যত]

মহাকালের প্রবেশ

মহাকাল। তাই যদি হয়,
মহাকাল রুদ্রতেজে তার
ভস্মিবারে পারে সব !
ভুলি শক্তি-উদ্দীপনা,
শত কর্ম্মবশে শত অত্যাচার
নীরবে সহিতে হয় !
মনে হয়, মিথ্যা—মিথ্যা সমুদায় !
সহি নিজ অপমান—ভক্ত-অপমান,
অসহ্য শঙ্করপ্রাণ।
অপমান-অত্যাচারে কৈলাস ত্যজিয়ে
শ্মশানে মশানে ফিরি,—
শিরে ধরি জটাজুট,
হাড়মালা অঙ্গের ভূষণ করি
কালফণী ধরি যথা তথা করি বিচরণ
তুচ্ছ করি স্বর্গ-সুখভোগ !

সেজেছি ভিখারী সংসার-বিরাগী,
আত্মকর্ম্মে নিত্য থাকি সদা নিমগন—
জগতের হেতু
বার বার তাহে কেন বাধা ?
সুধার কারণ
দেবাসুরে ভীষণ সংগ্রাম—
দেবাসুরে সমুদ্রমন্থন ;
বিপরীত ফল তার—
ঝলকে ঝলকে উঠিল গরল,
বিশ্ব ডোবে বিষের তরঙ্গে !
ছিল এ পাগলচিত্ত অভাগা শঙ্কর,
পলকে গরলরাশি করিল সে পান—
নীলকণ্ঠ নাম ফল মাত্র তার !
ষড়ানন সম প্রিয় সে দানবপতি,
বিমুখ হইনু আসন্ন সময়ে তার—
সংহারিনু রুদ্রতেজ,
বৃত্রাসুর পড়িল সমরে !
নিকষানন্দন প্রিয় দশানন,
তারে হ'নু বাম—
লঙ্কা গেল ছারখার !
কার তরে ? কার অনুরোধে ?
অনেক সয়েছি—আর না সহিব !
বসুমতী ! কি দেখিছ আর ?
ধর চণ্ডীবেশ—

রণচণ্ডীবেশে
নিজমূর্ত্তি কর নিজে গ্রাস !
সৃষ্টি কর গরল-সমুদ্র,
কর সৃষ্টি দাবাগ্নি ভীষণ,
ধর খড়্গ—ধরি শূল,
সংহর—সংহর দেবী অরাতিনিকর !

গীতকণ্ঠে ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী ।—

গীত

সম্বর সম্বর প্রভু সম্বর ধরা ।
এ যে মায়ার দুয়ারে দুয়ারী করা ॥
কি কাজ করিতে আসা স্বলোক ত্যজিয়া,
কি কাজ সাধিছ বল নরলোকে আসিয়া,
গোলোকে চলিতে হবে, আলোক জ্বালিতে হবে,
ভূলোকে ভুলিতে হবে মায়ার কারা,
ব্যথাভরা পতিহারা সীতা কেঁদে সারা ॥

[প্রস্থান]

মহাকাল । মায়ায় পড়েছি পৃথিবী ! মায়াত্যাগী না হ'লে মুক্তি নেই ।

পৃথিবী । তবে মায়ারই সেবা কর প্রভু ! মায়া হ'তেই মায়ামুক্তি লাভ হবে ।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপুরী-সংলগ্ন দেবী-মন্দির

ফুলসাজিহস্তে পুরনারীগণ গাহিতেছিলেন ;
দেবীর পদপ্রান্তে যুক্তহস্তে উর্ম্মিলা

পুরনারীগণ ।—

গীত

ওমা শারদে বরদে শ্যামা শুভঙ্করী
জগত্তারিণী জয় কালী ।
সুর-নর-বন্দিতা, ত্রিগুণ-সমন্বিতা,
হাস সুহাস নরমালী ।
কলুষ-কণ্টক নাশ সঙ্কটতারিণী,
ক্ষম ক্ষেমঙ্করী ত্রিতাপখণ্ডনকারিণী,
নাচ তাথিয়া-থিয়া পুলকপূরিত হিয়া,
মনোমত দিয়ে করতালি ।
বিশ্ববিজয়িনী ব্রহ্ম-সনাতনী উমা তারা,
ত্রিগুণমণ্ডিত এলোকেশী কুঞ্চিত দুঃখহরা,
সৌরকরোজ্জ্বল, সুরঞ্জিত ভাল,
পদনখে ধর ফুল-ডালি ॥

[প্রস্থান]

উর্ম্মিলা। নে মা জগজ্জননী জগত্তারিণী মঙ্গলময়ী কালী কাপালিনী —নে মা তোর দীনা দুর্ব্বলা ভিখারিণী কন্যার আদরের অঞ্জলি—দে মা আমার সংসারের কল্যাণ—আমার স্বামীর কল্যাণ—আমার ভবিষ্য

জীবনের সুখময় শান্তিময় কল্যাণ! আয় মা সিদ্ধিদায়িনী সিদ্ধিরূপা সনাতনী, চক্ষুর সম্মুখে হাস্যোজ্জ্বল চক্ষুর পলক ফেলে বেদ-বেদাঙ্গ-উচ্চারিত ওষ্ঠাগ্রে মৃদু হাসি অঙ্কিত ক'রে আশীর্ব্বচনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত ক'রে তোল্ মা,—আমি যুক্তহস্তে মুক্তির পদে অঞ্জলি ঢেলে দিয়ে পরিতৃপ্ত হই। জাগো—জাগো মা সুখমোক্ষবিধায়িনী—জাগ্রত হও মা তোমার বিশ্বমাতানো হাস্যবিভোরা মূর্ত্তিতে!

সহসা পৃথিবীর প্রবেশ

পৃথিবী। দিও না—দিও না অঞ্জলি মায়ের চরণে,—মাকে অন্য মূর্ত্তিতে দেখ!

উর্ম্মিলা। কে তুমি? দেবী না মানবী? কেন তুমি মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে নিষেধ করূছ?

পৃথিবী। মা যে ও অঞ্জলি নেবেন না, চেয়ে দেখ—জাগ্রতা দেবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখ, মা চন্দন ফুলের কাঙ্গালিনী নন্।

উর্ম্মিলা। কৈ—মায়ের ইচ্ছা তো আমি বুঝ্‌তে পারছি না!

পৃথিবী। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মায়ের মূর্ত্তি দর্শন কর, মায়ের ইচ্ছা উপলব্ধি করূতে বিলম্ব হবে না।

উর্ম্মিলা। সে দৃষ্টি যে আমার নেই মা! জান যদি, তুমি আমায় সেই দিব্য জ্ঞান-দৃষ্টি দাও।

পৃথিবী। তবে মায়ের দিকে পলকবিহীনদৃষ্টিতে দাঁড়াও; কি দেখ্‌ছ?

উর্ম্মিলা। [তন্ময়ভাবে] দেখ্‌ছি, শ্যামসনাতনী শোভাময়ী জননী আমার করুণায় আর্দ্রা হ'য়ে করুণাবিতরণে মুক্তপ্রাণা হ'য়ে সুষুপ্ত জগৎকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুল্‌তে নির্ণিমেষনয়নে দাঁড়িয়ে আছেন!

পৃথিবী। এতখানি ভুলের দৃষ্টি নিয়ে তুমি মাকে দেখ্‌ছ? দেখ—ভাল ক'রে দেখ, মা তো ও মূর্ত্তিতে নেই!

উর্ম্মিলা। [পূর্ব্ববৎ তন্ময়ভাবে] মা যে চিরকালই বরাভয়করা হাস্যবিভোরা অচিন্ত্যরূপিনী শ্যামাঙ্গিনী; মায়ের আবার অন্য রূপ কি মা?

পৃথিবী। আমি দেখ্‌ছি, তামসী নিশার ভয়াবহ কালিমাবেষ্টিতা তৃষিতা ক্ষুধিতা ভীষণা খর্পরধারিণী—

উর্ম্মিলা। না—না, মা যে আমার ভূলোক-দ্যুলোক-ত্রিলোক-সেবিতা ত্রিদিবপূজিতা অমরবাঞ্ছিতা মানসমোহিনী সপ্তস্বররঙ্গিণী চির-আনন্দরূপিণী—

পৃথিবী। আমি দেখ্‌ছি, মা আমার সপ্তসিন্ধুপ্রসবিনী বিশ্বগ্রাসিনী গরলপ্রসবিনী অনন্ত আঁধাররূপিণী ভয়ঙ্করী কালী কপালিনী—

উর্ম্মিলা। আমি দেখ্‌ছি, মা আমার সন্তানপালিকা অনন্তসাধিকা বিশ্বপ্রেমিকা বীজময়ী ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী—

পৃথিবী। আমি দেখ্‌ছি, বিকটবদনা লোলরসনা বিবসনা মুক্তকেশী অসিধরা নৃমুণ্ডমালিনী ধ্বংসরূপিণী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ধ্বংসমূর্ত্তিতে মা তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান! দেখ্‌তে পাচ্ছ না, মায়ের ওষ্ঠাধর কম্পিতা.? বুঝতে পারছ না, মা আজ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় ক্ষুধিতা—পিয়াসী জিহ্বা শোণিত-পিপাসায় অবসন্ন—চক্ষুর্দ্বয় বিঘূর্ণিত? উর্ম্মিলা! উর্ম্মিলা! রামানুজ-বনিতা উর্ম্মিলা! বুক চিরে তপ্ত রুধিরে মায়ের পা ধুইয়ে দে,—রুধিরপিয়াসী মা আজ রুধিরের কাঙালিনী; চন্দন-পুষ্পে রক্ত মাখিয়ে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দে—হৃদ্‌পিণ্ড উপ্‌ড়ে ফেলে মাকে নিবেদন কর্, নইলে মায়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিট্‌বে না।

[প্রস্থান]

উর্ম্মিলা। কেবা এ রমণী ?
পাগলিনী হয় অনুমান !
কভু মনে হয়—
রাক্ষসী-মায়ায় ভুলাইতে সমুদায়
মানবীরূপিণী রক্ষঃরমণী কোনও
দিলা দরশন।
কেন কাঁদে প্রাণ—
কেন আজি সভয় অন্তর !
ব'য়ে গেছে কত ঝঞ্ঝা—
কত যে বিপদ,
কাঁদে নি তো প্রাণ কভু
এ হেন করুণ সুরে!
কেন হেন ভয়—
কেন হেন অস্থিরতা
বেড়িল চৌদিকে মোর !
মা গো শিব-সিমন্তিনী !
দুর্গমে দুর্গতিবিনাশিনী,
রক্ষ দক্ষসুতে !
শত শোক শত ঝঞ্ঝা ঘুচাইয়ে
দেহ মাতা শান্তিময় আশ্রয় তোমার !
শান্তিময় শীতল চরণ-দুর্গে
সন্তাপিতপ্রাণে লইনু আশ্রয়—
অভয় দেহ জননী অভয়ারূপিণী !

[প্রণত হইলেন]

ধীরে ধীরে লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। এই এক মায়া-রাজ্য !
সুন্দর সুপবিত্র
উদার নিষ্কাম সাম্রাজ্য !
হাসি প্রেম ভক্তি অনুরাগ
নিত্যকর্ম্ম পবিত্র স্বভাব
বাঁধিয়াছে মোরে কঠিন বন্ধনে !
বুঝি নাই এতদিন
এ বন্ধন এত সুকঠিন—
প্রেমের এ রাজ্যে মোর এত অধিকার !
ঊর্ম্মিলার প্রেম-ঊর্ম্মিমালা
মম প্রেমের প্রবাহ সনে
মিশিয়াছে কোন্ সংগোপনে,
বুঝি নাই এতদিন !
বন্ধন-কাঠিন্য
দূর হ'তে এনেছে বাঁধিয়া
সাজাইয়া অপরাধী !
দূর হ'তে দেখি,
দূরে চ'লে যাই হেন সাধ্য নাই।
স্পন্দনের ছলে
বক্ষঃ মোর কহে বারবার—
আরে আরে নিষ্ঠুর লক্ষ্মণ !
ছিন্ন করি পবিত্র এ প্রণয়-বন্ধন—

মহাবজ্রে চূর্ণ করি অন্তস্তল উর্ম্মিলার,
মর্ম্মের নিশ্বাসঘেরা প্রেম-রাজ্যে
নিজহস্তে জ্বালিয়া আগুন,
কোথা যাও নব রাজ্য-অন্বেষণে ?
আছে কি সেথায় উর্ম্মিলার প্রেম,
আছে সেথা রাম গুণধাম,
আছে সেথা আপন নন্দন,
আছে সেথা আদরের লব-কুশ দু'টী ?
না,—না, কেহ কোথা নাই,
কোথা নাহি যাবো—
লুকাইব উর্ম্মিলার বাহুর বেষ্টনীমাঝে,
প'ড়ে রবো মোহ-রাজ্যে
আদরিণী উর্ম্মিলার মোহে।
উর্ম্মিলা—উর্ম্মিলা !

উর্ম্মিলা। এ কি নাথ !
তুমি হেথা পূজার মন্দিরে
কেন হেন অসময়ে ?

লক্ষ্মণ। জুড়াতে এসেছি প্রিয়ে !
বিক্ষত এ বক্ষে উঠিয়াছে হাহাকার—
প্রতিকার তার করিতে সুন্দরী,
তোমার আশ্রয়ে আসি
যাচি তব করুণাসিঞ্চন !
লুকাইয়া রাখো মোরে সতী,
ফেলিও না অনাদরে কাল-সিন্ধুনীরে !

গীতকণ্ঠে ছায়া-সীতার প্রবেশ

ছায়া-সীতা।—

গীত

কাল-সিন্ধুনীরে আমি তরঙ্গমাঝারে।
কত আশে আছি ব'সে ভাসি আঁখি-নীরে॥
শূন্য হৃদয় ছিন্ন করি,
লহরী ধায় সারি সারি,
দু'কূল ভাঙ্গা অকূল বারি দেখে প্রাণ শিহরে।
ডাকি গো কাতরস্বরে,
তুলে কি নেবে না মোরে,
রাখিবে কি চিরতরে অভাগীরে দূরে দূরে?

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ।　থেমে গেল—মিশে গেল
সমীরণে করুণ সঙ্গীত—
সেই স্বর সেই কথা ঢালে সমীরণ!
করুণ আহ্বানে ডাকিছে আমায়,
আর্ত্তস্বরে কহে বারবার—
আমি তার সুখের কণ্টক!

উর্ম্মিলা।　কার ছায়া—কার মূর্ত্তি দেখিলাম প্রভু?

লক্ষ্মণ।　রাম-হৃদি-বিলাসিনী
সতী সীতাদেবী যেন!
সত্য মিথ্যা নাহি জানি কিছু—
জানেন সে অন্তর্য্যামী।

ওই শুন—ওই ডাকে দেবী !
ছাড় মোরে উর্ম্মিলা সুন্দরী,
শ্রীরামের সীতা বিষাদে পতিতা !
ওই শোনো, উচ্চকণ্ঠে কহে —
কোথা রে লক্ষ্মণ !
বানর-কটক করিয়া সহায়,
দুর্ম্মদ বারণ সম
রাবণের অত্যাচার করি ছারখার,
উদ্ধারিয়ে নিয়ে চল্‌
শ্রীরামের চরণ-নিবাসে !
ভয় নাই—ভয় নাই দেবী !
মরে নাই রামানুজ কিঙ্কর লক্ষ্মণ—
উদ্ধারিয়ে তোমা,
বসাই রাম-সীতা রাজার আসনে ।

উর্ম্মিলা । সীতাদেবী কোথা প্রাণপতি ?
কারে বসাইবে রাজার আসনে ?.
বিসর্জ্জিতা বহু দিন সীতা !
বেজে গেছে ঘোর রোলে
ভীষণ বিজয়া-বাদ্য,
প'ড়ে আছে শূন্যময় পূজার মন্দির ।

লক্ষ্মণ । তবে বাজুক্‌ বিজয়া-বাদ্য
নিত্য নবভাবে ।
নব নব বিগ্রহের
হ'য়ে যাক্‌ নিত্য নিরঞ্জন !

গেছে সীতাদেবী—গেছে শান্তি-সুখ,
যাবে কিঙ্কর লক্ষ্মণ,
চ'লে চল তুমি গো উর্ম্মিলা—
একে একে মিশে যাই সরযূসলিলে।
দাও প্রেমময়!
দাও ঘুচাইয়া মনের বিকার,
ক'রে দাও নির্ব্বিকার—
দেখাও সত্য উজ্জ্বল পথ
মুক্তির পবিত্র মধুর নির্ব্বাণ।
ভুলাইয়া দাও সব—
ভুলাইয়া দাও মোহ-মায়া,
ছিন্ন কর সকল বন্ধন,—
বিষ বলি দূরে ফেলি সব
পারি যাহে দূরান্তরে যেতে!

উর্ম্মিলা। কেন হেন উন্মাদনা নাথ?
কি হেতু অধীর এত? কারে ডাক?
বিষ বলি কারে ফেলি
যেতে চাও দূর-দূরান্তরে?

লক্ষ্মণ। বৈষম্যের বিষ দলি পদতলে
দেখ প্রিয়ে—দেখ দূরে চাহি,
কেহ নাই—কিছু নাই—সব একাকার!
ওই শোনো গোলক বৈকুণ্ঠ হ'তে
নেমে আসে মধু-গীতি-স্বর—
বিনশ্বর পার্থিব জীবন,

অকারণ জীবনের ভয়,
আতঙ্কায় বৃথা রহ উৎসাহবিহীন,—
জন্ম ল'য়ে ভবে অবশ্য মরিতে হবে।
ত্যজি অলসতা বিলাসপ্রিয়তা
কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য কর শুধু,—
কাপুরুষপ্রায়
রমণী-অঞ্চলপার্শ্বে হ'য়ে লুক্কায়িত,
ইতিহাস পৃষ্ঠা করি কলঙ্কিত
কর্ত্তব্য কর্ম্মে না রহে উদাসীন!
প্রেমের উচ্ছ্বাসে
মহোল্লাসে ভক্তিমাখা রাগিণীতে
গম্ভীর নিনাদে
উৎফুল্ল করি হিয়া আপনার,
পূর্ণানন্দে আজি কর্ত্তব্যের রাখিব সম্মান!
উর্ম্মিলা! দেহ লো বিদায় আমায়—

উর্ম্মিলা। কিসের বিদায় প্রভু?
কহ বিস্তারিয়া—কোথা যাবে তুমি?
ঘুচাও এ সংশয় প্রাণেশ!

লক্ষ্মণ। কি কহিলে প্রিয়ে? কোথা যাবো?
যাবো সেই রাজ্যে—সেই মনোময় দেশে—
যেথা নাহি শোক-তাপ বিচ্ছেদ-বিলাপ,
মর্ম্মভাঙ্গা হাহাকার অনাচার অত্যাচার,
নাহি যেথা পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন,
প্রণয়ীর প্রণয়-বন্ধন,

নাহি সেথা ভেদাভেদ
কূটনীতি কুটিল মন্ত্রণা,
নাহি সেথা বিষের যন্ত্রণা,
যাবো সেথা প্রিয়ে!
সুহাসিনী! দাও লো বিদায়—

উর্ম্মিলা। নিরখিয়ে বদনমণ্ডল তব
ভয় হয় প্রাণে!
নারী আমি—নারি বুঝিবারে কিছু!
গত নিশাকালে স্বপনের ঘোরে
দেখেছিনু যেন এই মূর্ত্তি তব!
যেন পূজ্যপাদ অগ্রজ তোমার
বসি সিংহাসনোপরি
আদেশিলা রুদ্রমূর্ত্তি ধরি
ত্বরাত্বরি ত্যজিতে অযোধ্যা;
নিরুত্তরে ছিলে তুমি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া
বিস্ফারিত বিস্মিতনয়নে—
ঝ'রে গেল নেত্র হ'তে
মাত্র অশ্রু দুই বিন্দু!
কহ নাথ! স্বপনের সম
কেন হেরি চিত্তের বিকার তব?

লক্ষ্মণ। শুন প্রিয়ে,
স্বপ্ন তব সত্য হ'লো আজি!
নশ্বরতা বুঝাইয়ে রাম রঘুমণি
দিয়াছে বিদায় মোরে।

বুঝিয়াছি প্রিয়ে,
রামসনে ঘুচেছে সম্বন্ধ !
প্রেমে তব নাহি আর অধিকার মোর—
ঘোর নির্ব্বিকার সাজিয়া জগতে,
চলিতেছি নিঃস্বার্থের পবিত্র মন্দিরে !
বুঝিয়াছি নশ্বর—নশ্বর—সকলি অসার !
পঞ্চভূত উপাদানে
গঠিত এ রম্য কলেবর
শ্মশান-চিতায় উঠিবে জ্বলিয়া,
ভস্ম হবে পুড়ে ; বায়ুসঞ্চালনে
ভস্মরাশি উড়িবে চৌদিকে,
কিম্বা নদ-নদী-তরঙ্গকল্লোলে
অস্থি-মাংস ভেসে যাবে সমুদায়—
প'ড়ে রবে পরিত্যক্ত শ্মশানপ্রান্তরে
কুক্কুর শিবার ভক্ষ্যদ্রব্যরূপে !
বল প্রিয়ে !
রাম রঘুমণি পরিত্যাজ্য যদি মম,
তুমি যদি পরিত্যাজ্য মম
প্রিয় রাজ্যধন রাজ্যবাসীগণ
ত্যাজ্য অপ্রিয় যগুপি,
বল তবে কে আছে আমার ?
অন্ধকার এ সংসার যদি,
বল তবে কোথা গেলে
পাবো দিব্যালোক ?

সুখ-দুঃখে আঁধার-আলোকে
ক্রন্দন-পুলকে হ'য়ে আছি দিশেহারা !
কদাকার কুৎসিত এ সংসার ;
যাবো—কে আছে আমার বল ?
আত্মহারা পথিকের কে আছে বান্ধব—
তুলে লবে আমার বলিয়ে ?

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন।—

গীত

আপনি আপনে যেন চিনিবে বান্ধব জন।
হ'য়ে আছ দিশেহারা আপনহারা অচেতন॥
কোথা রাজে সুখরাশি,
কোথা দুঃখ আঁধার নিশি
না চিনিলে না বুঝিলে বৃথা করা অন্বেষণ॥
ফুলদলে সুশোভিত,
প্রেমানন্দে নিষেবিত,
তীর্থতীরে চল ধীরে এসেছে তার নিমন্ত্রণ॥

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। শুনতে পাচ্ছ ? এ এক অপূর্ব্ব নিষ্কাম সাম্রাজ্যের কি যেন কি আকুল সংবাদ ! প্রেমানন্দ-নিষেবিত সুখময় শান্তিময় প্রেম-রাজ্যের প্রাণমাতানো শব্দ-সঙ্গীতের সাদর নিমন্ত্রণ ! ঐ দেখ, সদ্য-বিকসিত পুষ্প-সুশোভিত দিব্য অপূর্ব্ব স্বর্গীয় রথ—ঐ শোনো সতর্ক সারথীর তীর্থযাত্রার ঘন ঘন ইঙ্গিত-বাণী ! বিদায় উর্ম্মিলা ! আমি রথে উঠি—

উর্ম্মিলা। কোথা যাবে ? তুমি কি উন্মাদ হ'লে ?

লক্ষ্মণ। আমি উন্মাদ কি না, আজও বুঝ্‌তে পার নি সতী? উন্মাদ কে নয় উর্ম্মিলা? উন্মাদ পদ্মযোনি ব্রহ্মা, উন্মাদ বিষ্ণু ভগবান, উন্মাদ ভাঙ্গড় ভোলা। উন্মাদ না হ'লে সুখ-দুঃখ, শোক-সান্ত্বনা, জীবন-মৃত্যু দিয়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মা এত বড় বিশ্ব-সংসার রচনা ক'র্‌তেন না; উন্মাদ না হ'লে নিষ্কাম ব্রতে দীক্ষিত হ'য়ে বিষ্ণু ভগবান নির্ম্মলা লক্ষ্মীর পদসেবায় স্বপ্নাবিষ্টের মত অনন্ত শয়নে প'ড়ে থাকৃতেন না; উন্মাদ না হ'লে ত্যাগের মূর্ত্তি মহেশ্বর রাজকন্যা মহামায়াকে সর্ব্বত্যাগিনী আদর্শ গৃহিণী সাজাতে পার্‌তেন না। সত্যই উর্ম্মিলা, আমি উন্মাদ! তুমিও আজ উন্মাদিনীর মত স্বার্থত্যাগিনী হও উর্ম্মিলা! পিতৃ-আজ্ঞা-প্রতিপালনকারী রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসী হ'য়েছি, তুমি স্বামীসঙ্গলাভের স্বার্থত্যাগ ক'রে আমার কথায় কালোচিৎ স্বার্থহীনার পরিচয় দিয়েছিলে; আজ আবার অলসতা দুর্ব্বলতা মোহ-মাদকতা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে স্বার্থহীনার চরম সোপানে দাঁড়িয়ে নির্ভীক নির্ম্মলচক্ষে মুক্তির নিশান হাতে নিয়ে উৎসাহ দাও,—অপূর্ব্ব বেশ, অপূর্ব্ব বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হও! উর্ম্মিলা! স্বার্থত্যাগিনী! হও দেখি স্বামীত্যাগিনী—

উর্ম্মিলা। স্বামী! গুরু! আজ আমার রুদ্ধ বক্ষের কপাট উন্মুক্ত ক'রে কম্পিত আকুল-আগ্রহের বিপুল উচ্ছ্বাসে দিগন্তপ্রসারিত পৃথিবী-বক্ষ প্লাবিত ক'রে স্বার্থহীনার মতই ব'ল্‌ছি, তুমি নির্ম্মম—পাষাণ! তুমি কি জান না, পলে পলে দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে আমায় কতখানি পাষাণী ক'রে তুলেছ! এতেও যদি আমি পাষাণী না হই, এতেও যদি আমি স্বার্থত্যাগিনী না হই, এতেও যদি আমি মুক্তি-পথের উজ্জ্বল আলোক দেখ্‌তে না পেয়ে থাকি, তবে তোমার বনবাসযাত্রা বৃথা—আমার স্বার্থত্যাগ বৃথা—আমার পাষাণী সাজা বৃথা! বল, তুমি কি চাও? আমি আজীবন তোমার আদেশ দাসীর মত প্রতিপালন ক'র্‌বো।

লক্ষ্মণ। আমার ইহজন্মের সাধ, আকাঙ্খা, প্রীতি, ভালবাসা, হাসি, অশ্রু সব তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে চিরজন্মের মত বিদায় প্রার্থনা করি—

ঊর্ম্মিলা। তারপর ?

লক্ষ্মণ। আমি শ্রীরামের আদেশে মৃত্যুর পথে যাবো—

ঊর্ম্মিলা। চল ধর্ম্মবীর—কর্ম্মবীর! তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীও ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়তা ক'র্‌তে তোমার সহযাত্রী হবে।

লক্ষ্মণ। আবার কেন বিসর্জ্জিত সম্বন্ধকে রত্নাকর হ'তে আকর্ষণী শক্তি দিয়ে তুলে এনে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ক'র্‌ছ ঊর্ম্মিলা? বারংবার ব'ল্‌ছি, স্বার্থের লক্ষ্য ফিরিয়ে নাও! যদি তুমি আমি এক দিনের জন্যও প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে থাকি, যদি তুমি আমার সহধর্ম্মিণী ব'লে মনে মনে গর্ব্বে প্রফুল্লতা হ'তে চাও, যদি আমার ধর্ম্মকর্ম্মে তুমি একদিনও আমায় উৎসাহিত ক'রে থাকো, যদি তুমি আমার সোহাগে সোহাগিনী হ'য়ে অভিমানিনী গরবিণী হ'য়ে থাকো, যদি তুমি আমার সংসারের হর্ষ, শ্রী, পবিত্র ধর্ম্মসংরক্ষিণীরূপে একদিনও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকো, তবে আজ আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর সতী! প্রকৃত হিতৈষিণী-মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে দাঁড়াও! আমিও বুঝ্‌বো—তোমার মত সহধর্ম্মিণী লাভ ক'রে, অনন্ত পাপে কলুষিত দেহ-মন নিয়ে নিরয়-গামী না হ'য়ে, তোমার বিশ্বপ্রেমিকা-মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তীর্থপথের যাত্রী! বল দেখি ঊর্ম্মিলা, তুমি আমার শত্রু না মিত্র ?

ঊর্ম্মিলা। ওগো প্রিয়—ওগো আনন্দ—ওগো বান্ধব—ওগো স্বামী! আমি তোমার মিত্র। ওগো, যাও গো যাও—তোমার তীর্থের পথে যাও, আমি বিশ্বপ্রেমিকা-মূর্ত্তিতে নিষ্প্রভ অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌বো। বাধা দোবো না—কথা কইবো না—প্রশ্ন ক'র্‌বো না—অন্তস্তলে ঝড়

উঠ্‌তে দেবো না,—কণ্ঠের চীৎকার দু'হাতে দলিত ক'র্‌বো—শোকাশ্রু পলকে অঞ্চলে মুছে ফেলে আনন্দের বিকট চীৎকারে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ ক'রে দোবো। চ'লে যাও প্রিয়—চ'লে যাও তোমার তীর্থের পথে,—আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাও, উর্ম্মিলাকে কতখানি পাষাণে পরিণত ক'রেছ! দে মা সোনার মা-টী, আমাকেও একটু আশ্রয় দে! তোর সোনার সীতাকে তৃপ্তি দিতে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ালি, আমারও জর্জ্জরিত বুকে একটু হাত বুলিয়ে দে মা! মা—মাগো—[মূর্চ্ছা]

লক্ষ্মণ। প্রবল ঝটিকায় সযত্নপালিত দুর্ব্বল বৃক্ষ ধরণীর বুকে আছড়ে পড়লো! থাকো সতী, এই মুহূর্ত্তটুকু অজ্ঞানতা-অন্ধকারে ডুবে থাকো; এই সুযোগে অপরিমেয় সুদৃঢ় শৃঙ্খল ছিন্নভিন্ন ক'র্‌তে দাও! ভাগ্যবতী তুমি সতী! কেমন মাটীর কোলে ঘুমিয়ে আছ—কেমন বিচ্ছেদ-বিলাপ ভুলে আছ—কেমন প্রয়াণের পথটুতু দৃষ্টির পরপারে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত-সমুদ্রে নিমগ্ন র'য়েছ। কেমন দীর্ঘশ্বাস নেই—হা-হুতাশ নেই—কম্পন নেই—যন্ত্রণা নেই,—কেমন নিরাপদ! তবে ঘুমাও সতী, মাত্র অমিয়-স্মৃতিটুকু সঙ্গে নিয়ে দয়াময় ভগবানের কাছে তোমার শান্তি-সান্ত্বনা গচ্ছিত রেখে বিদায় নিচ্ছি উর্ম্মিলা! বিচ্ছেদ-বিলাপ ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ ক'রো, অসীম শোক-পারাবার অবহেলে উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবে। বিদায়—বিদায় উর্ম্মিলা—

[প্রস্থান]

মদনানন্দের প্রবেশ

মদনানন্দ। ভয় কি মা! আমি ওড়া পাখী সবিক্রমে পিঞ্জরা-বদ্ধ ক'রে তোমার কঠিন মুষ্টির মধ্যে ধ'রে দোবো! কালচক্রের প্রবল ঘূর্ণনে চালিত হ'য়ে যদি রামচন্দ্র আজ ভ্রাতৃবধের অস্ত্র উত্তোলন

ক'রেছেন, যদিও ভ্রাতৃত্বের চরম নিদর্শন দেখাবার জন্য ভ্রাতৃভক্ত বীর জ্যেষ্ঠের হত্যার খড়্গের নিম্নে স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য বিনয়-নম্রতার বশীভূত হ'য়ে আদর্শ কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠায় মাথা পেতে দিয়েছেন, যদিও দেশের আকাশে বাতাসে বিসর্জ্জনের মর্ম্মস্পর্শী বাদ্য বেজে উঠেছে, তথাপি আমি ব'ল্‌ছি মা, এ নির্ম্মম হত্যা হ'তে দোবো না—এ উদ্যত খড়্গ খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যাবে—এ শোকাশ্রু-সৃষ্টিকারী বিসর্জ্জনের বাদ্য একটীমাত্র সদর্প ইঙ্গিতে মুহূর্ত্তে থামিয়ে দোবো! ভয় কি মা! রামজয়ী লব-কুশ আমার সহায়; পাতালের অনন্ত কোলে লুক্কায়িত হ'লেও তোমার সাধের পাখী ধরা পড়্‌বে মা!

লব ও কুশের প্রবেশ

লব। এই দেখ আচার্য্য, এই শর—এই ধনু—এই যুদ্ধবেশ। এই অস্ত্রে শত্রুদল নিহত ক'র্‌তে পার্‌বো না? এই অস্ত্রে দুর্ভিক্ষ-পিয়াসী রাক্ষসীর করাল কবল দ্বিখণ্ডিত ক'র্‌তে পার্‌বো না? এই হস্তে জয়-পতাকা ধারণ ক'রে আমাদের সম্পদ, সুখ, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পার্‌বো না?

মদনানন্দ। পার্‌তেই হবে কুমার—পার্‌তেই হবে! সম্পদ-সুখ-বিসর্জ্জিত হ'য়ে থাকে, বোধন-বাদ্যের আয়োজন ক'রে রত্নাকরের অতল সলিল মুহূর্ত্তে শুখিয়ে ফেলে রত্নোদ্ধার কর—শত্রুদল দলিত কর—রাক্ষস-কবলিত দুর্ব্বলকে বুক দিয়ে রক্ষা কর—অন্যায় প্রতিজ্ঞা, অযথা প্রতিশ্রুতির বিনাশসাধন ক'রে তাকে অবজ্ঞার চুল্লিক্ষেত্রে পুড়িয়ে ফেলে জননীর নয়নাশ্রু মুছিয়ে দাও! আশ্বাস দাও তোমাদের জননীকে—পীড়িতা মর্ম্মাহতা জননীর ভাঙ্গা মর্ম্মে সঞ্জীবতা আনো! আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য শত্রু হয়, তীক্ষ্ণ শরে ধ্বংসসাধন কর; আকাশ

শত্রুতা করে, প্রলয়ের বাতাস সৃষ্টি ক'রে রেণু-রেণু ক'রে দাও; ক্ষিপ্ত ঝটিকা বিধ্বস্ত ধরাশায়ী ক'র্‌তে যায়, স্তব্ধতায় শাসিত কর; দেখি, আচার, কর্ম্ম, ক্রিয়া, ঐশ্বর্য্য, শান্তি সব একযোগে অভিনব তান-লয়-সঙ্গীতে সানন্দে পুলক-সঙ্ঘাতে রোমাঞ্চিত হয় কি না! রামজয়ী কুমারদ্বয়! একদিন শ্রীরামচন্দ্রকে জয় ক'রে ত্রিজগৎ স্তম্ভিত ক'রে কাননবাসিনী সীতাদেবীকে রাজরাণী সাজিয়েছিলে, আজ আবার নূতন অস্ত্রে রামাদেশ জয় করে মরণপথের যাত্রী তোমার খুল্লতাতকে জয় ক'রে এনে খুল্লতাতপত্নীর সৌভাগ্য গ'ড়ে দাও! অস্ত্র শণাও রাজকুমার—অস্ত্র শাণাও! ভয় কি, আমাদেরই জয়!

[প্রস্থান]

উর্ম্মিলা। জয় ক'র্‌তে পার্‌বি লব-কুশ? সমগ্র পৃথিবীটাকে টলিয়ে দিয়ে বৈষম্যের ঘোর নৃশংসতার ভৈরব নৃত্যের উল্লাসপথে একখানা দিগন্তপ্রসারী যবনিকা ফেলে দিতে পার্‌বি? কোটী বজ্রাঘাতে ব্রহ্মাণ্ড-জোড়া নগ্ন অত্যাচারের দমনবিধান ক'র্‌তে পার্‌বি? অসংখ্য কেউটের ছোবল দিয়ে শত্রুশোণিত বিষিয়ে তুল্‌তে পার্‌বি? ক্ষত্রিয়ের শক্তি, ক্ষত্রিয়ের তেজ, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাহুবল সম্বল ক'রে সহর্ষহুঙ্কারে অস্ত্র ধ'রে সোজা দাঁড়িয়ে ওঠ্—শত্রুশির লক্ষ্য ক'রে উল্কাবেগে ছুটে চল্! হয় হবে ব্রহ্মহত্যা—হয় হবে ব্রহ্মশাপ! ব্রাহ্মণের অন্যায় শাস্তিতে এ জীবন বিসর্জ্জন দোবো কেন? আয় তো লব-কুশ—ক্ষত্রিয় রমণীর সাজানো যোদ্ধৃবেশে গর্ব্বের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মশক্তি জয় ক'রে আস্‌বি!

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

তোরণদ্বার

শ্রীরাম

শ্রীরাম। ছায়া—ছায়া। গভীর নিশায় রাক্ষসী ছায়া নিত্য নিত্য নিদ্রা-তন্দ্রা সব এমনিভাবে গ্রাস ক'রে দিচ্ছে! সুখ-স্বচ্ছন্দতামাখা সুনীল গগণ-প্রতিফলিত নীলাম্বুরাশি শুকিয়ে মরুভূমি ক'রে দিয়েছে। রাক্ষসী, বড় দম্ভ তোর! সুযোগ বুঝে, শাসনদণ্ডের অক্ষমতা বুঝে অযোধ্যার সৌভাগ্য-কিরীট মাথায় প'রে বিদ্রূপের হাসি হাস্‌ছিস! দেখ্‌বি—দেখ্‌বি ধ্বংসময়ী! বুঝিয়ে দোবো তোকে, রাম এখনো অযোধ্যার রাজা—রাম এখনো প্রজাশাসনে অক্ষম নয়—রাম এখনো অমিতবিক্রমে দুর্ব্বারশক্তিতে ধনুর্ধারণে সক্ষম! দেখ্‌বি—দেখ্‌বি? লব-কুশ—লব-কুশ! মদনানন্দ! না—কেউ নেই! নিস্তব্ধ প্রকৃতি, সকলেই কর্ম্মশ্রান্ত দেহ বিশ্রামের কোলে ঢেলে দিয়ে নিদ্রায় অচেতন! জাগরণ-ব্রতধারী আত্মীয় প্রহরী নির্ব্বাসিত! কেবল আমি আমার অনন্ত সন্তাপ-বহ্নি বুকে নিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত দুঃখ-সঙ্গীতে অযোধ্যার আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুল্‌ছি! আমায় গ্রাস ক'র্‌তে পারিস্ রাক্ষসী? এই সুযোগে যদি আমার সিংহাসনখানা টলিয়ে আমার বুকের অস্থি-মাংস-গুলো চিবিয়ে আত্মতৃপ্তিসাধন ক'র্‌তে পারিস্, আমি বুক পেতে দিচ্ছি তোর লোল জিহ্বার সম্মুখে! [নেপথ্যে—জয় রামচন্দ্রের জয়!] স্তব্ধ হও স্তাবকের দল! পরাজয়ের শ্বেত পতাকা হাতে নিয়ে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন ক'র্‌ছি, শত্রুর অস্ত্রাঘাতে দেহ ক্ষত-বিক্ষত, আশ্বাস নেই—সান্ত্বনা নেই—

উৎসাহ নেই, তবু একটা নির্জীব নিষ্ক্রিয় অপদার্থের জয়ঘোষণা ক'রে তাকে একটা মিথ্যা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সাজাতে চাইছ? রাম স্তাবকের পূজা চায় না—রাজনীতি-বিশারদ রাম আজ নীতিবোধশূন্য,—সে আজ দীন হ'তে দীন—শক্তিহীন; সে জয় চাহে না—পরাজয়েই তার গৌরব! এসো শত্রু মিত্র, সমবেত হ'য়ে রামশক্তি জয় ক'রে যাও—

গুহকের প্রবেশ

গুহক। তোকে তো অনেক দিন জয় ক'রেছি মিতে! জয় ক'রে ইচ্ছামত মুক্তিদান ক'রেছি, তবে আজ এই অযোধ্যার সিংহাসনে ব'সে এখনো প্রজার মা বাপ হ'য়ে আছিস্। রামা মিতে! কি দেখছিস্ ভাই আমার মুখের দিকে? রাজা হ'য়ে তুই কি আমায় চিন্‌তে পারছিস না?

শ্রীরাম। হে অপ্রত্যাশিত বান্ধব! তোমায় চেন্‌বার শক্তি এখনো আমার হ্রাস পায় নি; কিন্তু আমি বিস্মিত হ'চ্ছি, তুমি আমায় চিন্‌লে কেমন ক'রে? সে কত দিনের কথা! তখন রাজবেশ ছিল না—পরিধানে ছিল বল্কল; তখন শোকাগ্নিদাহনে মলিন ছিলুম না—সঙ্গে ছিল প্রফুল্লনলিনী হাস্যময়ী জ্যোৎস্নার মত অনুরাগিনী রামহৃদি-বিহারিণী সতী জনকনন্দিনী; তখন আকুলতার মরুভূমির মাঝখানে প'ড়ে জীবন্ত যন্ত্রণা অনুভব করি নি—সঙ্গে ছিল সহায়-সম্পদ সেবক প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ! আর এখন—উঃ, অনেক প্রভেদ—অনেক প্রভেদ!

গুহক। আমার চোখে ঠিক তেম্‌নিটাই আছিস্ রামা মিতে! সেই একদিন বল্কল প'রে সতীরাণী জনকনন্দিনী আর লখা ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আমার পারের তরী যেমন কাঞ্চন ক'রে দিয়েছিলি, সেদিন যেমন বুক দিয়ে আমার বুকের ময়লা তুলে নিয়েছিলি, সেদিন যেমন চণ্ডাল

ব'লে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাস্ নি, আজও তেমনি বুক দিয়ে বুকের জমাট দীর্ঘশ্বাস গলিয়ে দে তো মিতে!

শ্রীরাম। এ বুকে যে আর শীতলতা নেই বন্ধু! এ বুক যে শুকিতে উঠে অগ্নিদাহের ইন্ধন হ'য়ে অগ্নিবিস্তার ক'র্‌ছে! দেখ্‌বে—দেখ্‌বে? এই দেখ—[আলিঙ্গন] কি দেখ্‌লে? কিছু পেলে?

গুহক। কি দেখ্‌লুম—কি পেলুম, তুই কি জানিস্ না রাজা? দেখ্‌লুম আমার পরকাল—দেখ্‌লুম আমার জয়-ধ্বজা—দেখলুম সারি সারি আলোর মালাঘেরা মুক্তি-রাজ্যের উজ্জ্বল পথ! পেয়েছি তৃষ্ণার অমিয়রাশি,—পেয়েছি প্রেম, অনুরাগ, করুণা, শত শত জন্মের সাধনার ফলাফল,—পেয়েছি যথাসর্ব্বস্ব—সর্ব্বস্বের উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

শ্রীরাম। এত বস্তু দেখেছ গুহক এই কম্পিত বিধ্বস্ত আলোড়িত বক্ষে? আমি কিন্তু দেখ্‌তে পাই না। তোমার ঐ চতুর দৃষ্টি আমাকেও দিতে পার গুহক? আমার সর্ব্বস্ব ব'লতে যা কিছু আছে, তাই দিয়ে তোমায় সন্তোষবিধান ক'র্‌বো!

গুহক। সে ক্ষমতা যে তোর নেই মিতে!

শ্রীরাম। সে কি গুহক, আমার এতখানি অক্ষমতা তুমি লক্ষ্য করেছ?

গুহক। তা না হ'লে তোর সেবক হ'তে পার্‌বো কেন রাজা?

শ্রীরাম। আবার—আবার কোল দে রে গুহক! এ সন্তাপিত বক্ষঃ শীতল ক'র্‌তে বুঝি তোর মত বন্ধুরই প্রয়োজন। [আলিঙ্গন]

গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন।—

গীত

ওই নীরজ জলদে প্রমাদ প্রেমের লহরী।
উঠিল ছুটিল পলকে দুকূল প্রসারি॥

প্রেম-সাগরে প্রেমের তরী ঢ'লে ঢ'লে চলে,
ভাবের গীতি ভাবের স্বরে ধায় কূলে কূলে,
আকুলে কোল দিয়েছে অকূল-কাণ্ডারী।
জলদ ঢালিছে বিপুল বারি কত পলে পলে,
হানিছে চিকুর পলকে পলকে আঁখিজলে,
ঘন গরজে বিশাল প্রকৃতি বিদারি।

[প্রস্থান]

শ্রীরাম। গুহক! ব'লে দিতে পার, সংসারের কোন্‌খানে শান্তি—সংসারের কে পরমাত্মীয়—সংসারের কোন্ কর্ম্মে আত্মতৃপ্তিসাধন ?

গুহক। যিনি জগতের পিতা প্রতিপালক, যিনি আদি অনন্ত সমুদায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, যাঁর নামে সাগরজলে শিলা ভাসে, যাঁর অসীম অনন্ত করুণায় জন্মান্ধ চক্ষুরত্ন ফিরে পায়, পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘনে সক্ষম হয়, মূখ বাক্‌শক্তি ফিরে পায়, যিনি দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকার পথের উজ্জ্বল আলোকধারী পথপ্রদর্শক, তিনি আজ একটা পৃথিবীর নীচ নগণ্য অস্পৃশ্য চণ্ডালের কাছে সংসারের শান্তি, সংসারের পরমাত্মীয়, সংসারের আত্মতৃপ্তির মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছেন! তুমি যে শান্তিময় প্রভু, তোমার আবার শান্তির অভাব কি? তুমি সর্ব্বজীবের শান্তি, সর্ব্ব জীবের পরমাত্মীয়, নিখিল সংসারের তৃপ্তির দুর্গ তোমার ঐ দুর্লভ চরণতলে!

শ্রীরাম। গুহক! সে একদিন আর আজ একদিন। তখন মনে হ'তো, চন্দ্রদেব একা যেন পৃথিবী-বক্ষে অনির্ব্বচনীয় সুধা ঢেলে দিয়ে তৃপ্তি পান নি। নদীর তরঙ্গ দিবারাত্র কুলুকুলুস্বরে অবিরাম প্রান্তর প্রকৃতি মুখরিত ক'রে রাখ্‌তো, স্থাবর জঙ্গম জড় বা চেতন সকলকেই মুগ্ধোজ্জ্বল প্রকৃতিতে প'ড়ে থাক্‌তো; তখন কুঞ্জে কুঞ্জে বৃন্তে বৃন্তে মধুময় সমীর-স্পর্শে পুঞ্জে পুঞ্জে বিকসিত কুসুমদল প্রাণারাম সৌরভে দিঙ্মণ্ডল

আমোদিত ক'র্‌তো, এখন আর সে সুধা নেই—নদীর সে তরঙ্গভঙ্গ নেই—বিকসিত কুসুমনিচয়ে সে সৌরভ নেই!

গুহক। তা না থাকুক; কিন্তু যাঁর ইচ্ছায় সাগর নদীতে জল টল্‌টল্‌ ক'র্‌ছে, যাঁর প্রকৃতিতে এখনো ষড়ঋতুর সমাবেশ, যাঁর বিশ্বকুঞ্জে এখনো সন্থবিকসিত ফুলের সৌরভ আনন্দলহরী বিলিয়ে বেড়ায়, সে যে চিরদিনই এক মিতে! নে মিতে, তেমনি ক'রে মিতেনীর সঙ্গে লখা ভাইয়ের সঙ্গে একবার দাঁড়া, আমি রাঙা রাঙা পাগুলো ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিই! দেখ্‌বি মিতে, কত ফুল এনেছি! সে ফুল বুঝি শুকুতে জানে না। শত শত বৎসর বৃন্তচ্যুত হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌লেও রাম-সীতার পূজার ফুল বুঝি শুকুতে জানে না! দেখ্‌বি রাজা—দেখ্‌বি তোর পূজোর ফুল?

গীতকণ্ঠে চণ্ডাল-রমণীগণের প্রবেশ

চণ্ডাল-রমণীগণ।—

গীত

বল্‌ মিতে বল্‌ কোথা মিতানী?
ফুলে ফুলে সাজিয়ে দোবো পা দুখানি॥
বনফুলে সাজাবো ভালো,
মিতানী সুখের আলো,
সীতারাণী কোথা বল সোনার কামিনী।
রামা মিতে সীতারাণী,
মধুর মোহন মণি,
প্রাণের পুলক-খনি যুগল পরাণী॥

[ফুলের ঝাঁপি রাখিয়া রমণীগণের প্রস্থান]

গুহক। দেখ্‌লি মিতে দেখ্‌লি? এইবার ডাক্‌ ভাই লখা ভাইকে—ডাক্‌ ভাই মিতেনীকে!

শ্রীরাম। গুহক! গুহক! কেন আজ ফুলের বজ্র গ'ড়ে এনে আঘাত ক'র্‌তে এলি ভাই? তোর লক্ষ্মণ ভাই নেই—মিতানী সীতা-দেবীও নেই!

গুহক। নেই কি রে রামা মিতে—নেই কি?

শ্রীরাম। ঐ মাটীর পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা কর—ওই জানে; বিকট বদন ব্যাদান ক'রে সীতাদেবীকে ওই গ্রাস ক'রেছে

গুহক। মাটী ফুঁড়ে মিতেনীকে পাতাল থেকে নিয়ে আস্‌বো। তোর নামে ফুল তুলেছ, মিতেনীর নামে ফুল তুলেছি, ফুল আমার বৃথা যাবে? তা হ'লে মিতে, তোকে এতদিন মিথ্যা মিতে ব'লে এসেছি। নে তো—নে তো মিতে, পূজোর ফুল পায়ে নে তো—[শ্রীরামের পদে পুষ্পপ্রদান] এইবার মিতেনীর পালা—[সীতার উদ্দেশে পুষ্পপ্রদান]

গীতকণ্ঠে ছায়া-সীতার প্রবেশ

ছায়া-সীতা।—

গীত

ওরে আর পূজা হবে না দিতে।
পূজার করে মুছা রে নয়ন,
বুক ভেঙ্গে যায় পূজা নি'তে॥
নাহি স্নেহ দয়া, নাহি মোর মায়া,
ছেড়ে নরকায়া দিশেহারা ছায়া,
প'ড়ে আছি পাষাণচিতে॥
আমার চলে না চরণ চলিতে,
ফোটে নাকো ভাষা বলিতে,
দেখিতে পারি না আঁখিতে,
সদা অনল জ্বলে চারি ভিতে॥

গুহক। এই যে—এই যে আমার মিতেনী রাজা!

শ্রীরাম। সীতা—সীতা [সীতাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে সহসা সীতার অন্তর্দ্ধান] লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ! পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী পিঞ্জর ভেঙ্গে পালিয়ে যায়। ধ'রে আন্—ধ'রে আন্ ভাই—

মদনানন্দের প্রবেশ

মদন। ডেকে আন্‌বো—ডেকে আন্‌বো রাজা আপনার লক্ষ্মণ ভাইকে প্রয়াণের পথ থেকে? এখনো নগর-উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে আছেন—এখনো অযোধ্যার আকাশ-বাতাস নিরীক্ষণ ক'র্‌ছেন—এখনো মায়া-শৃঙ্খল ছিন্ন ক'র্‌তে পারেন নি—এখনো রাজা রামচন্দ্রের নাম নিয়ে সকাতরে অশ্রুবিসর্জ্জন ক'র্‌ছেন! ডেকে আন্‌বো রাজা মধ্যম রাজাকে?

শ্রীরাম। না মদনানন্দ, লক্ষ্মণকে আর প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন থাক্‌লে তাকে বিদায় দোবো কেন? যাও—যাও, চঞ্চল হৃদয় অনেকটা প্রকৃতিস্থ ক'রে নিয়েছি।

গুহক। বিদায় কি রে রাজা? লখা ভাইকে বিদায় ক'রে দিয়েছিস্? সে যে তোর ভাইয়ের মত ভাই ছিল রে!

শ্রীরাম। না গুহক, তার মত শত্রু পৃথিবীতে কেউ জন্মগ্রহণ করে নি।

গুহক। লখা ভাই তো তোকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না মিতে!

মদন। এস তো—এস তো চণ্ডাল মিত্র! আমাদের সাগ্রহ চেষ্টায় সেই করুণ মূর্ত্তিকে আবার রাজার কাছে টেনে নিয়ে আসি! আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাতৃদেবী ঊর্ম্মিলার কাছে, যেতে দোবো না লক্ষ্মণ রাজাকে—ছিন্ন হ'তে দোবো না অযোধ্যার ভাগ্য-গগণের মঙ্গল নিশানকে—বিসর্জ্জন দিতে দোবো না একটা ভীষণ অবিচারের পদ্ধতিতে ভাইয়ের মত

ভাইকে! এস তো চণ্ডাল বন্ধু, আমরা সবিক্রমে অমঙ্গলের ধূমকেতুকে কণ্ড খণ্ড ক'রে সুমঙ্গল শান্তিতে ভরা পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুলি!

শ্রীরাম। লক্ষ্মণ আমার তেমন ভাই নয় মদন,—সে আর ফির্‌বে না।

গুহক। লখা ভাইকে আমি নিয়ে আস্‌বো মিতে—আমি নিয়ে আস্‌বো।

মদন। অযোধ্যাবাসী সবাই মিলে কাঁদবো, তবু তাঁকে ফিরে পাবো না? অগ্নিকুণ্ডে গেলে ঝাঁপ দিয়ে তুলে নিয়ে আস্‌বো—পাতালে প্রবেশ ক'র্‌লে পাতাল-রাজ্য উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো—সাগরে ডুব দিলে অগস্ত্য মুনির মত গণ্ডুষে বিশাল বারিধি বিশুষ্ক ক'রে ফেল্‌বো।

গুহক। আর সঙ্গে নিয়ে চল এই চণ্ডাল-শক্তিকে,—এই মহৎ কার্য্য-সম্পাদনে আমি তোমার আন্তরিক সহায়!

[মদনানন্দ ও গুহকের প্রস্থান]

শ্রীরাম। নরক—নরক—সংসার নরকের আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে; মাটী থেকে আকাশ পর্য্যন্ত নরকাগ্নির বিষাক্ত ধূম ছেয়ে ফেলেছে। এই বিষের আসনে ব'সে আমি রাজত্ব ক'র্‌বো—স্তাবকের দল আমার স্তুতি-গান ক'র্‌বে, আমি কান পেতে শুন্‌বো! ভেঙ্গে যাক্‌, ডুবে যাক্‌ আমার রাজসিংহাসন—নিস্তব্ধ হোক্‌ অবিরাম কোলাহলকারী স্তাবকের দল! জয়োল্লাস দেখিয়ে বৃথা এ ভস্মস্তূপে সলিল ঢালা! নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড উঠেছিল সবিক্রমে অনেক উর্দ্ধে, তার পতনের সময় এসেছে,—এ গতি কে রোধ ক'র্‌বে? সহায়-সম্পদ আশীর্ব্বাদ-বন্ধুত্ব এ অগ্নির দাহনে সব পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবে। আমারও আর দ্বিরুক্তি নেই—পোড়বার পথেই অগ্রসর হ'চ্ছি—[নেপথ্যে—"অযোধ্যারাজ রামচন্দ্রের জয়"] ও অনেক পুরাতন হ'য়ে গিয়েছে স্তাবক! ধ্বংসের কামনা কর, তাতে কণামাত্রও নূতনত্বের স্রোত বইছে!

গীতকণ্ঠে কামের প্রবেশ

কাম।—

গীত

পর পর গলে পর জয়ের মালা।
ধরণী নাশিতে ধর শরাসন অবসান হবে জ্বালা।
উঠিল জয়-গীতি বিশাল অনন্তে
জয়-দুন্দুভি বাজে মুগ্ধ এ বসন্তে,
পুষ্পবৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি নামিল চিকুরবালা॥

[গীতান্তে কাম আপনার ধনু রামের হস্তে দিলেন]

শ্রীরাম। সত্য বলেছ অস্ত্রব্যবসায়ী! সর্ব্বনাশিনী ধরণীই আমার সকল সুখের কণ্টক! এনে দিতে পার সেই মূর্ত্তিমতী চতুরা রাক্ষসীকে আমার সম্মুখে, তোমারি প্রদত্ত এই ধনুতে শর সন্ধান ক'রে জীবন্ত শত্রুতার অভিনব প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রে ত্রিজগত স্তম্ভিত ক'রে দিই!

গীতকণ্ঠে ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের প্রবেশ

সকলে।—

গীত

সেধে ধরা দেবে না ধরা হে ধরারঞ্জন।
তোমারে নাশিতে ধরা সদা করে আকিঞ্চন॥
তৃষিত নয়নে যার শোষিতে অভিলাষ,
বিপুল বিশাল কায় মুরতি ভীষণ আনে ত্রাস,
ভ্রমিছে নগর পুরে যেন কাল প্রভঞ্জন॥

[গীতান্তে আপন আপন অস্ত্র শ্রীরামের হস্তে দিয়া প্রস্থান]

শ্রীরাম। সত্য তাই—সদ্বীপা পৃথিবী মম
শত্রুতার দেখাইল শেষ!
আরে আরে মায়াবিনী!
পালিয়াছি—পূজিয়াছি—
কাঁদিয়াছি বক্ষে পড়ি তোর,
এই তার শেষ প্রতিদান?
জেগেছিল কেবা তোর শিয়রে বসিয়া?
তৃষ্ণার সলিল পাত্র পূর্ণ করি
নিত্য নিত্য কেবা দেয়
মুখে ঢালি তোর?
কেবা তোরে অনাচার অত্যাচার হ'তে
সাধ্যমত করে পরিত্রাণ?
কেবা তোরে দিল উজ্জ্বলতা
নিশাকালে ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বালি?
উচ্চকণ্ঠে কহি শোন্ মায়াবিনী!
আমি পরায়েছি শিরে তোর
মুগ্ধকরা উজ্জ্বল কিরীট,—
পরিণামে কাড়ি ল'য়ে সীতা মোর,
লক্ষ্যহীন করিলি আমারে—
অভিন্নহৃদয় লক্ষ্মণে গ্রাসিলি!
রাক্ষসী! রাক্ষসী!
ফিরে দে সীতারে—
ফিরে দে রে অনুজ লক্ষ্মণে!
এখনো নীরব—নিশ্চিন্ত এখনো?

দেখ্ তবে—ক্রুদ্ধ শোকার্ত্ত ভুজঙ্গ
কি ভাবে ঢেলে দেয় সুতীব্র হলাহল !

[শরত্যাগে উদ্যত হইলেন]

ভীতা পৃথিবীর প্রবেশ

পৃথিবী। রক্ষা কর—রক্ষা কর সীতাপতি রাম! রক্ষা কর অযোধ্যা-নাথ! শুভাকাঙ্ক্ষিনী দাসীর বক্ষঃ বিদ্ধ ক'রো না। দেখতে পাচ্ছ না, আমার আপাদমস্তকে অত্যাচার অনাচার ব্যভিচারের দুর্ব্বিসহ দুর্ম্মদ পীড়নে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে রক্তধারা নির্গত হ'চ্ছে? ও ব্যথায় এ ক্ষতের উপর হাত বুলিয়ে দেবার কেউ নেই! শাসন-অস্ত্র ফেলে দিয়ে, নির্দ্দয়তা বিসর্জ্জন দিয়ে, কোমলতায় উৎফুল্লিত হ'য়ে স্বরূপ-মূর্ত্তিতে দগ্ধ বুকে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দাও দয়াময়! তোমার দয়ায় পৃথিবী, তোমার দয়ায় তার গৌরব—মর্য্যাদা—

শ্রীরাম। আর আমার বক্ষঃ-যন্ত্রে হাত দিয়ে দেখ দেখি, কি ঝড় বইছে—কি ফেনিল রক্ত-সমুদ্রের ভয়াবহ তরঙ্গভঙ্গের গর্জ্জনে দুর্ব্বল মেরুদণ্ড বিধ্বস্ত হ'য়ে খণ্ড-খণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে—কি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কম্পনের কোলাহলে অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে! এখানে কি অত্যাচার—কি ব্যভিচার—কি পীড়ন—কি রক্তধারা নির্গত হ'চ্ছে, দেখ্তে পাচ্ছ? সব শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে উঠেছে! দয়া-মায়া অন্তর্হিত —বিশ্বাস করুণা বিসর্জ্জিত!

পৃথিবী। তোমার প্রাণে দয়া নেই—মায়া নেই? তোমার প্রাণে বিশ্বাস করুণা নেই? ত্রিজগতের ত্রিগুণাত্মক বাঞ্ছিত রত্ন তুমি, তোমার প্রাণে মমতা নেই? তবে যুগ-যুগান্তর ধ'রে আকাশ ভূধরে চন্দ্র সূর্য্য হ'তে কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত কার মুখপানে চেয়ে দিক্‌দিগন্ত নাম-

সঙ্গীত মুখরিত ক'রে রেখেছে? কে তবে অহল্যার তপোবনে পাদ-স্পর্শ দিয়ে পাষাণী অহল্যাকে মানবী-মূর্ত্তিতে পরিণত করেছিল? কে তবে সীতাহরণে দণ্ডকারণ্য থেকে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত সীতার শোকে অশ্রুবিসর্জ্জন করেছিল? কে তবে গুহক চণ্ডালের কাষ্ঠ-তরণী কাঞ্চনে পরিণত ক'রে চণ্ডালের প্রেমে বিভোর হ'য়ে পড়েছিল? কে তবে লক্ষ্মণের শক্তিশেলে বক্ষে করাঘাত ক'রে শোকাশ্রু ফেলে পৃথিবী-বক্ষ প্লাবিত করেছিল? কে তবে যজ্ঞাশ্বধারী বনবাসিনী সীতার লব-কুশকে দেখে স্নেহাশ্রুবিগলিতনেত্রে যুদ্ধশক্তি হারিয়ে বালকের রণে পরাজিত হয়েছিল।

শ্রীরাম। কে তবে পিতৃসত্য প্রতিপালন ক'রে পিতার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল? বল—বল, কে তবে নিপীড়িতা সীতাকে উদ্ধার ক'রে এনে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়েছিল? কে তবে লোকনিন্দার ভয়ে পাষাণ-হৃদয়ে রাজার নন্দিনী রাজার ঘরণী সীতাকে বনবাসিনী করেছিল? কে তবে মর্ম্মজ্বালায় ক্ষত-বিক্ষত জানকীকে যজ্ঞ-সভায় ব'সে পাতালে পাঠিয়েছিল? কে তবে লক্ষ্মণের মত সুলক্ষণ ভাইকে শৃগাল-কুক্কুরের মত বিদায় ক'রে দিয়েছে? বল—বল, এ বুক পাষাণ হ'য়ে গিয়েছে! সাধ্য কি পৃথিবী, এ বক্ষে কণামাত্র করুণা-সঞ্চার কর!

পৃথিবী। এ বুকে আর কত আঘাত করবে রাজা? এ বুকও যে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গিয়েছে! বরাহ অবতারের কঠিন দন্তাঘাত যে এখনো জাগরূক রয়েছে!

শ্রীরাম। তবু তো তোমার রাক্ষসী-প্রবৃত্তির জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নি?

পৃথিবী। আমার যে কেউ নেই রাজা! আমি যে তোমারই সান্ত্বনার কাঙ্গালিনী—দিবারাত্র তোমারি মুখপানে চেয়ে থাকি!

শ্রীরাম। কেন, আমাকেও গ্রাস কর্‌তে? আমার সম্পদ-সুখ গ্রাস ক'রে তৃপ্তি পাও নি, আমায় লক্ষ্মীহীন ক'রে তৃপ্তি পাও নি, ভ্রাতৃহারা ক'রে তৃপ্তি পাও নি, আমায় নির্দ্দয় কঠোর পাষাণে পরিণত ক'রে তৃপ্তি পাও নি, আমায় মর্ম্মপীড়ার দাবাগ্নির উপর দাঁড় করিয়ে তৃপ্তিলাভ কর নি, আবার কি স্বার্থসিদ্ধির কামনায় আমার মুখপানে চেয়ে আছ রাক্ষসী?

পৃথিবী। তোমায় পূজা কর্‌তে—তোমায় ভালবাস্‌তে—তোমার সম্পদ-সুখবিমণ্ডিত করুণা-সাম্রাজ্যের এক কোণে একটু আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌তে।

শ্রীরাম। না—না, রাক্ষসী-মায়ায় প্রাণ-মন মুগ্ধ ক'রে আমার সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌তে! এত বৈষম্য যে পৃথিবীতে, এত ছিন্ন মর্ম্মের করুণ সঙ্গীত যে পৃথিবীতে, এত অভাব-অভিযোগের প্রাবল্য যে পৃথিবীতে, এত বিচ্ছেদ-বিলাপের লেলিহান বহ্নি যে পৃথিবীতে, কি প্রয়োজন আছে সে পৃথিবীর উদারতার মূর্ত্তি ধ'রে বিরাট বিশ্বের উপর প'ড়ে থাক্‌বার? এ মিথ্যার মায়া-মূর্ত্তি দেখিয়ে জগদ্বাসীর কি উপকার? বক্ষের এক পার্শ্বে সদ্যঃ-প্রসূত শিশুর জীবন-ধারণোপযোগী হৃদয়-রক্ত রেখে দিয়েছে, তাকেই একদিন সেইখানে প্রজ্জ্বলিত চুল্লিক্ষেত্র সৃষ্টি ক'রে পুড়িয়ে মার্‌বার জন্য। কে বলে সর্ব্বংসহা তুই? সর্ব্বগ্রাসী—রাক্ষসী—মায়াবিনী! আজ তোর মিথ্যার বক্ষঃ শরাঘাতে বিদীর্ণ কর্‌বো!

পৃথিবী। এমন পাষাণ তুমি তো নও রঘুমণি! তুমি যে বৈকুণ্ঠের রাজা! সনক সনন্দের অভিসম্পাতে অভিশপ্ত রাবণ কুম্ভকর্ণের মুক্তি-বিধান কর্‌তে তুমি যে আজ রামরূপে জগতে অবতীর্ণ?

শ্রীরাম। পার্থিব বস্তুর সঙ্গে পৃথিবীর ধ্বংস কর্‌তেই আমার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ! দেখ্‌বো না তোমার বিক্ষত বুকের বেদনা—দেখ্‌বো

না আমি বরাহ-অবতারের কঠিন দন্তাঘাতের যন্ত্রণা—থাকৃতে দোবো না তোমায় সীতাগ্রাসিনী হ'য়ে ভোগবতী আদি স্রোতস্বিনী অঙ্কে ধারণ ক'রে! এই দেখ জাগ্রত ধনু—জাগ্রত শায়ক! বরাহ মাত্র কঠিন দন্তাঘাত বক্ষে বসিয়েছিল, আমি বসাবো কঠিন ধনুতে তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ যোজনা ক'রে ঐ বক্ষে! রাম আজ সদ্বীপা পৃথিবীসহ সর্ব্বশেষে আত্ম-বলিদান দেবে—[শরযোজনা করিলেন]।

পৃথিবী। [সকাতরে] হে রাম! হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! হে ধর্ম্ম অর্থ কাম! হে ভূলোক দ্যুলোক ত্রিলোক! নিরপরাধ ধরিত্রীকে রক্ষা কর! রেখেছ অধর্ম্মের অত্যাচারে—রেখেছ নাস্তিকের নাস্তিকতার ব্যভিচারে—রেখেছ দস্যুর দস্যুতা দলিত ক'রে—রেখেছ রাক্ষসকুল সংহার ক'রে, আজও প্রতিপালকরূপে সম্মুখে দাঁড়াও ভগবান!

শ্রীরাম। তাই আজ সংহার-মূর্ত্তিতে সংহারিণী পৃথিবীর ধ্বংসসাধনে আমি অগ্রসর—

দ্রুতপদে নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। অযোধ্যানাথ! ক্রোধ সম্বরণ কর; ধরিত্রী সংহারিণী নয়, ধরিত্রী যে সর্ব্বংসহা!

শ্রীরাম। তারপর?

নন্দী। তাই ধরিত্রীর জীবনরক্ষাই আমার কামনা।

শ্রীরাম। ধরিত্রীর করাল গ্রাস থেকে অভিমানিনী সীতাকে আমার সম্মুখে এনে দাও—

নন্দী। সে শক্তি যে আমার নাই রাজা!

শ্রীরাম। তবে মৃন্মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধরিত্রীর ধ্বংস-যজ্ঞ দেখে যাও।

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। আমি বল্‌ছি রাজা ধরিত্রীকে মুক্তিদান কর।

শ্রীরাম। কে আপনি ?

ব্রহ্মা। পদ্মযোনি ব্রহ্মা।

শ্রীরাম। প্রণিপাত হে লোক-পিতামহ! বলুন, ধরিত্রী আমার জয়-লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দেবেন ?

ব্রহ্মা। অন্তর্হিতা সীতাদেবীকে আর যে ফিরিয়ে পাবার কোনো উপায় নেই রাজা!

শ্রীরাম। তবে সীতাঘাতিনী ধরিত্রীরও জীবনরক্ষার কোনো উপায় নেই।

মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। ক্রোধোন্মত্ত রাজা! ধরণীপ্রতিপালক তুমি, তোমার মুখে এ কথা সাজে না।

শ্রীরাম। কে? দেবাদিদেব মহাদেব? [প্রণাম করিলেন] আপনিও আজ ধরিত্রীরক্ষায় সচেষ্ট? ধরণী আপনার প্রিয়া হ'তে পারে, কিন্তু সে যে আমার পরম শত্রু প্রভু!

মহাদেব। ধরিত্রীকে মুক্তিদান কর।

শ্রীরাম। অন্তর্হিতা সীতাকে এনে আমার শুষ্ক সংসার-কানন মুঞ্জরিত করুন।

মহাদেব। সে শক্তি যে আমার নেই রামচন্দ্র!

শ্রীরাম। তবে ধরিত্রীরও মুক্তি নেই! মুক্তি নিতে হ'লে সীতার সান্ত্বনা চাই! মুক্তি নাও—কিন্তু ব'লে দাও, সীতা কৈ—সীতা কৈ—

ছায়া-সীতাকে লইয়া গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন।—

গীত

চাও যদি ছায়া-সীতা—ছায়া-সীতা।
চাও ফিরে চাও, আশা মেটাও,
দেখে নাও ছায়া-সীতার শীতলতা ॥
দূরে দূরে থাক দূর হ'তে দেখ,
কাছে যেতে মানা শুন সীতানাথ,
সীতা স্বরগের সীতা নয়নের,
সীতা শুধু ভালবাসে নীরবতা।
মরমের ঘরে ভালবাস যারে,
মুছে মায়া তার ভুলে যাও তারে,
কেন সদা ভাস নয়ন-আসারে,
মিছে ভালবাসা মিছে ব্যাকুলতা ॥

শ্রীরাম। এই যে—এই যে আমার আদরিণী সীতা! সীতা—সীতা! ধরিত্রী! মুক্ত—মুক্ত তুমি! শায়ক শরাসন পরিত্যাগ ক'রে তোমার কাছে আমি নতজানু হ'য়ে যুক্তহস্তে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি!

পৃথিবী। হে সৌম্য জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ! তোমার কাছে আমিই মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রছি,—তুমিই যে আমার রক্ষক প্রভু! তুমি কখনো ষড়রিপুর অস্ত্রধারণ ক'রে আশ্রিতা অবলাকে সংহার ক'রতে পার? তুমি যে আশ্রয়দাতা—প্রতিপালক!

মহাদেব। এই নাও রাজা—ষড়রিপুর হাত হ'তে অব্যাহতিলাভের জন্য মন্ত্রপূত বৈরাগ্য-অস্ত্র! এই অস্ত্রে ষড়রিপু দমন ক'রে জীবন-সঙ্গিনী সীতাসঙ্গ লাভ কর—[শ্রীরামকে অস্ত্র দান করিলেন]

[শ্রীরাম প্রণাম করিলেন, ইতিমধ্যে পৃথিবী ও ছায়া-সীতা ব্যতীত সকলে প্রস্থান করিলেন]

শ্রীরাম। সীতা—সীতা! [সীতা চক্ষে বস্ত্র দিলেন] ও কি, কাঁদ কেন প্রিয়ে? [ধীরে ধীরে সীতার প্রস্থান] যেও না—যেও না! যাবে যদি, আমার এই শিথিল হাত দু'খানি ধ'রে যে রাজ্যে বসবাস করছ, আমাকেও সেইখানে নিয়ে চল প্রিয়ে! আমিও যাবো—আমিও যাবো! পেয়েছি মন্ত্রপূত বৈরাগ্য-শায়ক, এই শায়কে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য জয় ক'রে তোমার শীতলায় ডুব দোবো—

ষড়রিপুর প্রবেশ

কাম। সাধ্য কি—ষড়রিপু জয় ক'রবার শক্তি তোমার নেই রাজা!

পৃথিবী। আছে রাজা আছে! বিবেক-ধনুতে বৈরাগ্য-শায়ক যোজনা কর,—দেখ্‌বে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ; মদ মাৎসর্য্য সব পুড়ে ভস্ম হ'য়ে পলকে উড়ে যাবে।

শ্রীরাম। তাই হবে—তাই হবে পৃথিবী! বিবেক-ধনুতে বৈরাগ্য-শর যোজনা ক'রে ষড়রিপু জয় ক'রে যাবো। নে রে শত্রু, অব্যর্থ সন্ধানে পুড়ে মর্‌—[অস্ত্রত্যাগ]

একটী অগ্নিদণ্ড হস্তে লইয়া গীতকণ্ঠে বৈরাগ্যশক্তির প্রবেশ

বৈরাগ্যশক্তি।—

গীত

আমি বাণ।

করিতে অরাতি-রুধির পান॥

কর্ম্ম করিতে আশা মোর,
নিরখি চক্ষে কর্ম্ম ঘোর,
কর্ম্মে জাগি কর্ম্মপ্রাণ।
লক্ষ লক্ষ কর্ম্মী দক্ষ,
আমার কর্ম্মে উচ্চবক্ষ,
কর্ম্মে মোক্ষ করি গো দান ॥

[বৈরাগ্যশক্তির আক্রমণে ষড়রিপু ভীত-ত্রাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে বৈরাগ্যশক্তি রামের পদপ্রান্তে বসিয়া প্রণাম করিলেন]

শ্রীরাম। চল বৈরাগ্যশক্তি! তোমার কর্ম্মদক্ষতায়, তোমার অপার্থিব উজ্জ্বল আলোকে আমার আশার পথ আলোকিত ক'রে দাও—

[বৈরাগ্যশক্তির হাত ধরিয়া শ্রীরাম ও পশ্চাতে সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ

লক্ষ্মণ একমনে পথ চলিতেছিলেন ; নগরবাসী ও বালকগণ গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিল

সকলে।—

গীত

কঁাদিয়ে কঁাদায়ে কোথা চ'লে যাও, দাঁড়াও—দাঁড়াও,
যাবে যদি সাথে নিয়ে যাও।
মোরা শোকের কারায় প'ড়ে রবো—কত সবো জ্বালা
বল ব্রতধারী ব'লে দাও॥
সুখ-রবি চলে অস্তাচলে, মোরা সবে জ্বলি দুঃখানলে,
কত সোনার স্বপন শুভ-আয়োজন হবে নিরঞ্জন,
রেখে অচেতন কোথা যাও?

লক্ষ্মণ। পথ দাও—পথ দাও নগরবাসী—পথ দাও বৎসগণ! অদূরে ঐ সরযুর কল্লোলে ঋক্ সাম যজু অথর্ব্বের মুখর সঙ্গীত নিনাদিত হ'চ্ছে! ব'ল্‌ছে, দিন যায়—ক্ষণ যায়,—আয় রে আয় হতভাগ্য তাপিত মর্ম্মাহত! সময় যায়—কর্ত্তব্যের পথে আয়! কেন এ তীর্থযাত্রীকে মায়া-রজ্জু দিয়ে বাঁধতে চাইছ প্রিয়গণ? আমি তোমাদের কে? যার জন্য আমি, যার ভালবাসা পেয়ে আমায় ভালবাস্‌তে শিখেছ, যার

নয়নাশ্রু নিয়ে আজ মায়ার পীড়নে নয়নাশ্রু ফেলে পথের ধূলা সিক্ত কর্‌ছ, সেই মায়াতীত শ্রীরামচন্দ্রের কাছে যাও—তাকে আশ্বাস দাও—তার দুঃখের অশ্রু মুছিয়ে দাও। আমায় যদি ভালবাস, আমার কর্ত্তব্যের পথ ছেড়ে দাও! মুক্ত গগণবিহারী স্বাধীন বিহঙ্গ পিঞ্জরাবদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছিল, পিঞ্জর ভেঙ্গে আজ সে মুক্তিপথের যাত্রী। বন্ধুগণ! আমিও তোমাদের ভালবাসি; তাই যাত্রাকালে তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ, রামচরিত্রে সন্দেহ ক'রো না—প্রজারঞ্জন রামকে ভ্রাতৃদ্রোহী মনে ক'রো না! রাম প্রজারঞ্জন—রাম কর্ত্তব্যপরায়ণ। কর্ত্তব্যবোধে রাম যেমন চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে ছিলেন, কর্ত্তব্যবোধে রাম যেমন সীতা-দেবীকে বনবাসে দিয়েছিলেন, তেমনি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে রাম আমায় পরিত্যাগ করেছেন! এতে রামের দোষ নেই—আমি রামাদেশ প্রতি-পালন কর্‌তে পারি নি, সেই অপরাধের শাস্তি গ্রহণ কর্‌তে চলেছি! অপরাধীকে পরিত্যাগ ক'রে আগে রাজার প্রাণরক্ষা কর—শোকাকুল রাজার সন্তোষবিধানের চেষ্টা কর! আমায় বাঁধবার চেষ্টা ক'রে শ্রীরামকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ক'রো না। যাও ভাই সব, রামের কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে এসো—[কাঁদিতে কাঁদিতে নগরবাসীগণ ও বালকগণের প্রস্থান] এই পথ প্রয়াণের পথ! পথের ধূলিকণা আজ তীর্থরেণু—সম্মুখের সরযূ আজ বৈতরণী! অকূল পাথার—তরীহীন সরযূ! নাবিক! নাবিক! পারের যাত্রী আমি—পারের তরী এনে সম্মুখে দাঁড়াতে পার?

কাপালিকবেশী মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। হ্যাঁ—পারি, তরী প্রস্তুত; বিলম্ব কিসের? ওঠো—

লক্ষ্মণ। হাত ধর—হাত ধর নাবিক! দেখ্‌ছ না, আমি স্থবির—চলৎশক্তিরহিত! পাদবিক্ষেপে তড়িৎ-চমকের মত কেঁপে উঠ্‌ছি! এই

সময় নাবিক—এই সময়! পথে কণ্টক নাই—কঙ্কর নাই—নদীতে তুফান নাই—প্রতিকূল বাতাস নাই! এই সুযোগে হাত ধ'রে তরীতে তোলো নাবিক!

মহাদেব। যাত্রাকাল বহুক্ষণ অতিবাহিত হ'য়ে গিয়েছে! উপবাসী দুর্ব্বাসা সরযুর তীরে স্নানাহ্নিক সমাপন ক'রে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। উপবাসী ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে সরযু আলোড়িত—বিধ্বস্তপ্রায়!

লক্ষ্মণ। আমি যে হীনদৃষ্টি যোগীবর! করাঙ্গুলি ধারণ ক'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

মহাদেব। আগে সজল চক্ষু মুছে ফেল—রামচন্দ্রের চিন্তা মন থেকে বিসর্জ্জন দাও—পুত্র পরিবারের মায়া-জাল ছিন্ন কর, দেখ্‌বে—অসীম শক্তিতে আপনার নির্দ্দিষ্ট তরীতে উঠে পরম শান্তিলাভ করবে। সে ইচ্ছা সে উদ্যম থাকলে ব্রাহ্মণের উপবাসের কথা বিস্মৃত হ'তে না—আপনার ক্ষত্রিয়ত্ব ভুলে ব্রাহ্মণপ্রতিপালন-কার্য্যে নিরস্ত হ'তে না—নির্ব্বাসিত মনকে এখনো কুহকিনী মায়ার বিশাল রজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখে সম্মুখের প্রয়াণ-পথ ছেড়ে অতীত পশ্চাতের দিকে ফিরে দাঁড়াতে না! যদি মঙ্গল চাও—যদি মুক্তি চাও—যদি রাজবংশের উপর অভি-শাপের ভয় রাখ, তবে বিনা দ্বিধায় আপন শক্তিতে নির্দ্দিষ্ট তরীতে উঠে দাঁড়াও—

সহসা বেগে সশস্ত্র লব ও কুশের প্রবেশ

লব। সরযুসলিল শুখিয়ে ফেল্‌বো—চতুর কর্ণধারের শিরশ্ছেদ করবো—নির্দ্দিষ্ট তরী শরাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দোবো।

লক্ষ্মণ। কে? লব-কুশ! তোরা আবার শোকাশ্রুর বাঁধ ভেঙ্গে দিতে কেন এলি বাবা?

লব। কাকা মশাই, আমাদের ফেলে কার মায়ায় কোন্ দেশে চলেছ? আমরা কি তোমার কেউ নই কাকা?

মহাকাল। কি ক্ষত্রিয়-বীর! কতক্ষণ অপেক্ষা করবো? দুর্ব্বাসা ঋষি কতক্ষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যন্ত্রণাভোগ করবে? যাও, তাঁকে আশ্বস্ত কর—

লব। তুমি যাও ঋষি—তুমি গিয়ে আশ্বস্ত কর! যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-শোণিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপশম করতে চায়, সে ব্রাহ্মণ হ'লেও ক্ষত্রিয়ের পরম শত্রু।

মহাকাল। ক্ষত্রিয় তবে এমন প্রতিজ্ঞা-বন্ধনে আবদ্ধ হয় কেন?

লব। ক্ষত্রিয় যেমন প্রাণ দেবার প্রতিজ্ঞা করতে জানে, আবার প্রাণ নেবারও প্রতিজ্ঞা করতে জানে!

মদনানন্দের প্রবেশ

মদনানন্দ। সাবাস—সাবাস্ ক্ষত্রিয়কুমার! এই তো ক্ষত্রিয়ের দর্প—এই তো ক্ষত্রিয়ের দম্ভ—এই তো ক্ষত্রিয়োচিৎ বীরগর্ব্ব-উত্তেজক বাণী! ধর তো ক্ষত্রিয়কুমার কঠিন ধনুতে তীক্ষ্ণ শরযোজনা ক'রে—দাঁড়াও তো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শত্রুবক্ষ লক্ষ্য ক'রে—দেখাও তো অত্যাচারী ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়োচিৎ ধর্ম্ম! দেখি কোথা থাকে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশী ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দেখি কোথা থাকে শ্রীরামের লক্ষ্মণবর্জ্জন, দেখি কোথা থাকে রামানুজের প্রতিজ্ঞাপালন?

মহাকাল। কি উদ্দেশ্য তোমাদের? ব্রহ্মহত্যা ক'রে রাম-লক্ষ্মণকে নিরয়গামী করতে চাও?

মদনানন্দ। হয় হবে ব্রহ্মহত্যা—হয় হবে রাম-লক্ষ্মণ নিরয়গামী, তথাপি আমাদের উদ্দেশ্যসাধনে আমরাও ক্ষান্ত হবো না।

মহাকাল। দেখতে পাচ্ছ, মার্ত্তণ্ডদেব দ্বাদশ মূর্ত্তির কিরণ বিস্তার

ক'রে পৃথিবী-বক্ষ পুড়িয়ে উপবাসী ব্রাহ্মণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বিগুণ জাগিয়ে দিয়ে নিয়মিত অস্তাচলযাত্রী? দিবা অবসান—সূর্য্যাস্ত হয়,—দেখে আস্‌বে চল নদীকূলে ব্রাহ্মণের মুমূর্ষু অবস্থা!

মদনানন্দ। আর তুমিও দেখে আস্‌বে চল সন্ন্যাসী, অযোধ্যার রাজপুরীতে গিয়ে রাজা রামচন্দ্রের শূন্য বক্ষের আবেগ-স্পন্দন—দেখে আস্‌বে চল রামানুজপত্নীর মর্ম্মস্পর্শী ক্রন্দনের বুকে শোকের কঠিন করাঘাত—দেখে আস্‌বে চল স্বনামধন্য সুখ-রবির অস্তাচলগর্ভে চির-নিমজ্জন! সংসারত্যাগী তুমি—আজন্ম কঠোর তপস্যায় শুষ্ক প্রাণ তোমার, সংসার-বন্ধন কি বুঝবে? তাই আজ রাক্ষসের প্রবৃত্তি নিয়ে কঠোরতার উচ্চ সোপানে দাঁড়িয়ে উঠেছ!

মহাকাল। লক্ষ্মণ! ব্রাহ্মণের অপমান কান পেতে শুনে যাচ্ছ? ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ রুদ্র-মূর্ত্তিতে জ্ব'লে উঠ্‌তে পারে এ কথা যেন তোমার মনে থাকে! উত্তর দাও—কি উদ্দেশ্য তোমার?

লক্ষ্মণ। লব-কুশ! বাড়ী যাও; মদনানন্দ! আমার কর্ত্তব্যের পথে যেতে দাও বন্ধু!

মদনানন্দ। এ কর্ত্তব্য নয় রাজা—এ অকর্ত্তব্য; এ ভ্রাতৃভক্তি নয় রাজা—এ সৃষ্টির বুকে নীরব অভিমান; এ রাজধর্ম্ম নয় রাজা—এ অশক্ত অকর্ম্মণ্যের অক্ষমতার পরিচয়! এ শোক-ঝঞ্ঝা এখনি নিস্তব্ধ ক'রে দিতে পারি, যদি অস্ত্রাঘাতে ঐ সন্ন্যাসীর শির দেহচ্যুত করি!

মহাকাল। লক্ষ্মণ! তবে আমার অপরাধ নেই! তোমার বীরত্বাভিমানী বন্ধুবরকে এই কঠোর শুষ্কপ্রাণ তাপসের মহাশক্তি ভাল ক'রে চিনিয়ে দিই! [কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মাটিতে ফেলিয়া] ওঠো শত্রুনাশী কালপুরুষ! ব্রাহ্মণ-অপমানকারী মহাশত্রুর ধ্বংসবিধান কর!

সহসা জনৈক কালপুরুষ "মার—মার—শত্রু নিপাত কর" বলিয়া অস্ত্রহস্তে মদনানন্দ প্রভৃতির সম্মুখীন হইল

মদনানন্দ। লব-কুশ! দেখ্‌ছ কি? যে শক্তিতে একদিন শ্রীরাম-চন্দ্রকে জয় করেছিলে, সেই শক্তিতে আজ অস্ত্রধারণ ক'রে শত্রু-বিনাশ কর!

লব। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র জাগ্রত অস্ত্র; সে রুধির পান না ক'রে ক্ষান্ত হয় না। [কালপুরুষের সহিত লব-কুশের যুদ্ধ]

মহাকাল। ওঠো—আরো ওঠো কালপুরুষ! [পুনরায় অন্য কাল-পুরুষের প্রবেশ ও যুদ্ধ] ওঠো—আরো ওঠো! [অন্য কালপুরুষের প্রবেশ ও যুদ্ধ] ওঠো—আরো ওঠো! [পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন ও কালপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন] এ কি শক্তি বালকের—নপুংসক রাজভক্তের একি অস্ত্রচালনা-কৌশল! গেল—গেল, নরলোকের ক্ষত্রিয় বালকের হস্তে ত্রিদিবের দেবশক্তি বিলুপ্ত হ'লো! মহাকাল-শিষ্য! ত্রিশূল—ত্রিশূল! জ্বলন্ত পাবকে পতঙ্গের মত পুড়ে ভস্ম হই, আত্মরক্ষায় ত্রিশূল দে—ত্রিশূল দে—

ত্রিশূলহস্তে নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। এই যে—এই যে বাবা তোমার ত্রিলোকবিধ্বংসী কালান্তক ত্রিশূল। হর-হর বম্‌-বম্‌ মহাদেও ব'লে আমিও সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়ে তুল্‌বো! ধর শূল প্রভু, ব্রাহ্মণ-অপমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ কর!

[কালপুরুষগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে মহাদেব ও নন্দী শূল ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে ব্রতী হইলেন]

লক্ষ্মণ। ক্ষান্ত দে—ক্ষান্ত দে লব-কুশ! মদনানন্দ! কার জন্য প্রবল সংগ্রামের সৃষ্টি কর্‌ছ?

মদনানন্দ। তোমার জন্য মধ্যম রাজা—তোমার জন্য!

মহাদেব। তবে মমতার আজি অবসান!
জ্বল্ রে অনলরাশি
ধূ ধূ ক'রে নয়ন ত্রিশূলে!
ব্রাহ্মণের অপমানকারী পাপী বিনাশিয়ে,
কাল বিষধর সম ক্ষত্রশিশু বিনাশিয়ে,
মহোল্লাসে অগ্নিতেজে ওঠ্ রে জ্বলিয়া!
বহ ত্বরা গরলপ্রবাহ,
বৈশ্বানর বাতাসে অনল ঢাল!
প্রচণ্ড প্রলয়-ধূমে বিশ্ব আবরিতে,
প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা ত্বরিতে মিটাতে,
ব্রাহ্মণের চিরবৈরী পলকে নাশিতে,
কক্ষ্যচ্যুত হও দিবাকর!
হৃদয়-সন্তাপ নিভাবো শোণিতে।

খড়্গহস্তে পৃথিবীর প্রবেশ

পৃথিবী। দেখ—দেখ দানবারি!
সমরে সহায় হেতু
আসিয়াছি ভয়ঙ্করী নারী!
সাজি এলোকেশী সুভীষণা আরক্তনয়না,
অস্ত্রকরে করালিনী কাল-ভুজঙ্গিনী সম
আসিয়াছি রক্ত মাখি নৃত্য করিবারে!

কাঁপাও বসুধাবক্ষ করাল গর্জ্জনে,
কাঁপাইয়ে ওষ্ঠাধর ছাড় দীর্ঘশ্বাস,
দন্তে দন্তে করিয়া ঘর্ষণ
অনীকিনী কাঁপাও স্বতেজে!
আমি আজি চামুণ্ডারূপিণী,
আচম্বিতে প্রলয়-গর্জ্জনে
প্রবল নিশ্বাস ছাড়ি উড়াইব সমুদায়!

গুহকের প্রবেশ

গুহক। কে রে--কে আমার লখা ভাইয়ের উপর বীরত্ব দেখাস্ রে? কে আমার রামা মিতের সোণার টুক্‌রোদের নিশ্বাসে উড়িয়ে দিবি রে? কে তোরা রামা মিতের ভক্তকে প্রলয়-গর্জ্জনে লয় ক'রে দিবিরে? আয় তো—আয় তো দেখি, তোদের সমস্ত বীরত্ব নিয়ে দাঁড়া তো! আমিও একবার বুকের জোরে "জয় রাম" ব'লে তীর কাঁড় নিয়ে দাঁড়াই! লখা ভাই! লখা ভাই! কে তোকে নিয়ে যাবে রে? কার কথায় আজ রামা মিতেকে ছেড়ে একা পথে এসে দাঁড়িয়েছিস্? আয় মিতে, রামকে একবার দেখে আসি আয়!

লক্ষ্মণ। গুহক! গুহক! তোমার সৌজন্য অতুলনীয়! এসো চণ্ডালমূর্ত্তিধারী দেব-বন্ধু! তীর্থপথের যাত্রী মিত্র লক্ষ্মণের একটী বিদায়-কালীন আলিঙ্গন গ্রহণ কর—

গুহক। বিদায় কিরে লখা—বিদায় কি? রামা মিতে বিদায় কর্‌তে জানে না; রামার কাছেও তাই জোর গলায় ব'লে এসেছি, লখা ভাইকে ফিরিয়ে আন্‌বো!

মহাকাল। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! স্মরণ রেখো তোমার ব্রতপালন কথা!

সামান্য চণ্ডালের স্তোকবাক্যে সমুজ্জ্বল ধর্ম্মপথে কণ্টক নিক্ষেপ ক'রো না! পরকাল স্মরণ রেখো—

গুহক। কিরে লখা! উত্তর দে--

লক্ষ্মণ। আমি পরাধীন চণ্ডাল!

গুহক। ভয় কি রে লখা, আমি তোকে স্বাধীন পথে নিয়ে আস্‌বো। রামা মিতের নাম নিয়ে পথে বেরিয়েছি—রামা মিতের পা পূজো ক'রে সফলকাম হবার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছি। হাতে রামনামের তীর্-কাঁড়, মাথায় রামা মিতের পায়ের ধূলো, মনের ভেতর রামা মিতের মোহন মূর্ত্তি, বুকে রামা মিতের অসীম বল, তার জোরে তোকে স্বাধীন পথে নিয়ে আস্‌তে পার্‌বো না?

মদনানন্দ। খুব পার্‌বে চণ্ডাল! রামনামে শিলা ভেসেছিল, রাম-নামে দস্যু রত্নাকর তপস্বী বাল্মিকী হয়েছিল, রামনামীস্পর্শে তোমারি কাষ্ঠ-তরী পলকে কাঞ্চনে পরিণত হ'য়েছিল!

মহাকাল। সেই রামরাজ্য আজ ব্রহ্ম-কোপানলে পলকে ভস্ম হ'য়ে মহাশূন্যে বিলীন হ'য়ে যাবে!

গুহক। কর্‌ তো—কর্‌ তো দেখি বামুন রামরাজ্যের ধ্বংস! তা হ'লে মিতেনী সীতা-অপহরণকারী রাবণের মত তোরও দুর্দ্দশা হবে! ওরে বামুন, কৈলাসের ভাঙ্গড় ভোলা মহাদেবও রাবণ রাজাকে রক্ষা কর্‌তে পারে নি—মরেছিল রামা মিতের হাতে, মনে রাখিস্‌!

সহসা শ্রীরামের প্রবেশ

শ্রীরাম। আর সেই রাম যদি বিশ্বের সমগ্র কাতর অনুরোধ নিয়ে তোমাদের সম্মুখে দাঁড়ায়, তবুও আজ এই অযথা খণ্ডযুদ্ধের মীমাংসা হয় না? গুহক! মদনানন্দ! প্রাণের লব-কুশ! যদি যথার্থ

আমার পরম মিত্র হও—যথার্থ তোমরা শ্রীরামচন্দ্রকে রাজা মনে ক'রে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে চাও—যদি যথার্থ পিতৃভক্ত সন্তান হও, তবে প্রতিজ্ঞা-ব্রত প্রতিপালন করবার সুযোগ দিয়ে আমায় দুস্তর নরক-যন্ত্রণা হ'তে রক্ষা কর! ক্ষত্রব্রতধারী লক্ষ্মণকে অযোধ্যা-রাজ্যের কাল-ধূমকেতু মনে ক'রে অযোধ্যাত্যাগী কর! যদি শ্রীরামকে ভালবাস, তবে রামানুজ লক্ষ্মণের উপর থেকে স্বার্থের দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও; আর যদি রাজদ্রোহিতার চরম সোপানে দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে চাও, ভবে আমার হস্তপদাদি শৃঙ্খলিত ক'রে তোমারা একযোগে সবাই মিলে আমায় উত্তপ্ত তৈল-কটাহে নিক্ষেপ কর—শ্রীরামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত কর—তোমাদের স্বার্থের মোহ-রাজ্য নিয়ে তোমরা প'ড়ে থাক! উত্তর দাও, কাকে চাও তোমরা? আমায় না লক্ষ্মণকে? কি চাও তোমরা? কর্ত্তব্য-প্রতিপালন স্বর্গভোগ, না অকর্ত্তব্যের সেবায় অনন্ত নিরয়ভোগ? বৈষম্যের বিলাস-পঙ্ক, না বৈরাগ্যের বিমল পথ? লক্ষ্মণ! মনে রেখো ভাই, তুমি রামানুজ!

লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ চির-আজ্ঞাধীন; মায়া-রাজ্যের শত্রুমণ্ডলী আমায় ব্যূহ-রচনা ক'রে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে! মুক্তি দাও মুক্তিদাতা—

শ্রীরাম। তুমি ক্ষত্রিয়—অমিতবিক্রমে ব্যূহভেদ করে ক্ষত্রধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা কর!

লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের বুকে অনন্ত শক্তি জাগিয়ে তোলো প্রভু!

শ্রীরাম। অক্ষমতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে অনন্তে মিশিয়ে দাও লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। পেয়েছি সে অসীম শক্তি রাজা! দেখ্‌তে পেয়েছি ব্যূহ-ভেদের অবাধ পন্থা—ধারণ করেছি মোহবিনাশী তীক্ষ্ণ অস্ত্র! ঐ যে—ঐ যে সম্মুখে আমার সুবিস্তৃত উজ্জ্বল কর্ত্তব্য-পথ!

[প্রস্থান ও পশ্চাতে মহাকাল, পৃথিবী ও নন্দীর প্রস্থান]

গুহক। মিতে! তুই এত পাষাণ?

লব। বাবা! কাকামশাইকে তুমি ভালবাস না?

মদনানন্দ। ভ্রাতৃপরিত্যাগ যদি শাস্ত্রোচিৎ কর্ত্তব্য হয়, এমন শাস্ত্রের শস্ত্রাঘাতে নির্ম্মূলসাধন প্রয়োজন নয় কি মহারাজ?

শ্রীরাম। মিত্র গুহক! সঙ্গীতাচার্য্য মদনানন্দ! পুত্র লব-কুশ! আমার কার্য্যকলাপ দর্শনে যদি তোমরা আজ আমায় ঘৃণায় পরিত্যাগ কর্‌তে চাও, তাও পার। নির্ম্মম পাষাণ ভেবে যদি আমার মিত্রতা উপেক্ষা কর, যদি রাজভক্তির উপর ঘৃণা আসে, পিতাকে পিতা ব'লে ডাক্‌তে যদি অভিমানের লজ্জায় অবনত হ'য়ে পড়, তা হ'লে আমি মিত্রতা চাই না—রাজভক্তি চাই না—পুত্র-পরিচয় চাই না! আমি সব শেষ ক'রে, আত্মীয়-আত্মীয়তার বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে শ্মশানের নীরব গাম্ভীর্য্যের উপর প'ড়ে থাক্‌বো! যাও,—আমার কাছে কাতরতা কেন—অনুরোধ কেন? দেখ্‌ছ না, আমি রাক্ষসের কর্ত্তব্যপালনে কীর্ত্তি-অন্বেষী? দেখ্‌ছ না, আমি পরিত্যক্ত শ্মশানের ভয়াবহ প্রেত? দেখ্‌ছ না, নীতিবিরুদ্ধ রীতির পূজা কর্‌ছি শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে? যাও, আমার সম্মুখে কেউ এসো না—কেউ থেকো না! হৃদয়ে উদ্বেগ নেই—বুকে রক্ত নেই—চক্ষে অশ্রু নেই! থাক্‌বে কোথা থেকে বন্ধু? একটা বিরাট যুদ্ধের পর—না—না, যাও—যাও —[শ্রীরাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান] ডাক্‌ছে—আমাকেও ডাক্‌ছে! যাবো? যাবো? না—না, আমার রাজ্য, আমার প্রজা, আমার অট্টালিকা, আমার ঐশ্বর্য্য, সব আমার অপেক্ষায় প'ড়ে আছে, আমি কোথায় যাবো? এ বিরাট দ্বন্দ্বের যে আমাকেই মীমাংসা কর্‌তে হ'বে! রামানুজ-বিসর্জ্জন প্রজারঞ্জন রামের কর্ত্তব্যপালন, প্রকৃতিপুঞ্জ তা বুঝুক্, তবে তো আমার নিরঞ্জন!

গীতকণ্ঠে কাম ও বৈরাগ্যশক্তির প্রবেশ

গীত

কাম।— ছিঃ ছিঃ কেন নিরদয়—এত কেন নিরদয় ?
এত স্নেহ-ভালবাসা মিছে কি গো হয় ॥
বৈরাগ্য।—ও যে জাল পেতে ব'সে বসে কত কথা কয়,
ওরে নাকাল হ'বি নাকাল হ'বি সত্যি মিছে নয়,
চোখা চোখা বাণ রেখেছে হ'রে লবে প্রাণ,—
কাম।— কেন কান পেতে শোন অলীক কথা ও যে বিষম কাঁটা,
ওর মান-অপমান সমান কথা মুখে শুধু কথার ছটা,
উভয়ে।— চ'লে এসো এই পথে কারে কর ভয় ?
হেথা কালো নাই শুধু আলো আছে, আছে গো আত্মজয় ॥

[গীতান্তে সহসা শ্রীরাম কামের হস্তধারণ করিলে বৈরাগ্যশক্তি অবনতমস্তকে প্রস্থান করিলেন ; পরে কামের হস্ত পরিত্যাগ করিলে কামের প্রস্থান]

শ্রীরাম। অবিচার—অবিচার ! প্রজারঞ্জন রামের এ কলঙ্ক ভঞ্জন হবার নয় ! সত্যসত্যই একটা মহা অবিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে আজ জীবনের 'জীবন' স্বরূপ আদর্শ ভাইকে নির্ব্বাসিত করেছি !

মদনানন্দের প্রবেশ

মদনানন্দ। নির্ব্বাসিত করেছেন কি রাজা, তাঁকে হত্যা করেছেন !

শ্রীরাম। আমি ?

মদনানন্দ। হ্যাঁ—আপনি ; ঐ সরযুর জলে সোনার দেহ বিসর্জ্জিত হয়েছে ! রাক্ষস সন্ন্যাসী জলমধ্যে এক সোপানশ্রেণী দেখিয়ে দিলে, মধ্যম রাজা জলমগ্ন হ'লেন ! স্থির জলরাশির মধ্য হ'তে রামনামের

বুদ্‌বুদ্‌ ভেসে উঠে একটা রক্ত-গোলক উর্দ্ধে আকাশে উঠে গেল! মধ্যম রাজা নেই মহারাজ—মধ্যম রাজা নেই!

শ্রীরাম। নির্ব্বাসিত করেছি ব'লে জীবন বিসর্জ্জন দিলে? মদনানন্দ—মদনানন্দ! শুখিয়ে গেল সরযুর জল! সরযুগর্ভ হ'তে প্রাণের লক্ষ্মণকে তুলে আনো—পরুষ বাক্য ব'লে ভাইয়ের মত ভাইকে কর্ত্তব্য-বোধে অবিচারে নির্ব্বাসিত করেছি! একবার দেখাবো, এই বাহ্যিক পাষণ্ড অগ্রজের বুকের কোন্‌খানে কোন্‌ অন্তস্তলে কত অপরিসীম অবিচ্ছিন্ন স্নেহ-মমতা গচ্ছিত রয়েছে! পার্‌বে—পার্‌বে মদন, সবিক্রমে গণ্ডুষে বিশাল সরযু বিশুষ্ক ক'রে অযোধ্যার হারা ধন ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌বে?

মদনানন্দ। অগ্নিকুণ্ডে, অস্ত্রমুখে, সর্পমুখে যদি যাবার প্রয়োজন হয়, এ দাস অবলীলাক্রমে তাতেও পশ্চাদ্‌পদ নয়! আছে রাজা—আমার এক অপূর্ব্ব দৈব-শক্তিসম্পন্ন চন্ননা আছে; তারই বলে সরযুসলিল বিশুষ্ক ক'রে মধ্যম রাজাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌বো। আমার চতুর পাখী অযোধ্যার ওড়া পাখীকে ধ'রে আন্‌বে। রাজা! আপনি নিশ্চিন্ত।

[প্রস্থান]

শ্রীরাম। কলনাদিনী সরযু! অযোধ্যার সুখ-রবিকে গ্রাস ক'রেছিস্‌, এইবার নীরব গাম্ভীর্য্য নিয়ে শুষ্ক মরুভূমির মত পরিত্যক্ত প্রান্তরে হাহাকার নিয়ে প'ড়ে থাক্‌!

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মার্কণ্ডের বাটী

পাখীহস্তে জটাবতী

জটাবতী। হাঃ—হাঃ—হাঃ, ওরে চন্দনা, তুই আমার বেটার কাজ কর্‌লি! হাঃ—হাঃ—হাঃ, ওগো বাবাগো, আর কত হাস্‌বো গো—কলসী কলসী মোহরে ঘর-দোর বোঝাই হ'য়ে গেল যে গো! এ যে মোহরে মোহরে ধূলো পরিমাণ গো! ভাতে মোহর, ডালে মোহর, চচ্চড়িতে মোহর, ডাল্‌নায় মোহর, ঝালে মোহর, ঝোলে মোহর, শুতে মোহর, বস্‌তে মোহর, বাঁচতে মোহর, মর্‌তে মোহর—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

মার্কণ্ডের প্রবেশ

মার্কণ্ড। হাসি থামা জটাই, হাসি থামা!

জটাবতী। হাসিতেও মোহর গো হাসিতেও মোহর!

মার্কণ্ড। এই মোহরই বেগোড় কর্‌বে জটাই!

জটাবতী। ওগো মোহরই যে আমাদের বাপ-পিতামো গো!

মার্কণ্ড। এইবার বাপ-পিতামোর শোকে বুক ফাটিয়ে কাঁদ্‌তে হবে জটাই!

জটাবতী। ওগো, কবে কাঁদ্‌বো গো? একঘেয়ে হেসে হেসে কান্না যে ভুলে গেছি গো!

মার্কণ্ড। শোন্ জটাই শোন্, এইবার কান্নারই পালা পড়্‌লো! আমাদের ঘরে আর একটীও মোহর থাক্‌বে না। এই দেখ্, ডাকাতের দল যুক্তি ক'রে পত্র লিখেছে।

জটাবতী। ও মা—ডাকাত কি গো! রামরাজ্যি—এখানে ডাকাত কিগো?

মার্কণ্ড। এইবার ধনে প্রাণে যেতে হবে জটাই—ধনে প্রাণে যেতে হবে।

জটাবতী। ওগো, আমরা কি ফকির হবো না কি গো?

মার্কণ্ড। ফকির তো হবোই জটাই! এ মর-জগতে নয়, পর-জগতে গিয়ে ফকিরি নিতে হবে। এই দেখ্ পত্র, ডাকাতের দল ছুরি শাণাচ্ছে,—গপ্ ক'রে বুকে বসাবে, আর হুড়-হুড় ক'রে মোহরের কলসী টেনে নিয়ে যাবে।

জটাবতী। ওগো, তা হ'লে কি হবে গো? তাদের প্রাণে কি একটু মায়া-মমতা নেই?

মার্কণ্ড। তাই তো বল্‌ছি জটাই, হাসি ছেড়ে কান্নার মওলা দে, নইলে সময়ে কাঁদ্‌তেও পাবি না!

জটাবতী। ওগো, রাজসরকারে সংবাদ দাও না গো—তারা এসে ডাকাতদের ঢিট্ ক'রে দিক্!

মার্কণ্ড। রামরাজ্য অরাজকতায় ডুবে গিয়েছে—শুনিস্ নি? এখানে স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। এখানে চুরি, ডাকাতি, খুন, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা কিছুই বাকি নেই! দেবতার পদে আবেদন জানিয়ে আশ্রয় চাইলেও তোকে আমাকে কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না।

জটাবতী। কেন গো?

মার্কণ্ড। অভিসম্পাত জটাই—অভিসম্পাত!

জটাবতী। কার গো?

মার্কণ্ড। কম্পিত বুকখানায় হাত দিয়ে অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর্, সম্যক উত্তর পাবি।

জটাবতী। সে আবার কি?

মার্কণ্ড। মদনের অভিসম্পাত জটাই—মদনের অভিসম্পাত! বুঝ্‌তে পার্‌ছিস না, ধনের লোভে বড় আপনারকে বিষ খাইয়ে মার্‌তে গিয়েছিলুম—সংসারের গুরুভার ভেবে তার সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দিয়েছিলুম—একরক্তে জন্মগ্রহণ ক'রে সহোদর ভাইকে শৃগাল-কুক্কুরেরও অধম ভেবে নিষ্ঠুর অত্যাচারে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছিলুম! আমরা তাকে স্নেহ বিতরণ করি নি, কিন্তু সে প্রাণ দিয়ে তার কর্ত্তব্য প্রতিপালন ক'রে গেছে। একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি তার অগ্রজ, এ কথা বিস্মৃত হয় নি। তোর মনে পড়ে না জটাই, যাবার সময় সে আগুনের মত তপ্ত অশ্রু ফেলে শুষ্ক মলিন ক্ষুধার্ত্তমুখে নিঃস্ব অবস্থায় পথে বেরিয়ে গেছে? আজ সেই নয়নাশ্রু থেকে ডাকাতের দল সৃষ্টি হ'য়েছে আমাদের ধ্বংসের জন্য! কেমন, এ কথা স্বীকার ক'র্‌ছিস?

জটাবতী। তবে না হয় ঠাকুরপোকে ফিরিয়ে আনো—তার যাদুজানা পাখী তাকে ফিরিয়ে দাও! আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করি এসো—

মার্কণ্ড। অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি জটাই! মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে যমকিঙ্করের বীভৎস মূর্ত্তি দেখে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত ক'র্‌লে যমকিঙ্কর কর্ত্তব্য ভোলে না। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, বিষ খেলে বিষের ক্রিয়া মৃত্যুরই বিধান দেয়! বাজীকরের আতসবাজী বারুদের জোরে সগর্জ্জনে আকাশে ওঠে,—যখন বারুদ ফুরোয়, তখন নিঃশব্দে দ্বিগুণগতিতে মাটীতে আছ্‌ড়ে পড়ে। যা যায়, তা আর আসে না জটাই! আমরা আত্মদোষে আত্মধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়েছি; আমাদের অধঃপতন হবে না তো হবে কার? এখনো যে ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে

আমরা জীবন্মৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি, এটুকুও তাঁর অনুগ্রহ বল্‌তে হবে,—আমরা এটুকুরও পাবার অধিকারী নই।

জটাবতী। সত্যি আজ প্রাণটা কেঁদে উঠ্‌ছে!

মার্কণ্ড। কাঁদ্‌তেই হবে; না কাঁদ্‌লে যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিলুপ্ত হবে—পাপ পুণ্য এক হ'য়ে যাবে—উচ্চ নীচ সমান হ'য়ে যাবে! কাঁদ্ জটাই! তুইও কাঁদ্, আমিও কাঁদি; কেঁদে কেঁদে জীবনের সমস্ত কলুষরাশি গলিয়ে হাল্কা হই আয়! জটাই! সব ছাড়্‌তে পার্‌বি?

জটাবতী। কি?

মার্কণ্ড। এই সংসার—তোর ঐ মোহর?

জটাবতী। আমি সব ছাড়্‌বো। সব ছেড়ে দিলে যদি আমারা ভাল হই, তবে—তাই ক'র্‌বো।

মার্কণ্ড। ঘরে আগুন দিয়ে পালাই চল্ জটাই! আসুক্ ডাকাতের দল—মোহর নিয়ে সন্তুষ্ট হোক্ আর মনে মনে ভাবুক, আমরা আগুনে পুড়ে ম'রেছি! হ্যাঁ, আর একটা পাপ আছে জটাই—সেই পাখীটা।

জটাবতী। পাখীটা ঠাকুরপোকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো—

মার্কণ্ড। মদন আমার তেমন ভাই নয় জটাই! সে বড় অভিমানী। দান করা পাখী সে কখনই ফিরে নেবে না। তার চেয়ে পাখীটার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে আমাদের লোভের ঐশ্বর্য্য ধ্বংস করি আয়! চন্ননা ঐশ্বর্য্য দান ক'রেছে বটে, কিন্তু সে দানে তার অভিসম্পাতের নিশ্বাস মেশানো! অন্যের পাখী আমার ঘরে পোষ মান্‌বে কেন? মদনের কথায় আমার মান রেখেছে, কিন্তু তার নিশ্বাসে আমার সব পুড়িয়ে দিয়েছে। যাক্—সব যাক্! পার্থিব বস্তুর মায়া-মূল উৎপাটন ক'রে বিরাগী হবো, সেও আমার ভালো—[ছুরি বাহির করিয়া] কৈ—চন্ননা কৈ?

জটাবতী। ওই যে—

মার্কণ্ড। দেখ্ জটাই দেখ, ছুরিখানা দেখে চন্ননা জুল্‌জুল ক'রে আমার দিকে চাইছে দেখ্! বুঝি ম'র্‌তে ভয় হ'চ্ছে! দেখ্—দেখ্, ছ'ফোঁটা জলও চোখ থেকে ঠিক্‌রে এসে মাটীতে পড়্‌লো! মায়ায় বাঁধ্‌বি চন্ননা, মায়ায় বাঁধ্‌বি? কেন আমার সম্মুখে লোভের ঐশ্বর্য্য নিয়ে এসে দাঁড়ালি? আমি তোর কে? আপনার প্রভুকে পরিত্যাগ ক'রে কেন আমায় অতুল ঐশ্বর্য্য দান ক'র্‌লি? পিঞ্জর ভেঙ্গে পালাতে পার্‌লি না? এই তোর প্রভুভক্তি? এই তোর ঐশ্বর্য্য গড়ার শক্তি? মর্ হতভাগা, ছুরির ঘায়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করি আয়—[চন্ননাকে হত্যা করিল] ওরে জটাই! হাতটা কিন্তু জ্ব'লে যাচ্ছে! হত্যার রক্ত এত উত্তপ্ত হয়? চল্—চল্, হস্ত প্রক্ষালন ক'রে আসি। কে?

দ্রুতপদে মদনানন্দের প্রবেশ

মদনানন্দ। আমি—মদন! মুখ দিয়ে কথা ফুট্‌ছে না। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌ছি! সব কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পার্‌বো না! দাদা! পাখী —পাখী! কি দেখ্‌ছ আমার মুখের দিকে? আমি দান ফিরিয়ে নিতে আসি নি; একটু পরোপকারের জন্য—সম্রাটের জন্য—মধ্যম রাজা লক্ষ্মণের জন্য! রাজভ্রাতা লক্ষ্মণ জলমগ্ন হ'য়েছে, উদ্ধার ক'র্‌তে হবে। দাদা! চন্ননা—চন্ননা—

মার্কণ্ড। মদন! ভাই আমার! তোর অকৃতজ্ঞ কৃতঘ্ন মহাপাপী দাদাকে মার্জ্জনা কর্ ভাই! আমার মোহ কেটে গেছে, আমার লোভ মিটে গেছে, আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হ'য়েছে! আমরা যে একই রক্তে গড়া পরস্পরের ভাই! ভাই কখনো পর হয়—ভাই কখনো শত্রু হয়—ভাই কখনো সৃষ্টির নিয়ম ব্যতিক্রম ক'র্‌তে পারে?

মদনানন্দ। তবে ভাইকে আজ তার রাজার জীবন রক্ষা ক'র্‌তে দাও দাদা! চন্ননা—দাদা চন্ননা—

মার্কণ্ড। মদন! চন্ননা যে নাই ভাই! আমি তাকে হত্যা ক'রেছি! ঐ দেখ্‌, খাচার ভিতর চন্ননা রক্তাক্তকলেবরে প'ড়ে আছে। আমি অপরাধী, আমায় অভিসম্পাত দে মদন!

মদনানন্দ। ঐ ছুরি যেমন ভাবে চন্ননার বুকে বসিয়েছিলে, সেই ভাবে আমার বুকে বসিয়ে দিতে পার দাদা? তা হ'লে তুমি সংসার জয় ক'রে ঈশ্বরের অমর রাজ্যে গিয়ে মহানন্দে দিনযাপন ক'র্‌বে!

মার্কণ্ড। তার প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে চ'লেছি—

মদনানন্দ। চুপ্‌! প্রায়শ্চিত্তের এখনো অনেক বাকি! আমার প্রাণপাখী উড়িয়ে দিয়েছ, বাকী আমার কঙ্কাল ক'খানা! যে ধ্বংস-যজ্ঞের সৃষ্টি ক'রেছ, সে ইন্ধন পেতেও বিলম্ব হবে না।

[প্রস্থান]

মার্কণ্ড। জটাই! দেখ্‌লি? এতবড় পাপী আমি, ভাইও মার্জ্জনা ক'র্‌লে না!

জটাবতী। তুমি তবু মার্জ্জনা চেয়েছিলে; কি জানি কেন, আমার সে শক্তিও হ'লো না।

মার্কণ্ড। তবে আয় জটাই, ঘরে আগুন দিয়ে পাপার্জ্জিত মোহর বুকে আঁকড়ে ধ'রে আপনাদের পাপ-কীর্ত্তি স্মরণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে পুড়ে মরি আয়,—এই আমাদের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত!

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপুরীর সম্মুখ

বীরাঙ্গনাবেশিনী উর্ম্মিলা

উর্ম্মিলা। রণ—রণ—রণ আমার পণ! স্থিরকর্ণে শুনেছিস্ সমীরণ, শুনেছ আকাশ, প্রান্তর, মরুভূমি—রণ আমার পণ! কৈ—বাসুকী কেঁপে উঠ্‌ছে না? প্রলয়-ধূমাগ্নিতে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হ'য়ে মৃত্যুর তাণ্ডব নর্ত্তনের কোলাহল শুন্‌তে পাচ্ছি না? ভয় পেয়েছিস্? হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমি কিন্তু এই মূর্ত্তি নিয়ে দূর হ'তে দূরান্তরে, পরিত্যক্ত প্রান্তরে, মরুভূমি, ভীষণ শ্মশানে, দুর্গম কান্তারে, নদী, হ্রদ, সাগরসলিলে, পর্ব্বত-শিখরে প্রতিহিংসার বিষ নিয়ে ছুটে বেড়াবো!

গুহকের প্রবেশ

গুহক। বৃথা ছুটে মর্‌বি মা—ছুটে ছুটে ক্লান্ত হ'য়ে আপনা-আপনি মাটীতে আছ্‌ড়ে পড়্‌বি! অযোধ্যার সুখ-রবি গ্রাস কর্‌তে কাল রাহু তার করাল বদন বিস্তার করেছে। জটাজুটমণ্ডিতমস্তক, আরক্তনয়ন, মন্ত্রতেজসম্পন্ন অসংখ্য সশস্ত্র কালপুরুষ সৃষ্টি করেছে আযোধ্যায় সুখ-শান্তি নির্ম্মূল কর্‌তে! ভীষণ-মূর্ত্তিতে চারিদিক ফির্‌ছে—সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, প্রতিভার সমষ্টি অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে! কি সে করাল—কাল ভূজঙ্গের মত কম্পিত ওষ্ঠাধরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ক'রে ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে সহর্ষহুঙ্কারে অনর্থ ঘটাতে চায়! যাস্ নি মা, ক্ষুধার্ত্ত মহাকাল শিকার ধরেছে দেখে এলুম! সরযূর তীরে প্রজ্বলিত চুল্লিক্ষেত্রের উপর

সুবিশাল লৌহ-কটাহ চাপিয়েছে; নিষ্ঠুর শয়তান তাতে রক্ত-মাংসের ব্যঞ্জন প্রস্তুত ক'র্‌বে। যাস্ নি—যাস্ নি মা সে ভয়াবহ স্থানে!

উর্ম্মিলা। কে রে শত্রু, প্রতিহিংসার জ্বলন্ত ইন্ধনে সলিলসিঞ্চন ক'র্‌তে এলি? কোন্ শত্রু আমায় মা ব'লে ডাক্‌ছিস্? জানিস্ না, এ প্রতিহিংসানলের কেন সৃষ্টি হ'য়েছে? জানিস্ কি, আমি কত সহ্য ক'রেছি? জানিস্ কি, আমার ভাগ্য-গগণের কত বড় সুখ-রবি মাটীর ধূলিকণার উপর নির্জ্জীব নিস্পন্দভাবে প'ড়ে আছে? বাঃ—বেশ ব'লেছিস্ শত্রু! রক্ত-মাংসের শরীর, হস্ত-পদ র'য়েছে, প্রতিশোধ নেবো না! অবিরাম জ্বলন্ত শোক-বহ্নি হাহাকারে বাষ্প সৃষ্টি ক'রে ক্ষুদ্র বুকে জমাট বেঁধে প'ড়ে আছে, পরিত্যক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বুকে করাঘাত ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমি শোক-লাঘবের একটু কান্নাও কাঁদ্‌তে পাবো না? আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে জীবন্ত কালপুরুষ তার জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ ক'রে আমার শান্তি-নিকেতন বিষিয়ে তুল্‌লে, আমি বিষ ফেলে প্রান্তরে মরুভূমিতেও একটু দাঁড়াবার আশ্রয় পাবো না?

গুহক। মরুভূমে শ্মশানে প্রান্তরে কোথাও আশ্রয় নেই মা! আশ্রয় কোথায় জান? অযোধ্যার পার্শ্ববাহিনী সরযুর জলে!

উর্ম্মিলা। সরযুর জলে? মূর্খ শত্রু! সরযুর জলেও দাবাগ্নি জ্বল্‌ছে—মহাকালের রুদ্র-কটাক্ষে সরযুও মুহূর্ত্তে শুখিয়ে যাবে!

গুহক। তবে আর একটা উপায় আছে মা! হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে শূন্য রাজপুরীতে আপনার কক্ষে দাঁড়িয়ে একটীমাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মর্ম্মের ভার হাল্কা ক'রে ফেল—হাস্‌তে হাস্‌তে আপন অঞ্চলে ললাটের উজ্জ্বল সিন্দুররেখা মুছে ফেল—সধবা-চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলে মহানন্দে আবর্জ্জনার মত পথের ধূলায় ফেলে দাও! শ্বেত বস্ত্র পরিধান ক'রে উচ্চকণ্ঠে বল—আমি বিধবা,—আমার শান্তি, সুখ, সম্পদ সব

কাল রাহু গ্রাস ক'রেছে! কাঁদলে হবে না মা, হাসির চীৎকারে সমগ্র বিশ্ববাসীর কানে তালা ধরিয়ে দিতে হবে।

উর্ম্মিলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমার সর্ব্বস্ব গেল, আমি পথের ভিখারিণী, তবু আমায় এতখানি স্বার্থত্যাগিনী সাজ্‌তে হবে? হ্যাঁ, সাজ্‌বো—তাই সাজ্‌বো! কিন্তু এখন নয়! শূন্য প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বেও একবার দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে ওঠে—আমিও একবার পতনের পূর্ব্বে আমার উর্দ্ধগতির শক্তি প্রকাশ ক'র্‌বো! দূরে—আরো দূরে যাবো,—যেখানে আলোর শেষ, নিশার প্রারম্ভ—যেখানে দুর্নিবার অবাধ প্রলয়-হুঙ্কার—যেখানে নিবিড় আঁধার—সৃষ্টি-চাতুর্য্যের অঙ্কুর বিকশিত হয় না—যেখানকার প্রকৃতি জড়—অণু-পরমাণু আপনা-আপনি আলোড়িত—অগ্নি-ধারা ঝরে—যেখানে মহারুদ্রের প্রলয়-বিষাণ বাজে, সেইখানে যাবো! যাবে সেই রাজ্যে? দেখ্‌বে এসো, শোকাতুরা নারী কোন্‌ শক্তিতে এই সাম্রাজ্য জয় ক'রে ফিরে আসে! দূরে—অতি দূরে—অনন্ত শিখরে—

[উন্মত্তার ন্যায় প্রস্থান]

গুহক। এমন সোনার রাজ্য কে শ্মশান ক'রে দিলে রে? কত দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেঁদেছি, অশ্রু মুছিয়ে দেয় নি,—কত উচ্চকণ্ঠে ডেকেছি, সাড়া দেয় নি,—আশে-পাশে আকুল-আগ্রহে অন্বেষণ ক'রেছি—দেখা দেয় নি! পূজার মন্দির শূন্য প'ড়ে আছে। সোনার হাটে এমন ক'রে জ্বলন্ত বিষাদানল কে জেলে দিলি রে?

হস্তে ব্যাধিগ্রস্ত মার্কণ্ডের প্রবেশ

মার্কণ্ড। আমি বল্‌বো—আমি বল্‌বো? ঈশ্বর—ঈশ্বর!

গুহক। বোধ হয় ঠেকে প'ড়ে ঈশ্বর চিনেছ, নয়? আগে বোধ হয় ঈশ্বর চিন্‌তে না, কেমন? ভাল—ভাল, এখন থেকে চিন্‌তে শেখো।

ঈশ্বর ভাল—ভাল, ঈশ্বরের অসীম দয়া,—আমি ঈশ্বরকে—না, আমার অরুচি হ'য়ে গিয়েছে! না—না, আমি তোমায় নিষেধ ক'র্‌বো না—তুমি এই নূতন ঈশ্বর চিন্‌তে চ'লেছ! আমি নিশ্চয় চিন্‌তে পারি নি; চিন্‌তে পার্‌লে আজ ঈশ্বরের রাজত্বে দাঁড়িয়ে এতখানি দুঃখের যন্ত্রণা কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

মার্কণ্ড। ভগবানের শাস্তি বড় কঠোর পথিক!

গুহক। বুঝ্‌তে পার্‌ছ—বুঝ্‌তেই হবে।

মার্কণ্ড। এই যে—এই দেখ, দুর্গন্ধময় পূয-রক্ত তার নিদর্শন!

গুহক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাও ঠিক; ঈশ্বর অবিচার করেন না—অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ডবিধান করেন।

মার্কণ্ড। তা করেন! আমার মত, অপরাধীর এ জগতে কেউ নেই!

গুহক। কেন, তুমি কি অপরাধ ক'রেছ?

মার্কণ্ড। বল্‌বো পথিক—তোমায় বল্‌বো? ব'ল্‌তে গেলে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে—আমার চারিদিকে দুর্গন্ধ বাতাস বইতে থাকে—হাতের ক্ষতস্থান বিষিয়ে ওঠে! না—বলি, অপরাধীর প্রায়শ্চিত্ত হবে—বলি! আমি কি ক'রেছি, শুন্‌বে? আমার দেবতার মত ভাইকে শৃগাল-কুক্কুরের মত বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি—তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি—তার সাধনার ফল দস্যুর শক্তিতে কেড়ে নিয়েছি!

গুহক। এই অপরাধ? এই অপরাধে তুমি ব্যাধিগ্রস্ত? এমন অপরাধ অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্রও ক'রেছেন—চির-আজ্ঞাবাহী অনুজ লক্ষ্মণের মত ভাইকে শ্রীরামচন্দ্র বুকে পাষাণ বেঁধে সরযুর জলে বিসর্জ্জন দিয়েছেন! তার জন্য তোমার কিছুমাত্র অপরাধ হয় নি! আদর্শ রাজার আদর্শ প্রজা! যে রাজ্যের রাজা ভ্রাতৃঘাতী, সে রাজ্যের প্রজা আবার কোন্ কালে ভ্রাতৃ-প্রণয়ী হয়? বেশ ক'রেছ! ভাই

আবার মিত্র হয় কবে? ভাই শত্রু! বিষয়ের অংশীদার—ভোজনের অংশীদার—তৃপ্তির অংশীদার, তার সঙ্গে আবার মিত্রতা! ভাই দেখ আর হত্যা কর! এসো তো ভ্রাতৃবিদ্বেষী সাধু, এ রাজ্যের ঘরে ঘরে ভ্রাতৃবিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দিই—শাণিত ছুরিকায় বিষ মাখিয়ে ভ্রাতৃ প্রেমিকের হাতে তুলে দিই,—দেখি, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হ'লে সংসার মনোহর মধুময় হয় কি না?

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

সরযূতীর

গীতকণ্ঠে বৈরাগ্যশক্তির প্রবেশ

বৈরাগ্যশক্তি—

গীত

সাড়া পেয়ে জেগে উঠে আর কেন ঘুম-ঘোরে।
ওরে আয় চ'লে আয় কাজ কি আশায়, আয় আয় নিশিভোরে॥
অচিন্ পথে যাবো সাথে আলো হাতে আঁধারে,
মিছে চাওয়া পাছে ফিরে কেঁদে সারা বিকারে,
কেন দূরে দূরে, আয় ফিরে আপন ঘরে,
সেথা করুণ-রাগিণী উঠে কত সুরে আয় রে সরযূ-নীরে॥

[প্রস্থান]

শ্রীরামের প্রবেশ

শ্রীরাম। উঃ—কি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি এই সরযুর! প্রাবৃট মেঘমালা ইচ্ছামত পৃথিবী-বক্ষে বৃষ্টিধারা ঢেলে সরযুর এই উন্মত্ততা বাড়িয়ে দিয়েছে। উন্মাদ তরঙ্গভঙ্গ দুই পার্শ্বের বেলাভূমি ভেঙ্গে খান-খান করছে! ইচ্ছা, অযোধ্যাকেও তার অবাধ হিল্লোলে তৃণের মত নিরুদ্দিষ্ট স্থানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। লক্ষ্য রেখেছে ঠিক ক্ষুধার্ত্ত কেশরীর মত,—শিকার ধরবে, আর জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করবে! নদী এক কূল ভেঙ্গে চলে! ভাঙ্গতে চলেছে, এর গতিরোধ কে করবে? মানুষ? মানুষ নিয়তি-ইঙ্গিত-পরিচালিত ভাগ্যচক্রাধীন যন্ত্র-পুত্তলিকা! কিন্তু এই মানুষই রাক্ষস! এরা মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতেও মানুষের মাথায় খড়্গ ধরে, আবার মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতেও মানুষের মাথায় খড়্গ ধরে। আমি নর-শার্দ্দূল—আমিই লক্ষ্মণকে গ্রাস করেছি! লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ! কেমন ঠিক নয়?

ছদ্মবেশী মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। লক্ষ্মণের সন্ধান করছ? চতুর! তোমার সুচতুর সজল দৃষ্টি মুছে ফেল; জলে দৃষ্টিশক্তি ঢেকে রয়েছে! ঐ দেখ—ঐ দূরে! কি দেখছ?

শ্রীরাম। অনন্ত স্বচ্ছ জলরাশি!

মহাদেব। তারপর?

শ্রীরাম! অসংখ্য সোপানশ্রেণী পর পর শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিচ্ছে।

মহাদেব। তারপর আরো দূরে—সোপানশ্রেণীর শেষে?

শ্রীরাম। ঘূর্ণমান বিরাট অন্ধকারের আলোড়ন !

মহাদেব। সেখানে কি ?

শ্রীরাম। একটা গোলক।

মহাদেব। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঠিক দেখেছ ; ঐ রক্ত-গোলক সজোরে মুষ্টিবদ্ধ কর্‌তে হবে।

শ্রীরাম। না—না, ও তো রক্ত-গোলক নয় !

মহাদেব। তবে কি ?

শ্রীরাম। রাজভক্ত ভ্রাতৃভক্ত শুদ্ধচিত্ত নির্ব্বিবাদী দেবহৃদয় লক্ষ্মণ !

মহাদেব। না—না, তুমি ভুল দেখ্‌ছ ! এই দেখ, আমি গোলক আহরণ ক'রে আনি।

[প্রস্থান]

শ্রীরাম। আমার দৃষ্টি তোমার নেই সন্ন্যাসী ! আমার দৃষ্টি তোমার যদি থাক্‌তো, তা হ'লে ঐ আলোড়িত অন্ধকারের মধ্যে রত্নোজ্জ্বল রক্ত গোলক দেখ্‌তে পেতে না, দেখ্‌তে পেতে অমূল্য রত্ন রামানুজ ! ঐ—ঐ তার কাতর করুণ কণ্ঠ ! ডাক্‌ছে—ডাক্‌ছে ! মদনানন্দ ! মদনানন্দ ! তোমার পাখী আন—চয়না আন, রত্নাকরের গর্ভ হ'তে অমূল্য রত্ন তুলে আন্‌তে হবে।

ধীরপদে শোকার্ত্ত মদনানন্দের প্রবেশ

শ্রীরাম। এই যে মদনানন্দ ! শুধুহাতে এলে যে ? পাখী কৈ ?

মদনানন্দ। পাখী নেই রাজা—পাখী উড়ে গেছে !

শ্রীরাম। পাখী ওড়ে নি মদনানন্দ—কপাল পুড়েছে। তবে যাও—এখানে আর কি দেখ্‌তে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে ? বিসর্জ্জন ? দেখ—দেখ, খুব ঘটা ক'রে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাও ! রাহু কেতু কোন্ গ্রহ কোন্ লগ্নে ব'সে

শুভাশুভ দৃষ্টি দিচ্ছে, তুমি লক্ষ্য কর—আমায় বল! ঐ সোপানশ্রেণী ধ'রে সরযুর জলে একটী ডুব—ব্যস্, তা হ'লেই সংসার-লীলার অবসান!

ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ

ভরত। পূজ্যপাদ অগ্রজ।

শত্রুঘ্ন। মধ্যম রাজা সরযুর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন, এ কি সত্য কথা?

শ্রীরাম। কে—ভরত? শত্রুঘ্ন এসেছ? আমায় তিরস্কার করবে? কর ভাই, ভ্রাতৃদ্রোহী অনভিজ্ঞ রাজাকে তিরস্কার ক'রে বিদায় দাও—

ছদ্মবেশী মহাদেব ও জ্যোতিপূর্ণ বৈরাগ্যশক্তির প্রবেশ

মহাদেব। এই দেখ রাজা, রক্তোজ্জ্বল পূর্ণজ্যোতি গোলক! এসো—আরো কাছে এসো!

শ্রীরাম। ভরত! শত্রুঘ্ন! হাত ধর, চল—দেখে আসি রক্তোজ্জ্বল পূর্ণজ্যোতি গোলক!

[ভরত শ্রীরামের হাত ধরিলেন, শত্রুঘ্ন ভরতের হাত ধরিলেন; বৈরাগ্যশক্তির জ্যোতিঃ লক্ষ্য করিয়া সকলে ধীরপদে অগ্রসর হইতেছিলেন, মহাকাল ও বৈরাগ্যশক্তি দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন]

মদনানন্দ। কোথায় যাচ্ছেন রাজাধিরাজ?

শ্রীরাম। বুঝ্‌তে পারছ না? সোপানশ্রেণী অতিক্রম ক'রে সরযুর জলে! অন্ধ আমরা, তাই সম্মুখে অপূর্ব্ব দিব্যালোক নিয়ে এসেছেন তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী মহাকাল!

মদনানন্দ। আমার মত অন্ধকেও সঙ্গে নিন্ রাজা!

শ্রীরাম। হে উপকারী বন্ধু! তোমার দায়িত্ব কর্ত্তব্য অনেক!

আমার স্থানে লব-কুশকে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ক'রে তাদের শির-মুকুটে তোমাকেই ব্রাহ্মণোচিৎ আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিতে হবে! লব-কুশের রক্ষণাবেক্ষণ তুমিই ক'রো বন্ধু!

[ধীরে ধীরে সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

গোলোকধাম

উজ্জ্বল রত্নাসনে লক্ষ্মী ও নারায়ণ বসিয়াছিলেন ;
গোলকবাসীগণ গাহিতেছিলেন।

গীত

কি শোভা মধুর দেখ রে নয়ন মন।
মরতের সীতা-রাম আজি লক্ষ্মী-নারায়ণ॥
হৃদয়-কমলে রাখ নীলকমলে,
ভূতনাথ ভোলা যার প্রেমে গলে,
সীতা-রাম-লীলা, রসরঙ্গ-খেলা,
ভাব মনোমাঝে দূরে যাবে জ্বালা,—
মুখে বল সীতারাম—জয় লক্ষ্মী-নারায়ণ।

যবনিকা

শক্তিপূজা

PRINTED BY K. L. MAITY. AT THE
"PONCHANON PRESS"
25/3 Taruck Chatterjee Lane,
CALCUTTA.

শক্তিপূজা

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ

"সত্যম্বর-অপেরা-পার্টিতে" অভিনীত

— ডায়মণ্ড লাইব্রেরী —

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৪৭ সাল।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

জগতে আমার প্রত্যক্ষ দেব-দেবী—

পিতা-মাতা !

ভিন্নকালে ভিন্নভাবে একের পূজা চলে না,

কারণ—

দু'য়ে মিলেই যে এক পূর্ণ দেবতা।

তাই, আমার সেই পূর্ণ দেবতা

পিতা-মাতার চরণে

শক্তি প্রার্থনায়—

আমার এই "শক্তিপূজা"র অনুষ্ঠান।

পূজারী সন্তান—

শশাঙ্ক

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

ধনপতি	...	...	উজানীর রাজ-বণিক।
রমাপতি	...	...	ঐ শ্যালক।
শ্রীমন্ত	...	...	ঐ পুত্র।
যাদব	...	...	ঐ ভৃত্য।
শালিবাহন	...	...	সিংহলরাজ।
অগ্নিশর্ম্মা	...	...	রাজবয়স্য।
কালুদণ্ড	...	...	নগর কোটাল।
ভুলু	...	...	কালুদণ্ডের কনিষ্ঠ।
পিতাম	...	...	মাঝি।

দেবর্ষি, জনার্দ্দন ওঝা, ন্যায়রত্ন, ঘাতক, বন্দীগণ,
মাঝিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

ভগবতী, চণ্ডী, জয়া, বিজয়া।

পদ্মাবতী	...	...	চণ্ডীর সহচরী।
খুল্লনা	...	....	ধনপতির স্ত্রী।
দুর্ব্বলা	...	...	ঐ পরিচারিকা।

সুন্দরী, কুমারীগণ, ডাকিনীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।